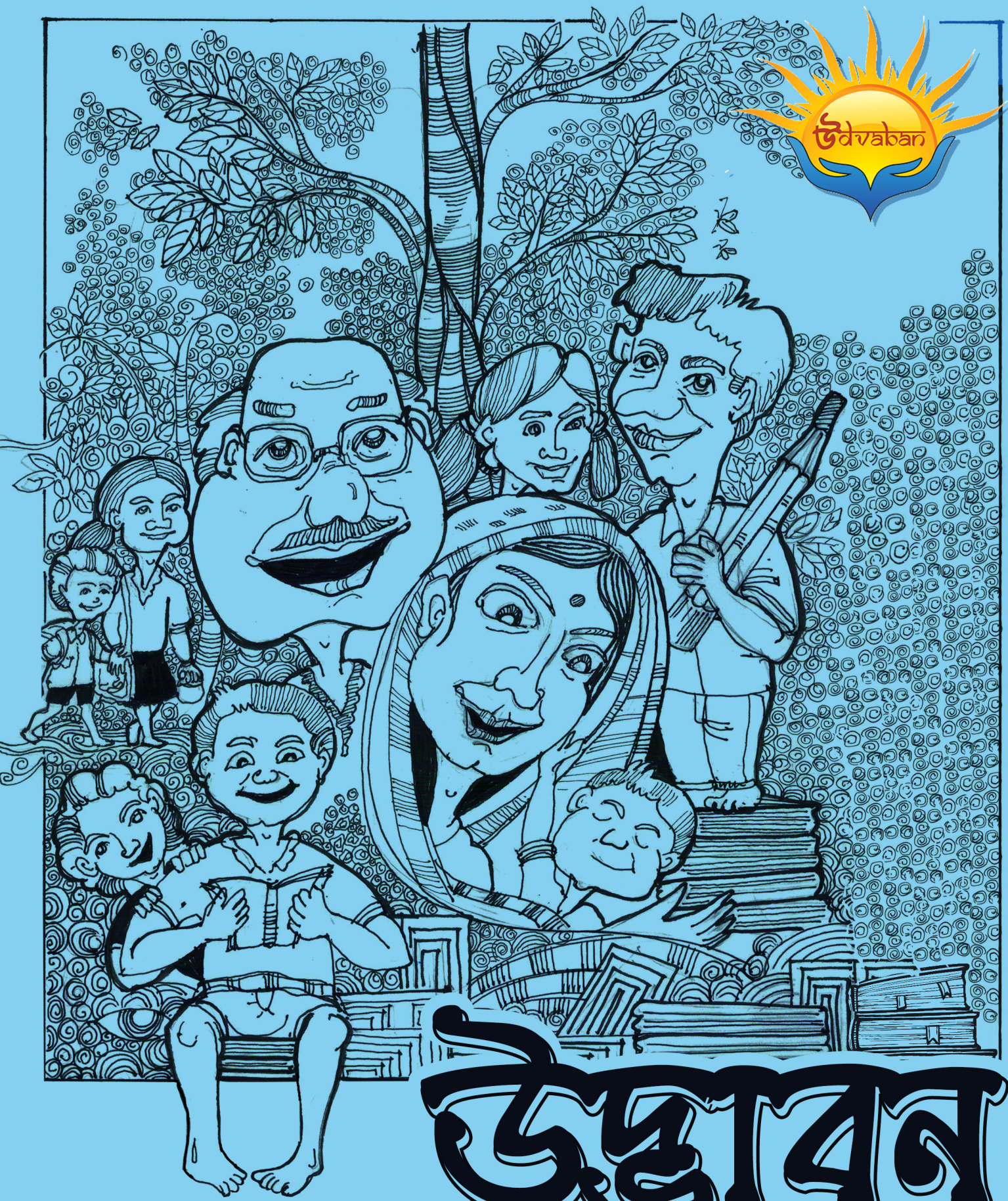

উদ্ভাবন

ডিজিটাল পত্রিকা

(প্রথম বর্ষ - মার্চ সংখ্যা)

Sristi
Shibpur

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক
• উবার ড্রাইভার	মৌসুমী দাস
• লাল নোটবুক	সায়ন্তিকা রায়
• উত্তরের ঘর	সায়ন্তিকা রায়
• দিগন্ত রেখা	বৃষ্টি চৌধুরী
• ফিরে দেখা	সুদেষ্ণা দত্ত
• সমাজ কে	অঙ্কিতা ঘোষ
• অন্য দুর্গা পুজোর ইতিহাস -কালীবাবুর (বাজার) পরিবারের	সন্দীপ বাগ
• স্মৃতিচারণ	দেবজ্যোতি বাগ
• সৃষ্টি, সুখের, উল্লাসে	রাহুল দত্ত
• আমি, একটা শহর, একটা রাত্রি	সুপ্রতিম মুখার্জী
• অভিমান	শ্রেয়া আচার্য্য
• আমি তুমি	সৌরজ্যোতি সিনহা
• বিবস্ত্র	শুভ বাঁক
• যন্ত্র-না	দেবাঙ্ক দে
• সফলতা	কৌস্তভ ঘোষ
• শুভেচ্ছা	হীরালাল দে
• বিষণ্ণ শহর	সৌরনীল সিনহা
• আত্মজ	স্নেহা কাঁড়ার
• নিহত প্রেম	স্নেহা কাঁড়ার

- বিচ্ছেদ ---------- রিশভ মিত্র
- নতুনের আহ্বানে ---------- স্নিগ্ধ ভট্টাচার্য্য
- রণথম্ভোর ---------- প্রদিপ্ত সান্যাল
- শেষরক্ষা ---------- স্নিগ্ধ ভট্টাচার্য্য
- অঙ্কন ---------- ঐকান্তিকা সিংহা
- অঙ্কন ---------- ঐনদ্রিলা সিংহা
- অঙ্কন ---------- দেবপ্রিয় ঘোষ
- অঙ্কন ---------- পৌলমি মান্না
- অঙ্কন ---------- অয়ন্তিকা কর্মকার
- অঙ্কন ---------- অঙ্কিতা কর্মকার
- অঙ্কন ---------- দেবযানী ঘোষ
- অঙ্কন ---------- অঙ্কিতা রায়
- অঙ্কন ---------- মেঘা পাত্র
- অঙ্কন ---------- স্বপ্নিল মুখার্জী
- অঙ্কন ---------- মনিদ্বীপা মুখার্জী
- অঙ্কন ---------- অনিন্দিতা ভট্টাচার্য
- ছবি ---------- শ্রেয়া আচার্য্য
- ছবি ---------- সম্বুদ্ধ সিংহা
- ছবি ---------- সৌরজ্যোতি সিনহা
- ছবি ---------- মনজিত দত্ত
- ছবি ---------- সুদীপ ঘোষ
- ছবি ---------- সোহম হাজরা
- ছবি ---------- কৌস্তভ চ্যাটার্জী
- ছবি ---------- ঋতব্রত দাস
- আমাদের কথা

President's Desk

Dear Everyone,

Wishing all of you a very happy and prosperous new year.

It gives me immense pleasure to drive such a thriving organization for the past 10 months.

I would like to express my sincere gratitude and deep appreciation to each stakeholder including all the Sristians, the Donors and everyone associated with us. This year our combined efforts took Shibpur Sristi to new heights.

We were able to complete the first year of our highly anticipated "Shikshan" Project. We successfully delivered all the educational materials for 120 students who were very much deprived of basic educational materials. We also managed to provide free tution throughout the year and we engaged 10 qualified private tutors for them.

This year we have distributed new Clothes to almost 500 children of different parts of our State through our much-accloded Clothes Drive aka "Paridhan". The project achieved new heights when we successfully distributed 300 new blankets among the most poverty-stricken areas in Purulia. Thanks to our corporate partner "Style Bazar" for giving us a huge relief by supporting us for the said drive.

Our quench for a pollution-free and safe environment, made us organizing our very own "Sobuj Sankalpa" which is an environment awareness rally. We also have distributed 200 saplings through this initiative.

All these above projects make Shibpur Sristi much bigger than ever and our work just not stops here as we are breaking our records every year and setting new and higher goals for upcoming years.

Sustainability is something which we are craving since inception and day by day we are o our course of making all our projects and initiatives sustainable enough so that it produces much better results in the future.

Lastly, I am grateful to all the Sristians who tremendously worked for serving the deprived ones to make their lives better.

I hope we will make our 2020 much better than it was ever before.

Ritabrata Das

President

সম্পাদকীয়

প্রথমেই জানাই প্রত্যেকর কাছে কৃতজ্ঞতা, যারা পাশে থেকে আমাদের প্রচেষ্টা কে সফল করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। এই "উদ্ভাবন" পত্রিকা সবার জন্য, যারা নিজেদের প্রতিভার উদ্ভাবন চায়, যারা এই পত্রিকার মাধ্যমে নতুন করে লেখার, ভাবার , ভাবপ্রকাশের উদ্ভাবন চায়। গোটা পৃথিবীতে পত্রিকার মাহাত্ম্যের অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যুগে যুগে। মানুষের অবসরের সঙ্গী থেকে চেতনার মুক্তি সবেতেই পত্রিকা ভূমিকা বিদ্যমান। ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে এসেছি," pen is mighter than sword" , যত বড় হয়েছি কথাটার সত্যতা বোধগম্য হয়েছে। নিজের ভাব কে লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার মাধ্যম হলো পত্রিকা। আর আমাদের এই পত্রিকা এই সমাজ কে নতুন পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করলো আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসার সাথে। সমস্ত মানুষ কে নিজের পরিবারের অঙ্গীভূত করার মানসিকতার উদ্ভাবন , জাতি - ধর্ম - বর্ণ, নির্বিশেষে মনুষ্যত্ব কে প্রধান কর্তব্য নির্বাচনের চিন্তাধারার উদ্ভাবন, ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর প্রচেষ্টার উদ্ভাবন , আগামী প্রজন্মকে নতুন পৃথিবী উপহার দেওয়ার সংকল্পের উদ্ভাবন আমাদের পত্রিকার মূলমন্ত্র। সম্পাদক হিসাবে এই সংকল্প কে নিষ্ঠার সাথে পালন করার দ্বায়ভার আমার , আমাদের সমস্ত সযোগীদের এবং পাঠকবৃন্দের। ধন্যবাদ জানাই আমার সমস্ত সহকর্মীদের।

সম্পাদক

তুহিন চক্রবর্তী

উদ্ভাবন পত্রিকা

উবার ড্রাইভার

~ মৌসুমী দাস

আমার নাম অনিন্দ। বি.এস.সি গ্র্যাজুয়েট। সরকারি চাকরির খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জেনারেল ক্যাটাগরি আর হাতে কম সময়ের দরুন সেটা স্বপ্ন ই রয়ে গেল।

কারন টা হল নন্দিতা। বর্তমানে আমার স্ত্রী।

আমরা পালিয়ে বিয়ে করেছি কারন ওর বাবা আমাকে মেনে নিতে চাননি। আর নেবেন ই বা কি করে। তিনি রেলে চাকরি করেছেন সারাজীবন। তাই সরকারি চাকুরে জামাই খোঁজা টা নিতান্ত ই স্বাভাবিক।

তারপর আর কি আমি হয়ে যাই উবার ড্রাইভার। আর নন্দিতা ও একদিন বাপের বাড়ির সব বিলাসিতা ছেড়ে চলে আসে আমার সাথে সংসার পাততে।

আমাদের বিয়ের দুবছর হয়ে গেছে। আমাদের ছোট্ট সংসার টা আমরা ভালোই গুছিয়ে নিয়েছি। নন্দিতার বাবা আর ওর বাড়ির লোকজন কোনোদিন আর ওকে মেনে নেয়নি। আর আমি তো জন্ম থেকেই অনাথ। আশ্রমে বড়ো হয়েছি। আমাদের দুজন দুজনকে ছাড়া আর কেউ ই নেই বলা যায়।

তবে এই উবার চালানোর কৃপায় প্রতিদিন অনেক রকমের মানুষ দেখার সুযোগ হয়।

কেউ কেউ গাড়িতে উঠেই আমার ব্যাপারে সমস্ত টা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। আবার কেউ একটা কথাও বলে না।

কখনও এয়ারপোর্ট এর ডিপার্চার গেট এর সামনে প্রিয়তমা কে গাড়িতে তুলে দিয়ে প্রেমিক জানালার বাইরে থেকে বলে "তুমি সাবধানে বাড়ি ফেরো, আমি তো আবার আসবো"। প্রেমিকা সেইবারের মতো চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে " সাবধানে যেও, নিজের খেয়াল রেখো, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো"।

প্রেমিক তার চোখের জল মুছিয়ে আমাকে বলে " ভাইয়া সামহালকে লেকে যানা,ঠিক সে ড্রপ কর দেনা"। তখন আমার নিজেকে কেমন একজন দায়িত্ববান ভাই মনে হয়।

একদিন আমার গাড়িতে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন এক বৃদ্ধ মহিলাকে নিয়ে। তাদের গন্তব্য ছিল এক বৃদ্ধাশ্রম। সেই বুড়ি মা এর চোখে একরাশ জমে থাকা কষ্ট দেখেছিলাম।

আর নিজের ভাগ্যের ওপর তাচ্ছিল্য ভরে হেসেছিলাম।

আমি অসুস্থ মানুষকে নার্সিং হোম এ ড্রপ করেছি, আবার নার্সিং হোম থেকে নতুন সদস্য সহ পরিবার কে বাড়িতেও ড্রপ করেছি।

এক কথায় জীবনের অনেক রং ই দেখেছি এই গাড়ি চালানোর দয়ায়।

এইসব ঘটনা আমি নন্দিতা কে বলি। ও নিজের পরিবারকে খুব মিস করে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে কাঁদে। আমায় বুঝতে দেয়না।

আমি ওকে সেইভাবে কিছুই দিতে পারিনি। কিন্তু ও সবসময় আমার পাশে থেকেছে। ও প্রায় ই বলে " দেখো একদিন আমাদের নিজেদের গাড়ি হবে, আমি পাশের সীটে বসবো আর তুমি বলবে ম্যাডাম আপনি কোথায় যাবেন?"

আর এটা বলেই একটা মুচকি হাসি দেয়।

ওর সাথে স্বপ্ন দেখতে খুব ভালো লাগে।

এবার আসি আজকের কথায়...

কয়েকদিন ধরে নন্দিতার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তাই দুদিন আগে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম। কিছু টেস্ট করাতে হয়েছিল। আজ সেটার ই রিপোর্ট নিতে গিয়ে জানতে পারলাম আমি বাবা হতে চলেছি।

খুশিতে চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আমার আর নন্দিতার সংসার এ নতুন সদস্য আসতে চলেছে। মনে হল ফোন করে নন্দিতাকে খুশির খবর টা এখুনি দি। কিন্তু তারপর ভাবলাম ওকে সারপ্রাইজ দিলে কেমন হয়।

সারাদিন এ ট্রিপ সারতে সারতে ওর জন্য একটা ফুলের তোরা কিনেছি। আর একটা জুঁই ফুলের মালা। ওর খোঁপায় বাঁধবো। ও জুঁই ফুল খুব পছন্দ করে।

রাত নয়টা বাজে। আর একটা লাস্ট ট্রিপ করেই বাড়ি ঢুকবো।

আমার গাড়িতে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে উঠলো। তারা তিনজনেই ব্যাকসীট এ বসলো।

ছেলে দুটির বয়স ওই আঠাস কি ঊনত্রিশ হবে। আর মেয়েটির বয়স ঊনিশ কি কুড়ি অনুমান করা যায়।

ছেলে দুটির কথপকথন এ বুঝলাম ওদের বাড়ির লোকজন পার্টি পলিটিক্স এর সাথে যুক্ত। এবং তাদের কথায় বেশ উগ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে।

লুকিং গ্লাসে দেখলাম মেয়েটি ভীষন বিব্রত। এমন মনে হচ্ছে তাকে জোর করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিছুক্ষন এর মধ্যে তাদের বচসা শুরু হয়। ছেলে দুটি আমাকে বলে গাড়ি সাইডে লাগাতে। আমি অন্য উপায় না দেখে তাই করলাম।

তারপর ওরা মেয়েটির সাথে জোর জবরদস্তি শুরু করলে আমি প্রতিবাদ করি। পুলিশে ফোন করার চেষ্টা করি। তারপর তাদের মধ্যে একটি ছেলে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল। একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জানিনা তারপর কতটা সময় পেরিয়ে গেছে। আমার জ্ঞান ফিরতে দেখলাম নন্দিতার রিপোর্ট গুলো এলোমেলোভাবে গাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওর জন্য কেনা সাদা জুঁই ফুলের মালায় রক্তের দাগ।

আর আমার ঠিক ডানদিকে আমারই রক্তমাখা নিথর লাশ টা পড়ে আছে। কপালে গুলি লেগেছে। রক্ত গড়িয়ে এসে খানিক মুখের ওপর জমাট বেঁধেছে। বুক টা ধড়াস করে উঠলো।

নন্দিতা বাড়িতে একা আছে। নিশ্চই চিন্তা করছে।

গাড়ির ব্যাকসীটে তাকাতেই দেখলাম সেই মেয়েটির মৃত শরীর। জামাকাপড় এলোমেলো অবস্থায়। চোখ দুটো খোলা। ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। আর হাতে সেই পিস্তল।

এই বোনের বাড়িতে ও নিশ্চই কেউ অপেক্ষা করছে।

জানিনা কাল সকালে কি রূপে এটা খবরের কাগজে ছাপা হবে। ক্যাব ড্রাইভারদের যে মানুষ খুব একটা ভালো চোখে দেখেনা।

কিন্তু নন্দিতা? সে আমায় ভুল বুঝবেনা তো?

লাল নোটবুক

~ সায়ন্তিকা রায়

ঘরে ঢুকেই বিরক্ত হল সৃজন। সন্ধ্যাবেলা লোডশেডিং, তার উপর বাড়িতে কেউ নেই। সবাই দেশের বাড়ি গেছে। সৃজনের কলেজের পরীক্ষা থাকায় গেল না।অগত্যা মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে লাল নোটবুকটা খুলে বসলো।আজ ও ফেরার পথে দেখে এক বয়স্ক ভদ্রলোক নিরিবিলি জায়গায় তার ছোট্ট দোকান পসরা সাজিয়ে বসেছে ।বেশিরভাগই পুরানো আমলের জিনিস। বড়লোকেরা শখে কিনে এসব বাড়িতে সাজিয়ে রাখেন। সৃজনের দৃষ্টি কাড়লো একটা লাল রঙের মলাটের পুরানো নোটবুক। লোকটার থেকে প্রায় জোর করেই ও কিনলো নোটবুকটা। কেন দিতে চাইছিল না কে জানে!

সৃজন তো বইপোকা। তাই মোমবাতির আলোতেই গল্প পড়তে লাগলো। বাহ!! গল্পটা বেশ রোমাঞ্চকর লাগছে। লেখক মনে হয় নোটবুকে আত্মজীবনী লিখেছেন। গল্পটা পড়তে পড়তে সৃজন হঠাৎ দেখে মাঝে মাঝে কয়েকটা পাতা ফাঁকা। তারপর থেকে লাল রক্তের ন্যায় কালিতে বাকিটা লেখা ।যেন মনে হচ্ছে রক্ত দিয়েই লেখা। লেখাটা এরকম -আমি মোমবাতির আলোয় বইটা পড়ছিলাম কিন্তু হঠাৎই ঘরের মধ্যে একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত বারোটা ।পিছনে কারোর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তারপর ঘাড় ঘোরাতেই..... আর লেখা নেই। সৃজন একটু শঙ্কিত হল। মনে মনে হাসলো, সবে তো সন্ধ্যা সাতটা ।কিন্তু ঘড়িটা দেখতেই শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘামের উদ্ভব হল।ঘড়িতে রাত বারোটা। জানালা দিয়ে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকলো। গল্পে বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।পিছনে কার যেন নিশ্বাস অনুভব করলো সৃজন। ঘুরতেই এক বীভৎস মুখদর্শন করলো সে।তারপর আর কিছু মনে নেই। সৃজনের রক্তাক্ত নিথর দেহটি মাটিতে পড়ে রইল। নোটবুকের শেষ কয়েকটি ফাঁকা পাতা লেখায় ভরে উঠলো।

উত্তরের ঘর

~ সায়ন্তিকা রায়

প্রায় দুবছরের বেশি হতে চললো আমরা এই ফ্ল্যাটে এসেছি। তিনতলা, চারিদিক নিরিবিলি, গাছপালায় ঘেরা। দিদি মারা গেছে একবছর হয়েও গেল।

তখন রাত দুটোর কাছাকাছি হবে। মা আর বাবার সাথেই শুয়েছিলাম। হঠাৎ উত্তর দিকের ঘরটা থেকে দুম করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল ।আমার চোখে ঘুম ছিল না। তাই কি হল দেখবার জন্য উঠে গেলাম ঘরটায়। আমি ঢুকতেই একটা ঠাণ্ডা বাতাস আমার চারপাশ দিয়ে বয়ে গেল। অন্ধকারে কিছু অনুধাবন করতে না পেরে ভয়ের চোটে বেরুতে যাব কিন্তু হঠাৎ দরজাটা ধড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড়ের কাছে কার যেন নিশ্বাস অনুভব করলাম ।ঘুরে দেখি এলো চুলের এক নারীমূর্তি, যার চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলছে, গলা থেকে শোণিতধারা পড়ছে টপ্ টপ্ করে। সে আমার গলা টিপবার জন্য আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। হঠাৎ সেই মেয়েটিকে পিছন থেকে কেউ বাধা দিল। শুনতে পেলাম ছায়ামূর্তিটি আমায় বলছে -বোন পালা এখান থেকে। একটা আর্তনাদ, তারপর আমি ওখানেই বেহুঁশ। ভোরের আলোয় জ্ঞান ফিরলে দেখি বাবা ও মা ভীত শঙ্কিত হয়ে আমাকে দেখছে। আমি বললাম - আমরা আর এই ফ্ল্যাটে থাকবো না ।দিদি হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়নি। দিনটি ছিল কৌশিকী অমাবস্যা ।গত বছর এই সময়ে দিদির ডেডবডি এঘরেই পড়েছিল। তখন দিদির গলায় গভীর কালো দাগ দেখেই বুঝেছিলাম এ অস্বাভাবিক মৃত্যু ।কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। কালকের অভিশপ্ত দিনটা আমার দিদির প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল ।কিন্তু দিদি আমার প্রাণ কেড়ে নিতে দেয়নি।

দিগন্ত রেখা

~ বৃষ্টি চৌধুরী

প্রথম অধ্যায়

(১)

- আচ্ছা তারপর বল , ‘ মেয়ার প্রিপারেশন অফ্ আ্যন অফেন্স' কি আ্যটেম্প্ট হবে ??
- কখনোই না। এটা আবার প্রশ্ন হলো নাকি? এবার তুই বল হিয়া , ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কোন সেকশনে দেওয়া আছে ?
- আর্টিকেল ৫১-এ । কতবার বলেছি হার্দিক কনস্টিটিউশনে সেকশন থাকেনা , আর্টিকেল থাকে। আগের দিন রূপাঞ্জনা ম্যামের কাছে ও ঝাড় খেলি। পরীক্ষাতেও দেখবি ভুল লিখে আসবি।
- লিখে আসলে লিখে আসবো। কি হবে? বড়জোর ফেল করবো.. এতে আমার কিছু যায় আসে না। তুই তো জানিস যে আমার কোন জিনিস একবার অভ্যাস হয়ে গেলে বদলাতে অনেক টাইম লাগে।
- বুঝেছি। একদিন এটাই তোর কাল হবে দেখিস.... আর হ্যাঁ আজকে এই পর্যন্তই থাক। কালকে তো জানিস রিহার্সাল আছে। অফ হলাম। টাটা। গুড নাইট।
- ওকে হিয়া । বাই। কাল দেখা হচ্ছে কলেজে।
- একদম। চল টা টা।

ইন্টারনেট বন্ধ করে আলতো হাতে খাটের একপাশে ছুঁড়ে দিল ফোন টা হিয়া। পাশবালিশ টা আঁকড়ে ধরে মনে একটা শান্তির অনুভূতি নিয়ে চোখের দুটো পাতা এক করলো বছর কুড়ির মেয়ে টা। বন্ধ চোখের পর্দায় নিজে থেকেই হঠাৎ হার্দিকের সরল

অথচ দুষ্টুমি তে ভরপুর চোখদুটো ভেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে বাস্তব জগতে ফিরে এলো হিয়া । শক্ত হয়ে উঠলো ওর চোখ মুখ। মনে মনে আরও একবার বলে নিল নিজেকে, " হার্দিক তোর শুধুই বন্ধু হিয়া। আরও একবার নিজেকে ঐ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিস না তুই। আর কোনো পুরুষের প্রতি দুর্বল হোস না।" মন শক্ত করে চোখ বুজলো এবার মেয়ে টা। সারা দিনের ক্লান্তি তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে।

(২)

- ও দাদা দেখে হাঁটুন একটু । পৈত্রিক প্রাণটা তো বেঘোরে হারাবেন মশাই।
- সরি দাদা দেখতে পাইনি।

সম্বিৎ ফিরল আর্যর। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে বুঝতেই পারেনি ও। নিজেকে সামলে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, রাস্তার পাশের দোকানগুলোর বেশীরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। যখন পামেলার বাড়ি থেকে বেরোলো তখনও কয়েকটা খোলা ছিলো যতদূর মনে পড়ছে ওর।

"আটকে রাখা চোখের জল, দমবন্ধ করে দেওয়া কিছু বাক্যবাণ , নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন, কিছু পালন না করতে পারা দায়িত্ব.... এরা বোধহয় মদের চেয়েও বেশি সক্ষম ভাবে স্নায়ুতন্ত্রকে অবশ করতে পারে।" জীবনের এই মোড় ঘোরানো পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও নিজের কাব্যিক চিন্তা ভাবনা দেখে নিজেই হেসে ফেললো আর্য। আর্য চ্যাটার্জী। তেইশটি বসন্ত পার করলে কি হবে, নিজের জীবনের বাসন্তী দেবীকে আজও ঠিকঠাক ছুঁতে পারল না। আর এখন তো চোখের সামনে প্রবল থেকে প্রবলতর শৈত্য ঘনিয়ে আসছে প্রতিদিন। নাহ্ অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফোন টাও বাড়িতে ফেলে এসেছে। এবার মা ও চিন্তা করতে শুরু করবে। এমনি ই হাই ব্লাড প্রেশার । মনস্থির করে এবার বাড়ির রাস্তা ধরলো আর্য। আর একদিন বাদে ২৫ শে বৈশাখ। এবার মঞ্চে না উঠলেও মঞ্চের

পিছনের দ্বায়িত্ব ওকে নিতেই হবে। যতই হোক , পাড়ার ক্লাব বলে কথা। এইসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দরজার সামনে এসে দাড়ালো আর্য। আর তারপরই হঠাৎ মাথা টা ঘুরে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলো ওর।

(৩)

- কী বলছিস তুই দেবিকা ? বয়ফ্রেন্ড বারণ করেছে বলে এই শেষ মুহূর্তে এসে নাচ করবিনা বলছিস? কোন যুগে বাস করিস তুই?

- হিয়া প্লিজ আমার কথাটা শোন। রাগ না করে আমার পরিস্থিতি টা একটু বোঝার চেষ্টা কর ।

- কী বোঝাতে চাইছিস তুই?? আমি আর তুই ছাড়া বাকি দুজন পুরোপুরি নন্-ড্যান্সার। অনুভা ম্যামের কথায় ওদের নেওয়া হয়েছে। এক মাস ধরে স্টেপগুলো রীতিমতো মুখস্থ করানো হয়েছে। এখন চারজনের কোরিওগ্রাফি আমি তিনজনে কীভাবে কনভার্ট করবো?? কাল প্রোগ্রাম দেবিকা। হাতে আর একটা দিন ও নেই।

- হিয়া দেখ, গতকাল সমুর সাথে মিট করেছিলাম । কথায় কথায় ওকে বললাম যে হার্দিক আর কৌশল সঞ্চালনা করবে। ব্যাস্ , ওর মনে পড়ে গেল যে কৌশল আমার কোনো একটা ছবি তে ভুলভাল কমেন্ট করেছিল আর ওমনি বলে দিল প্রোগ্রাম করতে হবে না । অনেক বুঝিয়েছি রে কিন্তু জেদ ধরে বসে আছে। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। সৌমিক কতটা পসেসিভ তুই তো জানিস বল্।

- তুই আর তোর বয়ফ্রেন্ড ..... গো টু হেল।

- শোন হিয়া , মাথা ঠাণ্ডা কর। তুই কোরিওগ্রাফি চেঞ্জ কর। আমি হেল্প করছি।

- বেড়িয়ে যা রিহার্সাল রুম থেকে। জানিস না নন্-পারফর্মাররা অ্যালাও নয়। জাস্ট গো।

ধীর পায়ে দেবিকা বেরিয়েই দেখলো দরজার সামনে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে হার্দিক। হিয়ার দিকে একবার আর হার্দিকের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টি ফেলে করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেল ও।

(৪)

“ বাবান ... বাবান .... শুনতে পাচ্ছিস... বাবান রে.. ও বাবান....”
কতদূর থেকে যেন মায়ের ডাক শুনতে পাচ্ছে আর্য । কিছু দেখতে পাচ্ছেনা ও.. চোখের পাতা দুটো যেন আঠা দিয়ে কেউ বন্ধ করে রেখেছে। কোনো উত্তর দিতে পারছে না । জিভ যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে অনুভব করলো ঘাড়ের তলায় নরম মাতৃ ক্রোড়ের স্পর্শ। মাথা টা অবশ হয়ে ঝিমঝিম করছে। আরও কয়েকবার মায়ের ডাক শোনার পর জোর করে নিজের চোখটা খুলল আর্য। ভোরের নরম আলো ততক্ষণে প্রকৃতির সাথে সাথে ওর ছোট্ট ঘরে ঢুকে পড়েছে। চোখ খুলেই মাথার উপরে মায়ের রাত জাগা ক্লান্ত বিধ্বস্ত মুখ টা দেখতে পেল।

- বাবান..!! আমাকে কি তুই শান্তি দিবি না বলতো? কাল সন্ধ্যে থেকে শুরু করে সারা রাত আমার কীভাবে কেটেছে কোনো ধারণা আছে তোর? তোর বাবা আর তুই কোনদিন আমায় শান্তি দিলি না। এদিকে ফোন ফেলে গেছিস তাও আমি অতটা চিন্তা করিনি।

জানি পামেলার বাড়ি গেছিস , ওখান থেকে পাড়ার ক্লাবে যাবি হয়তো । কিন্তু অত রাতেও যখন ফিরছিলিনা আমি ই বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলাম। দরজা খুলেই দেখি.....

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে ওঠেন আর্যর মা সম্পূর্ণাদেবী।

- মা প্লিজ কেঁদো না। একে সারারাত জেগে রয়েছো। প্রেশারের ওষুধ টা খেয়েছো কিনা কে জানে। এবার তুমি বলো আমাকে ভিতরে আনলে কি করে?? আর এতক্ষণ আমি.. মানে এখন তো ভোর হয়ে গেছে.. মানে...
- আর মানে মানে করতে হবেনা। রমা কাকীমার ছেলেরা এসে ঘরে দিয়ে গেছে তোকে। তারপর ডাক্তার জেঠু এসে তোকে দেখে একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে গেছিলেন আর বললেন সারাদিন নাকি কোনো খাওয়া দাওয়া হয়নি। আর জিজ্ঞেস করলেন কোনো দুশ্চিন্তায় আছিস কিনা। আমি কিছু বলিনি অবশ্য।
- ভালো করেছো মা। এক্ষুনি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।
- আচ্ছা বাবান পামেলার বাড়িতে গেলি যে কিছু খাস নি? কেমন আছে মেয়েটা ? সব বলেছিস ওকে? কি বললো সব শুনে?
- ভালো আছে মা । কাল অনুষ্ঠান তো রিহার্সাল করছে ।

চোখ বন্ধ করলো আর্য। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণা দেবী বুঝে গেলেন আরো একটা যন্ত্রণা তার অন্তর্মুখী ছেলেটা হৃদয়ের গহীন অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলার প্রচেষ্টায় রত। অবসন্ন পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি ঠাকুর ঘরের দিকে।

(৫)

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে রিহার্সাল রুমে ঢুকল হার্দিক। দেখলো হিয়া জানলার গ্রীলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাটুরনীচ পর্যন্ত গোটানো ব্ল্যাক জিন্সের সাথে একটা ব্লু ওভার সাইজড্

জিন্সের শার্ট আর তার উপর একটা পিংক ওড়না কোমরে বাঁধা শক্ত করে। কোমর ছাপানো চুল হর্সটেলের বাঁধনে হাঁসফাঁস করছে। ঘামে ভিজে ওঠা শার্টের কিছু অংশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও পুরো দমে নাচের রিহার্সাল চলছিল।

- "রাত্রির আঙ্গিনায় যদি খোলা জানালায় একবার একবার যদি সে দাঁড়ায়....."
  না না আমি বলিনি হিয়া, নচিকেতা বলেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে হিয়া ব্যানার্জী যে সব প্রফেসরদের ফেভারিট ডান্সার, সে এই দিনের ব্যস্ত সময়ে জানলার গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?
  হার্দিকের কথার মাঝেই পিছন ফিরেছিল হিয়া। বেশ রাগত স্বরেই উত্তর দিল ও-

- দ্যাখ ভাই মাথা গরম আছে। বেকার হ্যাজাস না বলে দিলাম। তোকে তো দেবিকা সব বলেছে আমি জানি। তাই আগে থেকেই বলে দিলাম ওর হয়ে কিন্তু কোনোরকম সাফাই গাইতে আসবিনা।
- আরে ধুর.. এখনো অবধি টিফিন করিনি। আজকে জয়দেবদা 70 টাকার বিরিয়ানি 60 টাকায় দিচ্ছে ওর বউয়ের জন্মদিন বলে। ভাবলাম, 30-30 করে খেয়ে আসি.... তোকেও তো ক্যান্টিনের দিকে যেতে দেখলাম না তার মানে এখনো খাসনি।
- হুম্ ....বেটার প্ল্যান। চল্।

বিরিয়ানীকে তো কোনদিনই উপেক্ষা করতে পারে না হিয়া। আজকাল হার্দিকের এইসব ভুলভাল কাজকর্ম , কথাবার্তা এগুলোকেও কেমন যেন ও এড়িয়ে যেতে পারে না। নিজের মনে এসব ভাবতে ভাবতেই হার্দিকের গলার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরল হিয়ার।

"জয়দেব দা.. একটা বিরিয়ানি দুটো প্লেটে ভাগ করে দাও। একটাতে লেগপিস দিও আর একটাতে আলু দিও।"

হার্দিক এর কথা শেষ হতে না হতেই হিয়া চেঁচিয়ে বলল , ”জয়দেব দা ওর কথা শুনো না। দুটো প্লেটেই আলু আর চিকেন দাও। চিকেন আর আলুর এক্সট্রা পয়সাটা আমার নামে লিখে রাখো। আজ মানিব্যাগ হোস্টেলে পড়ে আছে।“

একটা টেবিলের মুখোমুখি বসে আছে হার্দিক আর হিয়া। মাঝখানে দুটো গরম ধোঁয়া ওঠা বিরিয়ানির প্লেট। হিয়ার গোগ্রাসে খাওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে এতক্ষণ ধরে কতটা খিদে পেয়েছিল ওর। হার্দিক সেদিকে তাকিয়ে হিয়া কে আলতো গলায় বলল

- ভেঙ্গে পরিস না হিয়া। আমি সবটাই শুনেছি। সব ঠিক হবে। তুই সব ম্যানেজ করতে পারবি।

  হার্দিক এর কথা শুনে হিয়া শক্ত গলায় বলল-

- আমি ভেঙে পড়িনি তো একটুও। শেষ মুহূর্তে চারজনের জায়গায় তিনজন নাচবে বা দশ জনের জায়গায় ন জন নাচবে.. এগুলো আকছার হতে থাকে যে কোন অনুষ্ঠানে। প্ল্যান-এ কাজ না করলে প্ল্যান-বি তো কাজ করাতেই হবে আর প্ল্যান-বি আমার সব সময় রেডি থাকে। নাচের প্রোগ্রাম নিয়ে আমি ভাবছি না। ওটা আমি সামলে নেব।
- তাহলে এতো রেগে গেলি কেন দেবিকার ওপর?

- হ্যাঁ আমি রেগে গেছিলাম ওর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে আর সবথেকে বড় কথা যদি কোন ঠিকঠাক কারণ দেখাতো আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু ও যে কারণটা দেখালো সেই কারণটা একজন মেয়ে হিসেবে আমার অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছে। এরকম একটা ছেলেকে ছেড়ে নাকি ও বাঁচবে না !! জাস্ট ভাব তুই।

- দেবিকা তো ওকে ভালোবাসে হিয়া। তুই বেশি রিয়্যাক্ট করছিস। হতে পারে ছেলে টা বেশী পসেসিভ। বলনা, তোর ভালোবাসা যদি তোকে কখনো ছেড়ে চলে যায়, তুই বাঁচতে পারবি?

- কেন? আমাকে দেখে কি তোর মৃত মনে হয় ?

হিয়ার কেটে কেটে বলা শেষ কথাগুলো আর চোখের অদ্ভুত জ্বলন্ত দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মুখটা নামিয়ে নিল হার্দিক।

(৬)

“ তুমি সুখ যদি নাহি পাও... যাও সুখেরও সন্ধানে যাও.. আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে.. আরও কিছু নাহি চাই গো .. আমারো পরাণ ও যাহা চায়....”

রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রতি বছরের ভোর ই পাড়ার ক্লাবের মাইকের আওয়াজে শুরু হয় আর্যর। তার দুমাস আগে থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠানের আয়োজন । আজ মিটিং ,কাল রিহার্সাল। আর গত চার বছর ধরে এই দিনটার জন্যই বোধহয় ছেলেটার সারাবছরের অপেক্ষা থাকে। আজও চোখ বুঝলেই আর্য ছবির মতো দেখতে পায় সেই বছরের রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনটা।

পাড়ায় নতুন একটা পরিবার এসেছিল রবীন্দ্রজয়ন্তীর ঠিক দু মাস আগে। মা-বাবা-মেয়ের একটা ছোট্ট পরিবার। তার ঠিক কয়েক দিন বাদেই পাড়ার অনুষ্ঠানের মিটিং এ ঠিক হয় চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা হবে। সব ঠিকঠাক ই চলছিল কিন্তু অর্জুনের চরিত্রটি যে ছেলেটি করছিল , তার টাইফয়েড হয়ে যাওয়ায় সবটা শেষ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। পাড়ায় একমাত্র ঐ একটি ছেলেই শাস্ত্রীয় নৃত্যে পারদর্শী। ওকে পাওয়া যাবে না জেনে আর্যদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল। আর ঠিক তখনই নাটকীয় প্রবেশ ঘটেছিল

পামেলার। তাদের পাড়ার বাসিন্দা নতুন পরিবারের একমাত্র সন্তান পামেলা বোস। আর্যদের প্রায় সমবয়সী মেয়েটা এসে বলেছিল যে সে অর্জুনের চরিত্রটি করতে চায়। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় উচ্চতা বেশ অনেকটাই বেশি ছিল পামেলার আর নাচটাও বেশ ভালই করতো। আর কোনো উপায় না থাকায় পামেলাকেই নির্বাচন করতে হয়েছিল অর্জুনের চরিত্রে। পনেরো দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে নৃত্যনাট্য টা একটা ভালো যায়গায় দাঁড় করিয়েছিল পামেলা। আর সেই পনেরো দিনে আর্য জীবনে প্রথম বারের জন্য বসন্তের আনাগোনা উপলব্ধি করেছিল হৃদয়ের চোরাকুঠূরীতে। লম্বা, শ্যামলা, দোহারা চেহারার মেয়েটাকে যত দেখতো আর্য , তত মনে হতো এক অদ্ভুত বিষন্নতা যেন লুকিয়ে রয়েছে মেয়েটার কাটা কাটা চোখ মুখে আড়ালে। মেয়েটার সাথে কথা হতো না কিন্তু ওর সামনে গেলেই যেন এক বুনো রহস্যময়তার মনকেমন করা গন্ধ পেতো আর্য। তার পর এলো সেই বছরের রবীন্দ্রজয়ন্তী, যা আর্য সারা জীবনেও ভুলতে পারবেনা।

সেদিন সকাল থেকেই শেষ মুহূর্তের খুঁটিনাটি সব ঠিক করছিল আর্যদের দলবল মিলে। ওদিকে পামেলা ব্যস্ত ছিল রিহার্সাল রুমে সমস্ত চরিত্রের পোশাক গুলো ঠিকঠাক করতে। আর্য আড়চোখে মাঝেমাঝেই দেখে নিচ্ছিল পামেলার মুখটা। পামেলা কে যেন সেদিন একটু বেশি খুশি দেখাচ্ছিল। আর্যর ও কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছিল পামেলাও বোধহয় মাঝে মাঝে ওকে লক্ষ্য করে। আবার পরমূহুর্তেই মনে হয় হয়তো এটা ওর মনের ভুল। আসলে দুজনেই বড় মুখচোরা তাই টুকটাক কিছু প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বিশেষ কোন কথাই হতো না ওদের মধ্যে। কিন্তু যেটুকু কথা হতো সেটুকুই যেন আর্যর সারাদিনের ক্লান্তি কাটানোর সম্বল হয়ে থাকতো।সন্ধ্যেবেলা যখন গেরুয়া বসনে অর্জুনের সাজে পামেলা এসে দাঁড়িয়েছিল একবার আর্যর সামনে, তখন কোথাও যেন আর্য তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুনবেশী পামেলার চোখে চিত্রাঙ্গদার কাঠিন্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোমল অনুরাগ এর লালচে আভা দেখতে পেয়েছিল। মোহাবিষ্ট অবস্থায় পুরো নৃত্যনাট্যে অর্জুনকেই দেখে গিয়েছিল আর্য। পরে অবশ্য বন্ধুরা ওকে নিয়ে কম হাসাহাসি করে নি। নৃত্যনাট্য শেষ হওয়ার পরে এসেছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পামেলা এসে আর্য কে বলেছিল, “তুমি তো বেশ ভালই আবৃত্তি করো। আমি

খেয়াল করেছি মাঝে মাঝে দু এক লাইন বলে ওঠো। তাহলে পুরো অনুষ্ঠানে তুমি একটাও আবৃত্তি করলে না কেন?" দুরুদুরু বুকে অনেকদিন বাদে স্টেজে উঠে মাইক হাতে নিয়েছিল আর্য। কিন্তু উত্তেজনায় কোনো কবিতার প্রথম লাইন ই ওর মনে পড়ছিল না। তারপরে লজ্জার মাথা খেয়ে আবৃত্তির বদলে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে নেমে এসেছিল ও। সেদিন থেকেই ওদের কথা শুরু আর শুরু আর্যর নতুন স্বপ্ন বোনা।

খেতে যাওয়ার জন্য মায়ের ডাকে বাস্তবে ফিরল আর্য। সেদিনের কথা চিন্তা করে মুখে নিজে থেকেই একটা ভালোলাগার হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল ওর। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মিলিয়ে গেল সেই ক্ষণস্থায়ী হাসি।

(৭)

- আরে অ্যাডভোকেট হিয়া ব্যানার্জি.... আজ তো স্টেজ কাঁপিয়ে দিয়েছেন !!! সমস্ত প্রফেসররা ধন্য ধন্য করছে তোর নাচ দেখে। কি দারুন ম্যানেজ করেছিস তুই পুরোটা। ভাই তুই সেরা ... সেরা.....।

- প্রথমত অ্যাডভোকেট নয়, উডবি অ্যাডভোকেট ।দ্বিতীয়তঃ প্যাশন কথা বলে।
  বুঝলেন "উড বি এডভোকেট" হার্দিক মৈত্র??

- বুঝেছি । এবার শোন দেবিকা আজ শেষের দিকে এসেছিল কলেজে। সৌমিক, আই মিন ওর বয়ফ্রেন্ড এনেছিল সাথে করে। আমাকে দেবিকা আলাদা করে বলল যে তোকে যেন বোঝাই । ওর সত্যিই খুব খারাপ লেগেছে। বলছি ওর উপর আর রাগ করে থাকিস না।

- হুম্ ভেবে দেখছি। জানিস তো , প্রতিবার এই নিজে পারফর্মার হওয়ার জন্য আমার আর অনুষ্ঠান দেখা হয়না। ভালো লাগেনা সবসময় ভিডিও তে দেখতে।
- এই তুই সত্যিই অনুষ্ঠান দেখতে চাস হিয়া? তাড়াতাড়ি বল্।
- হ্যাঁ । কিন্তু কেন ? মানে কি হয়েছে?
- তাহলে চল আমার সাথে । এক ঘন্টার রাস্তা। বাইকে যাব , তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।
- কিন্তু যাবটা কোথায়?
- আরে আমার স্কুলের খুব ভালো বন্ধু ছিল একটা ছেলে । অসাধারণ ক্লাসিক্যাল নাচে। ওদের পাড়ার অনুষ্ঠান। প্রতি বছর ই যেতে বলে । আমি একবার গেছিলাম ওকে না জানিয়ে চমকে দেব বলে । তো গিয়ে দেখি ও দর্শকাসনে বসে আছে। আমায় বলল , ও নাকি চিত্রাঙ্গদার অর্জুন হয়েছিল । তারপর টাইফয়েড হওয়ায় সরে এসেছে। কোনো একটা মেয়ে নাকি ওর জায়গায় করছে। ও সেদিন দেখতে এসেছিল। আচ্ছা চল্, চল্। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হিয়া তখনই করিডোর দিয়ে যাওয়া কলেজের সিনিয়র সৌমেন এর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, "ও সৌমেন দা.... তোমার হেলমেটটা দাও। ঘন্টা চারেক বাদে ফেরত দিচ্ছি।"

সৌমেনের হাত থেকে হেলমেটটা নিয়ে হার্দিকের বাইকের পিছনে উঠে বসে হিয়া বলল, " তারপর ? অর্জুনের চরিত্রটা মেয়েটা কেমন করলো? "

" সেরা ভাই.. এতো লম্বা না হলে প্রোপজ করে দিতাম। " হাসতে হাসতে হার্দিক বলে উঠলো। আর বিনা কারণেই যেন হিয়ার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো।

হার্দিক তখনও হেসে হেসে বলেই চলেছে, "আর বলিসনা একটা রোগা মত লম্বা ছেলে স্টেজে উঠেছিল তারপরে। বোধহয় কিছু আবৃত্তি করবে বলে। শেষে দেখি কিছুই বলতে না পেরে কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে নেমে গেল। মানে এত হাসি পেয়েছিল তোকে বলে বোঝাতে পারবো না।"

হিয়া অস্ফুটে অনেকটা নিজের মনেই যেন বলল, “হয়তো কোন উথালপাথাল চলছিল ছেলেটার মনে সেই সময়।“

তারপর হার্দিককে বললো, “ কিরে নিয়ে যাবিনা?”

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় রাস্তার ধুলো উড়িয়ে দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল হার্দিকের বাইক তাদের নিয়ে।

(ক্রমশঃ)

ফিরে দেখা

~ সুদেষ্ণা দত্ত

আজ অনেক টা সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গলো সুলতার। প্রীয়ম আজ চেন্নাই চলে যাবে। কষ্ট তো হচ্ছেই কিন্তু সুলতা যে বলেছে যে সে নিজে হাতে খাবার বানিয়ে পাঠাবে ,তাই সবার আগে সে উঠে পরেছে ঘুম থেকে।

সুলতা আর সোমনাথ এর একমাত্র ছেলে আশুতোষ আর পুত্রবধূ মোহনার বিয়ের ২২ বছর হয়ে গেছে ।তাদের ছেলে প্রীয়ম। প্রীয়মের জন্মের পর থেকে সে ছিল ঠাম্মার চোখের মনি,প্রিয়ম কে ঘিরে সুলতার গড়ে উঠেছিল এক নতুন জগৎ।তার সেই জগৎ এর প্রনবিন্দু টি তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে পড়াশুনার জন্য।কাল থেকে আর নিয়মিত দেখতে পাবে না প্রীয়ম্ কে,ছুটির দিন গুলোতে আর ব্যস্ততার সঙ্গে নাতির পছন্দের খাবার বানাতে পারবে না,আর কেও পরীক্ষা শেষে এসে ঠাম্মা বলে জড়িয়ে ধরবে না।এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সুলতার দু চোখের পাতা ভিজে গেল ।

এদিকে মোহনার ও মাথাতেও অনেক চিন্তা ।একটা দুটো কথার পর বারবার সুলতাকে বলছে তোমরা দুজনে সাবধানে থাকবে ,দুটো বয়স্ক মানুষকে সারাদিন রেখে যেতে ও যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। সুলতাই জোর করে ওকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে।মোহনা আর আশুতোষ প্রিয়ম্ কে ট্রেনে তুলে মোহনার এক আত্মীয় র বাড়ি তে যাবে ,সেখানে আজকের রাত টা থাকার কথাই হয়েছিল কিন্তু কিছুতেই রাজি হয়নি মোহনা,তাই ওখানে রাতের খাবার সেরে বাড়ি ফিরে আসবে ওরা দুজন।

সুলতার ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেছে ।সবাই চলে এলো ডাইনিং টেবিল এ। খাবার খেয়ে ঠাম্মা দাদু কে প্রণাম করে ওরা রওনা হলো।

বয়স হলেও বেশ প্রানজ্বল এবং হাসি খুশি সোমনাথ।প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট সেরে একটু বাইরে বেরোয় পাড়ার মোড়ের ক্লাব এ।ওখানে আরও ৫জন সমবয়সি দের সাথে আড্ডা,গল্প,চা, খবর কাগজে জমে যায় সকাল টা।কিন্তু আজ সুলতার দুঃখ মাখা মুখ টা দেখে কেমন মায়া হলো সোমনাথ এর ।ওকে একা একা বাড়ীতে ফেলে রেখে যেতে ঠিক মন টা সায় দিল না। ডাইনিং থেকে সোজা তাকালে রান্নাঘর টা দেখা যায়,এখনও দেখছে সোমনাথ ওর দিকে ।খুব ব্যস্ততার আড়ালে কোথায় যেনো বিষন্নতা কে লুকানোর চেষ্টা করছে সুলতা।অনেক কষ্টে আসন্ন কান্না টাকে গলার কাছে আটকে রেখেছে।কাজ করতে করতে একবার তাকাল সোমনাথের দিকে, একটু হেসে এবার নিজের কাজ করতে লাগলো। সোমনাথের মনে পড়ে গেলো সেই দিন টার কথা যেদিন সুলতা কে বিয়ে করে এনেছিল। কতলোক সেদিন বাড়িতে ,তবুও দুচোখ বারবারই খুঁজছিল নববধূ কে ।আর সেদিন ও ঠিক এইভাবেই নিজের লোকেদের ছেড়ে আসার বিষণ্ণতা লুকোতে ব্যার্থ হয়েছিলো সুলতা। সদ্য কুড়িতে পা দেওয়া মিষ্টি, শান্ত মেয়েটার মুখের বিষণ্ণতা বিচলিত করেছিল সোমনাথের মনটাকে।অস্থির হয়ে যাচ্ছিল কখন সে একান্তে পাবে সুলতাকে, সব দুঃখ মুছে দেবে সে।কতগুলো বছর আজ কেটে গেছে । চায়ের কাপ টা টেবিল এ রাখলো সুলতা, প্লেটের ঠক করে শব্দে সম্বিত ফিরলো সোমনাথ এর ।সুলতা চলে যাচ্ছে দেখে হাত ধরে বসালো সামনের চেয়ার এ। মাথানিচু করে চুপ করে বসে রইল সুলতা। সোমনাথ বুঝতে পারলো সেই অতীতের দিনটার মত আজও সে কষ্ট টাকে ভিতরে চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।চুলগুলো তার উস্কখুস্ক হয়ে আছে, কয়েকটা চুল এলোমেলো ভাবে এসে পড়েছে কপালের উপর।খুব যত্নের সাথে চুল গুলো সরিয়ে দিল সোমনাথ।ওর স্পর্শ পেয়ে যেনো আর কান্না আটকে রাখতে পারলো না সুলতা।দুহাত দিয়ে সোমনাথ কে জড়িয়ে ধরে কেদে চললো। সোমনাথের মায়াতো হলোই কোথায় যেনো একটা ভালোলাগা ও মিশে গেলো তার সাথে।কতদিন পরে এভাবে একান্তে নিজের কাছে পেয়েছে সে সুলতা কে,আরও একটু

কাছে টেনে নিল সুলতা কে। কাদতে কাদতেও একটু হেসে ফেললো সুলতা।মুখ তুলে তাকালো সোমনাথের দিকে । চোখ দুটো জলে ভেজা অথচ হাসছে সুলতা,ওর দিকে তাকিয়ে মনটা ভরে গেলো সোমনাথের। সুলতার কানের কাছে ঠোঁট টা নিয়ে গিয়ে বললো – "আজকের দিনটা একটু মন খারাপের হলেও খানিকটা আনন্দেরও বটে, কতদিন বাদে অনেকটা সময় পাচ্ছি আমরা একান্তে কাটানোর"। হাসিটা আরও গাঢ় হলো সুলতার, ঠাট্টার সুরে বলল "বয়স্ বাড়ছে না কমছে!"। ওদের হাসির খিলখিল শব্দে বাড়ির গুমোট পরিবেশটা অনেটকটা কেটে গেলো। স্নান সেরে আজ একটা নতুন শাড়ী পরলো সুলতা । অধিকাংশ চুলই পেকে গেছে তার,ভেজা চুলের সিথিতে গাঢ় করে সিদুর আর কপালে একফোঁটা টিপ পরে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে।ঘরে ঢুকে দেখল আলমারির নিচে তাকে কি যেনো একটা খুঁজছে সোমনাথ ,খানিকবাদে একটা কাগজের মোরক দিল সুলতার হাতে।খুলে দেখল একজোড়া নুপুর।এটা বিয়ের একসপ্তাহ পড়ে সোমনাথের দেওয়া প্রথম উপহার ছিল।সোমনাথের অনুরোধে সেটা আজ পরলো পায়ে। এরপর ওরা বারন্দায় বসে অনেক গল্প করলো – হাসি, দুঃখ, পাওয়া, না পাওয়া,ভালোবাসার কথা ,দুজনের এতটা পথ একসাথে চলার কথা ,প্রথম দেখা হওয়ার কথা, প্রথম ভালোবাসার অনুভূতি আরও কতকি।দিনের শুরুর কষ্টটা সারাদিনের স্মৃতির ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো সব।দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ওরা যখন বসেছিল সুলতা অষ্টাদশী তরুণীর মত সোমনাথের কাধে মাথা রেখে আহ্লাদের সুরে জিজ্ঞেস করলো "এখনো ভালোবাসো আমাকে?"।

কথাটা শুনে চোখের কোন টা চিকচিক করে উঠলো সোমনাথের,আবেগ সামলে সুলতাকে বুকে টেনে নিল। একথাটার উত্তর দেওয়ার আর দরকার হলো না , শুধু মনে মনে বললো "বাসি, খুব ভালোবাসি"। এভাবে দিনের বাকি সময়টাও কেটে গেলো।ওরা দুজনেই খুব ভালো সময় কাটালো আজ। বুঝতে পারলো সংসারে চাপেও তাদের সম্পর্কের তারটা আজও

আগের মতই মজবুত,তাদের ভালোবাসার সতেজতা আজও এতটুকু কমেনি বরং বেড়েছে। দিনের শেষে আজকের দিনটাকে একটা উপহার হিসেবেই মেনে নিল ওরা দুজনেই।

সমাজ কে

~ অঙ্কিতা ঘোষ

চায়ের দোকানে যে ছেলেটাকে বলা হল,

- "কি রে? কি করছিস জীবনে? এত পড়াশোনা করে কি করলি? এখনও চাকরিটা হল না?"

মাথা নীচু করে ছেলেটা বাড়ি ফিরে গেলে, বছর আটেকের প্রেমিকা ভীষণ রাগে

- "অপদার্থ তুমি।"

বলে ফোনটা কেটে দেয়।

ছেলেটা মাথা নীচু করে সামনে রাখা বইগুলো আঁকড়ে ধরে জেদের সাথে আগামীর ইন্টারভিউর জন্য,

বলো সমাজ, তখন কি একবার তার মাথায় আলতো করে হাত বোলানো যায়?❤️

ছেলেটার নাচ করে বাড়ি ফেরার সময়,

পাড়ার মোড়ে যখন হাতে তালি দিয়ে বলা হয়,

- "ছেলে হয়ে নাচছে? হিজরে নাকি? কত পয়সা পেলি? আমাদেরও একটু নেচে দেখা আজ রাতে।"

ছেলেটা মাথা নীচু করে মানিব্যাগটা চেপে ধরে হনহনিয়ে এগিয়ে যায় মা'য়ের কাশির ওষুধ কিনতে হবে বলে,

বলো সমাজ, ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে তখন দাঁড়ানো যায় কি?❤️

ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের এক কোণায় বসে থাকা যে গোলগাল মেয়েটাকে বেশ তাচ্ছিল্যের সাথে হেসে হেসে বলা হয়,

- "কত খাস রে? এত মুটিয়েছিস?"

সেই মেয়েটা একটা রুটির জায়গা ভুল করে দুটো খেয়ে ফেলে যখন গলায় আঙুল নিয়ে বমি করতে করতে নীল হতে থাকে রোগা হওয়ার চেষ্টায়;

বলো সমাজ, তখন কি তাকে আদরে জড়িয়ে রাখা যায়?❤️

প্রচন্ড হাসতে হাসতে কলেজের ভীষণ রোগা মেয়েটাকে যখন বলা হয়,

- "ঝাঁটার কাঠি তো তুই। খেতে পাস না বাড়িতে?"

সেই মেয়েটা বড়ো চৌকো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার হাড় বেরিয়ে যাওয়া শরীরটা দেখতে দেখতে ডুকরে ওঠে,

- "কেন অ্যানিমিয়া? আমার কি দোষ ছিল?"

বলো সমাজ, তখন একবার ওর কাঁধে হাত রাখা যায় কি?❤️

চব্বিশের বিধবা বৌ-টি যখন চাকরি সামলে রাত নয়টায় বাড়ি ফেরে,

রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের তলায় তলায় বলা হয়,

- "বেলেল্লাপনা। লজ্জা নেই। এই জন্যই বরটা মরেছে। খেয়েছে জলজ্যান্ত ছেলেটাকে অকালে।"

মেয়েটা সামনের দিকে তাকায় বছর দুয়েকের ছেলেটার জন্য দুধের কৌটো কিনতে হবে যে।

বলো সমাজ, তখন কি মেয়েটাকে আগলে রাখার কথা দেওয়া যায়?❤️

যে মেয়েটার শরীরে সাদা দাগ দেখে বলা হয়,

- "এ দাগ ঢেকে রাখো। কোনোরকমে যেভাবে পারো বিয়ে দিয়ে দাও। কেউ জানতে পারলে বিয়ে হবে না আর। শিগ্গির ঢেকে দাও এ দাগ।"

সেই মেয়েটি যখন এক মদপ্যের সাথে বিয়ে ভেঙে দিয়ে শরীর দাগগুলো গর্বের সাথে উন্মুক্ত করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় চাকরি করতে,

বলো সমাজ, তখন তার গর্বে কতখানি কলার উঁচু করা যায়?❤️

যে ছেলেটাকে বেশ্যাপাড়ায় ঢুকতে দেখে বলা হল,

- "ছিঃ ছিঃ। এই চরিত্র। একে ভদ্র পাড়ায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না। মুখোশধারি। ও পাড়ায় গিয়ে ফষ্টিনষ্টি...।"

সেই ছেলেটি যখন মাইনের প্রথম স্যালারি দিয়ে বেশ্যাপাড়ার বাচ্চা তিনটের জন্য পড়ার বই কিনে দিয়ে এলো,

বলো সমাজ, তখন ছেলেটার জন্য মাথা কতটা উঁচু হবে?❤️

যে মেয়েটাকে রেপ করে ফেলে রাখা হয়েছিল, তাকে দেখে বলা হয়,

- "ওকে ঢেকে দাও কাপড় দিয়ে। কি লজ্জার কথা। ঢেকে রাখো শিগ্গির। কেউ দেখে নি তো?"

সেই মেয়েটি যখন রক্তের দাগগুলো সামলে নিয়ে, নিরাবরণ হয়েই হাঁটতে থাকে পুলিশ স্টেশনের দিকে,

বলো সমাজ, একটা স্যালুট কি সে মেয়েটার প্রাপ্য নয়?❤️

অন্য দুর্গা পুজোর ইতিহাস

কালীবাবুর (বাজার) পরিবারের

~ সন্দীপ বাগ

কোনো দুর্গা দালানের সামনে যদি দেখেন প্রতিষ্ঠা সন ১০৫০ বঙ্গাব্দ, তখন কেমন লাগে? একটা শিহরণ তো জাগেই। জাগে অদম্য কৌতূহল। বাড়ি ও পুজো - দুটোর জন্যই। কালীবাবুর বাজার যে পরিবারের। কালী ব্যানার্জী, গিরিশ ব্যানার্জী লেন যে পরিবারের নামে তাদের পুজোর কথা বলছি। এখানকার জমিদারী ছিল বাগবাজারের রাজা রাজবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের। ওনার নাতনি দিনমণি দেবীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গিরিশ বাবু ছিলেন নদীয়ার মানুষ। বিবাহ সূত্রে পেলেন মধ্য হাওড়ার বিস্তীর্ণ অন্চলের জমিদারী। এটা গিরিশ বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম পত্নী নিঃসন্তান ছিলেন। গিরিশ বাবু এখানকার বসত বাড়িতে দুর্গা মন্দির তৈরী করে শুরু করেন দুর্গা পুজো। শুরু থেকেই এখানে ডাকের সাজের প্রতিমা। বৈষ্ণব মতে পুজো হয়। এ পুজোয় আমিষ নিষিদ্ধ। নবমীর সকালে এই ঠাকুর দালানের সামনে কথা হচ্ছিল এখানকার প্রবীণ মানুষ তিরাশি বছরের সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দাপটের সঙ্গে শোনালেন এখানকার অনেক অকথিত কাহিনী। বললেন জানেন- আমাদের এই ঠাকুর দালানে শচীনদেব বর্মণ এসে ভুল করে চটি পরে উঠে পড়েছিলেন। প্রচন্ড দাবড়ানি খেয়েছিলেন। কবি নজরুল আসতেন। এখানকার পানতুয়া চেয়ে খেতেন। পাশের ছোট ঘরগুলো দেখছেন - এখানে বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে আশ্রয় নিত। শরৎচন্দ্র এসে এখানে থেকেছেন।

অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম পর্বে এই বংশের পরিচয় দিয়েছেন। গিরিশবাবুর শ্বশুরবাড়ির উত্তরসূরী মহারাজা নন্দকুমার। গিরীশ

বাবুর দ্বিতীয় পত্নী দিনমণিদেবী তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এনারা হলেন কালীচরণ, নন্দলাল এবং হরলাল। বন্দোপাধ্যায় পরিবার খুব শক্তিশালী ও দাপুটে ছিলেন। এখানকার পাইক, বরকন্দাজ, লেঠেল বাহিনীও ছিল শক্তিশালী। ১৮০২ সালে গিরিশ বাবুর বড় পুত্র কালীচরণ মধ্য হাওড়ার খুরুট রোডে কালীবাবুর বাজার তৈরী করেন। একটু দূরে মল্লিক ফটকের কাছে জমিদার মতিলাল শীল তৈরী করেন আরেকটি বাজার। কিন্তু এই বংশের দাপটের কাছে হার মেনে উঠে যায় সেই বাজার। পরে অবশ্য একটু দূরে শুধু মাত্র সন্ধ্যাকালীন সময়ের জন্য ওনারা আর একটা বাজার তৈরী করেন। যেটি সন্ধ্যা বাজার নামে পরিচিত। কালীবাবুর ছেলে জগবন্ধু পাশে আরেকটি বাজার তৈরী করেছিলেন। সেটাও বেশি চলে নি। কালীবাবুর বাজার সেটাকেও গ্রাস করে নেয়। ওটি মিশে গিয়ে এই বাজারের আয়তন বেড়ে যায়। হাওড়ার শ্রেষ্ঠ বাজার কালীবাবুর বাজার। ব্যস্ত জনপদে বেশ কয়েক বিঘা জমির ওপর এই বাজার। এই বাজারে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এখানকার মাছের বাজারের খ্যাতি সারা পূর্ব ভারত জুড়ে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার অনেক ক্যাটারার এখান থেকে মাছ নিয়ে যান। কালীবাবুর বাজারের ব্যবসায়ীরা এখনও এই পরিবারকে রাজার সন্মান দেন। রথ যাত্রা এবং দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন এই বাজারের মধ্যে দিয়েই হয়। এই যাত্রায় যাতে কোন রকম বিঘ্ন বা অসুবিধা না হয়, সেজন্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের ডালা বা দোকানের বর্ধিত অংশ সরিয়ে পরিস্কার করে দেন।

এই বংশের একজন দীর্ঘ দিন নিঃসন্তান ছিলেন। শেষে কন্যা সন্তান হবার আনন্দে একটা বিরাট নাচঘর বানিয়ে ফেললেন। দেখালেন বিরাট নাচঘরের অংশটিকে। উনি বললেন

যেদিন নন্দকুমারের ফাঁসি হল, ওনার তিন মেয়ে মায়ের মন্দিরের থামে কপাল ঠুকে কেঁদে কপাল ফাটিয়ে ফেলেছিল। এনারা ইংরেজদের তাঁবেদারী করেন নি। এখানে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবীদের গোপনে খবর দিয়ে ইংরেজ পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তাই রায় বাহাদুর উপাধি পাওয়া হল না। পূর্ব পুরুষদের রায় বাহাদুর উপাধি না পাওয়ায় একটু বেশি হতাশ মনে হল সুনীল বাবুকে। তবে এলাকায় এই পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে যে সন্মান পেয়ে আসছেন সেটা ইংরেজদের তাঁবেদারী করলে পেতেন কিনা সন্দেহের ব্যাপার।

এই বাড়ির সঙ্গে মহারাজা নন্দকুমারের আত্মীয়তা রয়েছে এটা জেনে হাওড়াবাসী গর্ব অনুভব করতে পারেন। নন্দকুমার মহারাজা খেতাব পেয়েছিলেন মোগল সম্রাটের কাছ থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে মেদিনীপুর,বর্ধমান, নদীয়া জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নন্দকুমারকে দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের চুরি ও অপকর্মের কথা বিলেতে তুলে ধরেন নন্দকুমার। তিনি কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। বেশির ভাগ সাক্ষী সুপ্রীম কোর্টে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের বাল্য বন্ধু এবং সহপাঠী। তিনি হেস্টিংসকে নির্দোষ হিসেবে গণ্য করে মহারাজা নন্দকুমারকে সাজা দেন। বেলগাছিয়ার জমিদার রাজা গঙ্গাধর সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হেস্টিংস মহারাজা নন্দকুমারকে আটক করে অধুনা কলকাতার দ্বিতীয় হুগলী সেতুতে ওঠার উড়ালপুলের কাছে প্রকাশ্যে 1775 সালে ফাঁসি দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রিটিশদের এটিই প্রথম ফাঁসি দেওয়া।সেই অর্থে প্রথম শহীদ হন নন্দকুমার। এটি কলকাতার ব্রাহ্মণ সমাজকে ভীষণভাবে মানসিক আঘাত করে। দিকে দিকে আলোড়ন পড়ে যায়। এটাকে তারা ভয়ানক পাপ কাজ বলে চিহ্নিত করেন। এর প্রতিবাদে কলকাতার ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের বয়কট করতে শুরু করে। উত্তর কলকাতা ছেড়ে হাওড়ায় চলে আসেন ব্রাহ্মণকূল। অনেকে পাকাপাকি ভাবে চলে যান বেনারসে। ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ কাজকে মেনে নেন নি হাওড়ার

পন্ডিত সমাজ। হাওড়ার ব্রাহ্মণ সমাজ গঙ্গা স্নান করে নিজেদের শুদ্ধ করেছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণদের ব্রিটিশ বিরোধী হওয়া।

গ্রামের জমিদার বাড়ির পুজো দেখার মজাই আলাদা। মেগা সিটির মধ্যে এত সুন্দর গ্রামের পুজোর ফ্লেবার পাবো তা কী জানতাম? পুজোর আগে যখন এই বাড়ির বন্ধুসম সুমন ব্যানার্জীর কাছ থেকে পুজোর নিমন্ত্রণ পেলুম তখন ধারণাই ছিল না এত সুন্দর একটা পুজো দেখতে পাবার। এই পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা সুমনদার আতিথেয়তায় নবমীর সকালটা এখানে কাটল দারুণ ভাবে। জমিয়ে আড্ডা হল এই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঠাকুরের সামনে, সবুজ লনে, এনাদের পারিবারিক নাটকের দলের রিয়ার্সাল রুমে। সঙ্গে এখানকার পুজোর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শুনতে শুনতে।

জমিদার গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা দুর্গা পুজো থেকে মনোমালিন্যের কারণে সরে আসেন ওনার প্রপৌত্র জমিদার ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাদু বাবু বলেই এলাকায় বেশি পরিচিত উনি।উনি ১৯৩৬ সালে নিজের জমিতে তৈরী করেন দুর্গা মন্দির ও নিত্য পুজোর রামসীতার মন্দির। সেই থেকে এখানে নিয়মিত দুর্গা পুজো হয়ে চলেছে। পুরোনো পুজোর মতো এখানে প্রতিমা ডাকের সাজের নয়। সৌম্য মূর্তি বুলেনের সাজে থাকেন। আগেকার দিনের বড়লোক বাড়ির প্রাচূর্য নেই। কিন্তু এই পুজো বনেদিয়ানা ও আভিজাত্যপূর্ণ। অত্যন্ত কঠোর নিয়মনিষ্ঠ রীতি নীতি মেনে চলার ঐকান্তিক চেষ্টা নজর কাড়ে। আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয় এই বাড়ির মহিলাদের সম্ভান্ততা

এবং সালঙ্করা রুচি পূর্ণ বেশভূষাকে। বর্তমানে এই বংশে আলাদা করে দুটো পুজো হলেও দুটি পরিবার মিলে মিশে পুজোর নিয়ম নীতি মেনে চলেন। এখানকার দুটো পুজোর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে।

১)ব্রতী প্রথা- দুর্গা পুজোয় এই বংশের কোনো এক সাত্ত্বিক গৃহবধূর নামে সংকল্প করা হয়। তিনি সধবা, গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হবেন। জন্মাষ্টমী থেকে নন্দ উৎসব - তিন দিন এবং মহালয়া থেকে দশমী অবধি কঠোর কৃচ্ছসাধন করবেন। জল ছাড়া পারতপক্ষে কিছু খাবেন না। তিনিই এই পুজোর সমস্ত বিষয়ের কান্ডারী। বিগত পাঁচ বছর ধরে ব্রতীর কঠিন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সামলাচ্ছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২)ভোগ রান্না-এই বংশের ভোগ রান্নার রীতিটিও ভীষণ অন্য রকম। দীক্ষিত সধবা গৃহবধূ সেলাই বিহীন একবস্ত্রে এগুলো রান্না করে নিবেদন করবেন। ভোগের রান্না কেবলমাত্র মাটির উনানে হবে।

৩)নব পত্রিকা - গঙ্গায় নয় এখানে প্রতিষ্ঠা করা পাতকুয়ার জলে স্নান করানো হয়। নতুন শাড়ি ও সিন্দুর পরিয়ে পুজাস্থানে বসানো হয়।

৪)নিরামিষ আহার - মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত এখানে আমিষ খাবার চলে না। বৈষ্ণব মতে নিরামিষ ভোগ সকলে গ্রহণ করেন।

৫)কুমারী পুজো- এখানে অষ্টমী এবং নবমী দু দিন কুমারী পুজো হয়। অষ্টমীর দিন আট দশ জনকে কুমারী পুজো করা হয়। নবমীতে নয় বছরের কম বয়সী একজনকে কুমারী পুজো করা হয়।ব্রতী এখানে কুমারীকে দুর্গা রূপে পুজো করেন।

৬)বলি- বৈষ্ণব মতে চালকুমড়ো বলি হয়। সঙ্গে বলির ভিডিও আপনাদের জন্য।

৭)ধূনাপোড়া - নবমীতে ধূনা পোড়া অনুষ্ঠানে বংশের সব মেয়ে বউরা অংশগ্রহণ করেন। চিত্ত শুদ্ধিকরণ ও পরিবারের মঙ্গল কামনার রীতি এটি।

৮)বিসর্জন - বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় বরণ করে মাকে নিয়ে যাওয়া হয় কাঁধে চাপিয়ে। তিনটি বাঁশের সাহায্যে ১৮-২০জন মোটবাহকের কাঁধে চেপে মা বিসর্জনে যান। হাওড়ার তেলকল ঘাট নির্মাণ এই পরিবার অর্থে হয়েছিল। তাই সমগ্র হাওড়ার মধ্যে একমাত্র এই পরিবারের দুটি প্রতিমা একসাথে ওখানে বিসর্জনের অনুমতি পায় ব্রিটিশদের সময় থেকে। আগে একটি মুসলমান পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে তেলকল ঘাট থেকে প্রতিমা দুটো নৌকায় করে মাঝ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বিসর্জন করতেন। এখন সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। নিরাপত্তার কারণে প্রশাসন এই অনুমতি দেয় না।

তথ্য সহায়তা: মাননীয় Poltoo Bhattacharya

স্মৃতিচারণ

~ দেবজ্যোতি বাগ

দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না

আমাদিগকে ইহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে

তোমরা সবল হও গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের সমীপবর্তী হইবে।

- স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজির এই উক্তিটি ছোটবেলা থেকেই মাথার মধ্যে ঢুকে গেছিল, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্যে। ছাত্রজীবনে অনেক রকম খেলার সাথে যুক্ত ছিলাম - ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, বর্তমান চাকুরিজীবনেও সৌভাগ্যক্রমে ক্রিকেট ফুটবলটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সময় খেলার মাঠ অনেকগুলো ছিল কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে বেশী কয়েকটি খেলার মাঠে আজ কংক্রিটের বড় বড় বাড়ি উঠে গেছে। হবে নাই বা কেন আমাদের সময় খেলার পিচ ধরার জন্য দুপুর থেকে মাঠে গিয়ে বসে থাকা হত কিন্তু স্মার্ট ফোনের যুগে আজ সেইসব মাঠ ফাঁকা। এখনকার ছেলেপুলেরা PUBG, COC, online games এই মত্ত। বৃষ্টির দিনে ভেজা মাঠে ফুটবল খেলা আর কাদা মেখে বাড়ি ফিরে মায়ের থেকে মার খাওয়ার অনুভূতিটা কখনো বোঝানো যাবে না। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তো আর কথাই নেই ভোরবেলা খেলতে যাওয়া, এসে বেলায় খেলা আবার বিকালে খেলতে যাওয়া, তখন তো আমাদের স্মার্ট ফোন ছিল না একটা টেপা ফোন বাড়ির সবার জন্য, তাই সারাদিন ঘাটেই পড়ে থাকা, পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট, ফুটবল, টুর্নামেন্ট লেগেই রয়েছে।

জিতলে পুরস্কার হল টিফিন বক্স, সেটার তখন অনেক। রোনাল্ডো - রোনাল্ডিনো সেই জুটিতে 2002 সালে ফুটবল বিশ্বকাপ ব্রাজিলের ভারতে সেই আনন্দের নাচ আর 2003 সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ভারতের পরাজয়তে চোখের জল ভোলার নয়। যদিও চোখের জল খুব তাড়াতাড়ি মুছিয়ে দিল 2009 সালে T-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের জয়। প্রথমবার ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে দেখা, মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে বিশ্বকাপ। 2011 সাল আরও একবার বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াল ভারত। এবারে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জিতলো ভারত। কর্কট রোগকে পরাস্ত করে যুবরাজ সিং এর অনবদ্য খেলা জীবনে শেষ বিশ্বকাপে জ্বলে ওঠা মাস্টার ব্লাস্টার আর মহেন্দ্র সিং ধোনির ছুঁয়ে মেরে বিশ্বকাপ জেতা কখনো ভোলা যায় না। রবি শাস্ত্রীর সেই ধারাভাষ্য এখনও কানে বাজে " Dhoni finished off in style. A magnificent striked into the crowd. India lift the world cup after 28 years". আজ 2020 সাল এসে খুবই অবাক লাগে আজকালকার বাচ্চাদের খেলাধূলার প্রতি অনীহা দেখে অনুরোধ করব সকল শিশুদের তারা যেন মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করে। খেলাধুলার সাথে যুক্ত থাকলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। তার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, দলবদ্ধতাও শিখতে পারবে যেটা ভবিষ্যৎ জীবনে খুব প্রয়োজনীয়।

Sports make a man strong.

Sports make a live long.

সৃষ্টি, সুখের, উল্লাসে

~ রাহুল দত্ত

সৃষ্টির মধ্যে সুখ খুঁজে পাওয়ারই আরেক নাম শিল্প। কাজেই শিল্প হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতার প্রকাশ।এই শিল্পের একটি প্রধান প্রকার হলো craft বা হাতের কাজ। আমরা প্রায় সকলেই ছোট থেকে এই কথাটার সাথে পরিচিত ।

সাধারণত স্কুলে পড়ার সময় আমরা সকলেই হয়তো art & craft ক্লাস করেছি। শুধু ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য এই কাজটি ভালোভাবে না শিখলেও এর ওপর নির্ভর করে অনায়াসেই জীবিকা নির্ধারণ করা যায়। শুধু তাই নয় অনেকেই সখের জন্য এই কাজ করে থাকেন। আমি মনে করি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই কাজ শেখা উচিত। কারন শিল্প হল এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা স্রষ্টার মন ও দ্রষ্টার পরিচয় হয়ে থাকে, এই থেকে নিজেকেও চেনা যায়।

শিল্পী যখন কোন রূপ-সৌন্দর্য তার মনের মধ্যে খুঁজে পায় তখনই সৃষ্টি হয় form বা রূপবন্ধ। এই art বা শিল্পেরও বিভিন্ন প্রকারের বা ধরণ আমরা দেখতে পাই । অরিগামী,মাটির পুতুল মোমের কাজ, পরিত্যক্ত ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তৈরি শিল্প, জুয়েলারি,মেটাল আর্ট ইত্যাদি প্রচলিত art form.

বর্তমানে আর্ট এন্ড ক্রাফট শেখার অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমেও শেখার সুযোগ রয়েছে এই বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের।

কাজ গুলিকে অনেকে অনেক রকম প্রথা বা পদ্ধতি অনুযায়ী শিখিয়ে থাকেন। শিল্পকর্মে খুব নিপুন না হলেও নিজের বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এইগুলি করা যায়। এই ভাবেই যত কাজ অভ্যাস করা হবে হাতের কাজও তত সুন্দর ও পরীষ্কার হয়ে উঠবে।

দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গ্রামের হস্তশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম । বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বিভিন্ন লোকশিল্প বহু মানুষের অন্নসংস্থানের উৎস হয়ে উঠেছে। এই বিভিন্ন ধরনের হস্ত শিল্পগুলি ভেষজ উপাদান ও প্রাকৃতিক উপাদান গুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও অবদান রাখে। সুতরাং কেউ যদি ঘরে বসে সময় নষ্ট না করে কিছু করতে চায় বা স্বনির্ভর হতে চায় তাদের জন্য এই আর্ট এন্ড ক্রাফট একদম সঠিক ও সহজ পথ। আবার যারা তাদের বর্তমান পেশার পাশাপাশি অন্য কোন উপায়ে অতিরিক্ত রোজগারের চেষ্টায় আছেন তারাও এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। আর এখনো তো আমাদের দেশে ও বিদেশের বাজারে এই ক্রাফটের জিনিসগুলোর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই পথকে বেছে নিয়ে অনেক মানুষ নিজেদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছেন। পরিশেষে বলা যায় হস্তশিল্প বা আর্ট এন্ড ক্রাফট কথাটি শুনতে ছোট হলেও এর পরিধি বিশাল। এতদ্বারা শিল্পীরা তাদের শিল্প কর্মের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম ও বিশ্বসমাজ স্বদেশের পরিচিতি সম্প্রসারণের বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকেন।

আমি, একটা শহর, একটা রাত্রি

~ সুপ্রতিম মুখার্জী

নতুন করে একটা দিন শুরু হয়, একটা রাতের শেষে;
একটা শহর নিজেকে বদলে ফেলছে রোজ, প্রত্যেকটা রাতের শেষে,
নিজেকে নতুন করে দেখছে সে।
কতগুলো মানুষকে একইভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল হতে দেখেছে,
আবার হারিয়ে যেতে দেখেছে স্রোতে মিশে।
প্রত্যেক দিন একটা নতুন আমি-র পথচলা শুরু হয়,
আম্লিক দ্রবণের স্নেহ মুখে মেখেও হাসতে থাকে বিজয়িনীরা,
আধপেটা খেয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যায়
খুদে হাতে উজ্জ্বল গোলাপ ধরা ফুল বিক্রেতা,
আর আমি, এবং আমার মত বেশ কিছু মানুষ
যারা অবসাদ নামক বিকল্পে নিজেকে সঁপে দিয়েছে
তারা অবাক চোখে দেখে এদের;
রোদচশমাটা কে একটানে খুলে ফেলে তামাটে ঠোঁটের কোণে হাসি দেখতে চায় সবাই!
এই শহরে রাত্রি নেমে আসে একলা,
রাতের স্ট্রীটল্যাম্পগুলোয় ডাটাবেস লোকানো নেই,
তবুও ওরা জ্বলতে থাকে, আমাদের ঘুম পাড়ায়।
সকালের একটা নতুন আমি-র ঘুম ভাঙবে বলে।

অভিমান

~ শ্রেয়া আচার্য্য

মেঘ জমেছে মনের কোনে-
বৃষ্টি নামে চোখে,
তোমায় নিয়ে সারা বেলা কাটে যে, কত কি ভেবে !
তুমি কি ভাবো আমায় নিয়ে, অল্প কিছু সময় ---
অনেক টা অভিমান আর কিছুটা অভিনয় ।
তবে জানো, আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে তোমায় নিয়ে ভাবতে
তোমার সব ভাবনা নিয়ে তোমায় সঙ্গে রাখতে।
অনেক রেগে তুমি যখন বলো -
আমায় নিয়ে যায়না আর চলা!
আমি তখন বলি --
থাকনা অনেকতো হলো এসব কথা বলা ;
চলো না এবার সব রাগ অভিমান ভুলে এক সঙ্গে থাকি আবার ,
আগের মতন করে ।।

আমি তুমি

~ সৌরজ্যোতি সিনহা

আমি ছিলাম আনন্দে, তুমি ছিলে কষ্টে,,
আমি উড়ছিলাম আকাশের মুক্ত পাখি হয়ে, তুমি ঘুরছিলে দুহাতে রক্তের ঝুড়ি নিয়ে,,
আমি এসেছিলাম মনের গান গাইতে, তুমি এসেছিলে ক্ষুদার গান গেয়ে,,
আমি হারিয়েছিলাম আলোর মাঝে রঙ খুঁজতে, তুমি হারিয়েছিলে অন্ধকারের মাঝে আলো দেখবে বলে।।

আমার আমি যে ঘুরছিলাম মেলার মিলনে, তুমি ঘুরছিলে ক্ষুদার সাম্রাজ্যে দুমুঠো ভাতের সন্ধানে।।

বিবস্ত্র

~ শুভ বাঁক

আমার বুকের মাঝে ওই তিলটা স্পর্শ করার আগে,
একবারও কি খোঁজ নিয়েছিলে, ওখানে ঠিক কত আলোকবর্ষ অভিমান জমে আছে?

কালবৈশাখীর ঝড়ে
বৃষ্টিস্নাত সাদা চুড়িদারে, এই শরীরটা কল্পনা করার আগে,
একবারও কি মেপেছিলে, একা এই আমিটার অসহায়তা?

এ ঠোঁটের অকালবোধন চেয়েছিলে!! আচ্ছা বলতে পারো,
এ ঠোঁটে দাগ বসানোর আগে ঠিক কতটা দৃঢ় ছিল,
তোমার ওই প্রতিশ্রুতির পাহাড় গুলো?

কি! চোখে চোখ রাখতে ভয় পাচ্ছো?
আমিও ভয়ে কেঁপেছিলাম সেদিন,
যেদিন সঁপেছিলাম এ শরীর তোমার ওই মধ্যমায়।।

ঘাড়ের পাশে কামড়ের দাগ বসানোর আগে,
একবারও কি জিজ্ঞেস করেছিলে, কতবার
চোখের জলের নোনতা নদী ওই ঘাড় বেয়ে নেমে গিয়েছে
মধ্যরাতের পাশবালিশে!!

এ শরীরের উষ্ণতায় স্নান করার আগে,
কখনো কি গুনেছো, ঠিক কতগুলো ক্ষতের চিহ্ন,
ছড়িয়ে আছে সারা শরীর জুড়ে??

বিবস্ত্র আমি নাকি তোমার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার!!
তা, এই আবিষ্কারের অন্তরালে প্রতিটা ধমনীকা জুড়ে
কখনও কি শব্দ শুনেছিলে হৃদয় ভাঙ্গার?

তুমি বলছো নাকি, ভালোবাসো!!
হয়তো বাসো কিছু একটা, নাইবা হল ভালো!
মনের খবর জেনে তোমার কি লাভ, বলো।।

যন্ত্র-না

~ দেবাঙ্ক দে

অনেক ছুটলে জ্বর আসে গায়;
যেভাবে নরম কোনো রাস্তায়
পড়লে রোদ তা রেগে যায় রোজ,
তবু যন্ত্রের ভিড়ে সময় নিখোঁজ।

অবিরাম শুধু চল ছুটে চল,
অর্থের নাম প্যারাসিটামল;
গুনতে গুনতে অর্থের ঢেউ
আকাশের তারা গুনছে না কেউ।

বাজবে অ্যালার্ম রোজ সাড়ে সাতে,
একই অপেক্ষা প্রতিদিন রাতে;
কত যে পাখির মিথ্যে কূজন,
রূপকথাদের ভীষণ ওজন।

এভাবেই জ্বর গায়ে সয়ে যায়,
জ্বরের ঘোরে বাঁচার আশায়।
অবসর লেখা থাকলে কাগজে,
কাগজেই অবসর কেনা যায়।

তবু ভীষণ ভুলে কেউ ভুলে যায়,
রোজের রুটিন কাজের তাড়ায়,
মাঝে মাঝে সেও কোনো এক ঘাটে
সব কাজ ফেলে যদি একা হাঁটে!

ভিড়ঠেলা এই ভিড়কে ঠেলে,
ডোবালে পা নোনতা জলে;
কীসের জন্যে মানুষ বাঁচে?
কেজো শহরের এসির কাঁচে?

সফলতা

~ কৌস্তুভ ঘোষ

সাফল্য করে কয়, যে কেবলই ছলনাময়।
'তোমরা যে বলো দিবস রজনী' আমেরিকা, ইংল্যান্ড-
না জানি কত নামী দামি ব্র্যান্ড।

কারে কয় তবে সফলতা, সে কি আত্মকেন্দ্রিকতা।
কারে কয় তবে ভালো থাকা, অগাধ শান্তি না প্রচুর টাকা।
বিদেশ বিভুই দামি গাড়ি ঘড়ি, কোটি কোটি টাকা বহুতল বাড়ি।

এত কিছু পেয়েও দুঃখ কি গেছে, প্রশ্ন হাজারো এক-
ধৈর্য ধর, সময় কে তো সময় দিয়ে দেখ।
হাজারো ভৃত্য, হাজারো বিত্ত, এত প্রভাব প্রতিপত্তি, এত কিছু পেয়েও নেই কেন মোর
একটু আধটু শান্তি।

আকাশের নিচে ওই যার থাকে, ক্ষুদার জ্বালা, তৃষ্ণার ফাঁকে।
পেটে ভরা বাসি, দুঃখের রাশি-তবু ম্লান যে হয় না এদের হাসি।

কারে বলে তবে কৃতকার্য, কেন হবে সে পরের বিচার্য।
সফলতা মানে বাবা মায়ের মুখে সেই অম্লান হাসি, সফলতা মানে দুঃখে সুখে আরো বেশি
করে বাঁচি।
সফলতা মানে পেশাকেই নেশা করে খুব ভালো আছি।
সফলতা মানে প্রেয়সী কে বোঝানো তাকে কত ভালোবাসি।

সফলতা মানে দুঃখের মাঝে আরো বেশি করে হাসি।

সফলতা নয় মিছা কোন নাটক, নয় গো দেখনদারি।
সফলতা মানে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি।

সফলতা মানে অন্যের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠা-
সফলতা মানে সাথে আছি সাথি আসুক জোয়ার ভাঁটা।
সফলতা মানে হারার আগে হার না মানা পণ,
চরৈবেতি মন্ত্র জপে এগিয়ে যাবেই জীবন।

শুভেচ্ছা

~ হীরালাল দে

সত্যি বলছি, আমরাও দিয়েছি আড্ডা

পুরনো বাড়ির রকে,

কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানের সামনে

একচিলতে তিরপলে!

তাস পিটিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা,

তবুও যখন মাটি পেয়েছি পায়ের তলায় -

দেখই না চেষ্টা করে, ' তুমিও পারবে ' ।।

বাবা - মা - রা যখন বুঝলে -

এগুলোর দ্বারা হবেনা কিসসু,

তখন অনেকটাই বড়ো আমরা!

বড়দি'র প্রত্যক্ষ উৎসাহ আর

নিজের বড়ো হাওয়ার খিদেটাকে মেটাতে,

বাধনহারা উৎসাহের আতিশয্যে যখন পেরেইছি

দেখোনা , তুমিও হয়তো পারবে।

সিগারেটের জ্বলন্ত আকর্ষণকে

উপেক্ষা করতে পারিনি,

হতাশার আধাঁরে ডুব মেরেও -

ফিরেছি সূর্যের মতই, সূর্যের দেশে।

আলোও দিয়েছি পৃথিবী সহ ন - নটা গ্রহকে।

এত কিছুর পরেও যখন ফিরেছি আলোর দেশে -

দেখই না, তুমিও পারবে।

আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছি - পেয়েছি সত্যকে,

পরিশ্রমকে ভালোবেসে পেলাম সফলতাকে।

বিশ্বাসে ভর দিতেই - ফিরে পেলাম প্রেমকে।

অবজ্ঞা, উপেক্ষা কাটিয়ে আমি যখন সফল -

আমি তো বলছি - "তুমি তো পারবেই"।।

বিষণ্ণ শহর

~ সৌরনীল সিনহা

পরিবেশ আজ বিষণ্ণ
ধুলো ধোঁয়া ভরা শহরে
আকাশের রং চোখে পড়ে না
বিষাদগ্রস্থ বাতাসে ,
গ্রীষ্মকালে রোদের ছোঁয়া
বর্ষাকালে মেঘ – বৃষ্টি
শীতের দুপুর আমেজ পূর্ণ
ছিল একসময় দিব্যি ,
সেসব দিন হারিয়ে গেছে
মানবসভ্যতা থেকে ।
বর্তমানের সুউচ্চ বাড়ি আর
ফ্যাশনের পরিহাসে ,
হাস্যকর এই জীবনযাত্রা
একাকীত্বটায় থাকে ,
সেদিনের কলকাতা আজ
নিঃসঙ্গটায় বাঁচে ।।

আত্মজ

~ স্নেহা কাঁড়ার

যদি আমি পাখি হতাম
উড়ে যেতাম আকাশ পথে,
মুক্ত ডানায় ঘুরে ফিরে
বাসা খুঁজতাম নতুন করে।

আচ্ছা যদি আমি মাছ হতাম
নদীতে কিংবা পুকুরেতে,
সাঁতার কেটে ডুব দিতাম
ভেসে যেতাম জলস্রোতে।

যদি আমি প্রজাপতি হতাম
রঙবেরঙের পাখা নিয়ে
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে,
উড়ান দিতাম অজানা শহরে।

কিন্তু আমি একজন মানুষ
এক নারী; সাধারণ মেয়ে!
প্রতিদিনের ভিড় ঠেলে,
অসৎ মানুষের সঙ্গ কাটিয়ে
বাঁচি রোজ নতুন ভাবে।

হ্যাঁ আমি সেই মেয়ে!
প্রসব যন্ত্রণা উপেক্ষা করে,
অশ্লীলতা মৌন রেখে
হাসি ফোঁটাই পরিবার মাঝে।

আমি সেই মেয়ে
মদ্যপ কিংবা চরিত্রহীন
শ্বশুর অথবা স্বামীর ভয়
উপেক্ষা করি প্রতিদিন।

আমি সেই নারী
বাবার ভিটে অভাব থাকা সত্ত্বেও
দুঃখ চেপে চাকরি খুঁজি
যাতে সবার মুখে ফোটে হাসি।

আমি সেই নারী কিংবা মেয়ে বা ঘরের বউ
গ্রাম পেরিয়ে শহরে আসি অন্ন সন্ধানে
অথবা সংসারের কষ্ট ঘোচাই নিজ হস্ত দিয়ে
প্রয়োজনাধিক সাহায্য করি নিপীড়িত পীড়া ভুলে ।।

নিহত প্রেম

~ স্নেহা কাঁড়ার

নীরবতা বাসা বাঁধে ভালোবাসার গভীরে
গনগনিয়ে উড়ছে ধোঁয়া সিগারেটের চুমুকে ,
একলা ঘরে চিত্ত দেখে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
দূরদৃষ্টি দেখছে তাই ধেয়ে আসছে বাতাস
ঘনিয়েছে ঝর ; এসেছে শ্রাবণ ; মাটির সোঁদা গন্ধে ,
হৃদয় হল ব্যাকুল আজ তোমার কথা ভেবে ।
নয়নে প্রথম দেখে ছিলাম ওই লজ্জারাঙা মুখ
উদ্বেগের সীমাপরিসীমা পেরিয়ে ছিল বহুদূর -----
ভাবনা তখন আসছে ঘিরে নতুন করে পাওয়ার
তাকে নিয়ে বানিয়ে ছিলাম চোরাবালির পাহাড়
তলিয়েছে সেসব কথা অতুল সমুদ্রে ,
জানতে পেলাম দোসর তুমি অন্য কারোর ঘরে ।
নিহত হল সেই প্রেম নিজেরই মনেতে
দ্বন্দ্ব নিয়ে সুখ নেই তাই প্রেমেরই নগরে ,
অতঃপর সে দিব্যি খুশি নিজ সংসার নিয়ে ,
আমি রয়ে গেছি শূন্য হৃদয়ে ভালোবাসা উজাড় করে ।।

বিচ্ছেদ

~ রিশভ মিত্র

প্রেমের প্রথম ও অন্তিম পরশ
স্বপ্নিল ছোঁয়ায় ভেঙেছিলে,
দেখিয়েছিলে,কলমের ছন্দ বাস্তবতার পথ মানেনা।
সেই সৃষ্টিশীলতা একক হৃদয়কে
কাতর করেছিল ,
নিঃশব্দে জন্ম দিয়েছিলো,
এক গল্পের,এক নেশার;
সুপ্ত আত্মা সেদিন ভেঙেছিল,
শুধু বাস্তবের পাথর শিরোধার্য করে,
পারোনি, নাঃ! আমি ও পারিনি ;
আজও ভাবি, আমাকে ভাবায়
বিশটা বছর রোজ ভেঙেছি,
আর আমি জেনেছি,
ভাঙা কলম ও শুকনো গোলাপ
কি নির্মম পরিহাস।
দোতলার কোণের চিলেকোঠা ঘর,
একাকী আমি,
সিক্ত আঁখি পাতা ছেঁড়া খাতা আজও,
তোমার আমার নতুন গল্প খোঁজে....

নতুনের আহ্বানে

~ স্নিগ্ধ ভট্টাচার্য্য

দেশের কথা দশের কথা ভাবা তোমাদের কাজ
তোমরা যুবসমাজ ।
কাজের মাঝে ভুল যদি হয় পেও না কোনো লাজ
তোমরা যুবসমাজ ।
তোমরাই পারো গড়তে নতুন সভ্যজাতির সমাজ
তোমরা যুবসমাজ ।

দেশটা এখন রসাতলে গেছে
পায় না খুঁজে নতুন পথের দিশা,
তোমরাই পারো নতুনের ডাক দিয়ে
দেখাতে দেশে নতুন আলোর আশা ।

তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া আমাদের শুভ কাজ
তোমরা যুবসমাজ ।

রাজনীতি আর দুর্নীতি দিয়ে
দেশটা আজ অগ্নিশিখায় ভরে,
এমন কিছু পারো কি করতে
যাতে যায় তারা ডরে ।

রাজনীতি যত দুর্নীতিবিদ তাদের মাথায় ভাঙো বাজ

তোমরা যুবসমাজ ।

শয়তান যত মতলবি তারও বেশি
নিয়েছে যে তারা কত মানুষের প্রাণ,
তবুও তারা মাথা উচু করে ঘোরে
সমাজের মাঝে হয় না কভু ম্লান ।

তোমরাই পারো ভাঙতে তাদের মুখোশধারী সাজ
তোমরা যুবসমাজ ।

নতুনের আহ্বানে তাই তোমরা
হয়ে থাকো চিরনবীন,
পুরোনোকে ভুলে কখনো তোমরা
যেও না হয়ে বিলীন ।

তাই নতুনের পথে নতুনের ডাকে তোমরাই এসো আজ
তোমরা যুবসমাজ ।

রণথম্ভোর

~ প্রদিপ্ত সান্যাল

তুহুঁ মম ধ্যান,
তুহুঁ মম জ্ঞান
তোমারি প্রণয়ে
পত্র লিখিছে
আজি বীর চৌহান

গতিরুদ্ধ হল হামিরের। সে থামল বটে,তবে তার সদ্যযৌবনের প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল দুটি চোখ থেমে রয়েছে একদৃষ্টিতে, সামনে রাখা কাগজের ওপর সদ্য ফোটা ফুলের কুঁড়ির মত দোয়াতের কালির পাঁচ লাইনের সৃষ্টির ওপর।ঠোটের কোণায় সামান্য হাসি তার..... হামির ভাবতেও পারছে না এখনো,তার হাত দিয়ে এই লাইন'কটা বেরিয়ে এল!!!! অবশ্য খুব কম সময়ে বা অত্যন্ত সাধারণ দক্ষতায় যে কাজটা হয়েছে,তা নয়। সেই রাত্রি দ্বিপ্রহর এ হঠাত নিদ্রাভঙ্গ হওয়া থেকেই এর সূত্রপাত। কিছুতেই যেন ঘুম আসছিল না,বলতে গেলে ঘুম আসতে চাইছিলই না!গতকাল বিকেলেও রাজপন্ডিত বলছিলেন বটে, "বয়সের দোষ"!

নিভ-টার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে সেটাকে সাবধানে দোয়াতের তরলের গভীরে প্রোথিত করল হামির,বেরিয়ে এল চাঁদোয়া থেকে। যে ছাদে বসে কাব্যরচনা হচ্ছে,তার ধার বরাবর সমান তালে চলে যাওয়া পাথরের স্তূপগুলোর গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল।চাঁদ যেন আজ সমস্ত পার্থিব কবি,রাজকবিদেরও মাতাল করে দিচ্ছে তার দোদুল্যমান জ্যোৎস্নায়।মনে বড় সুখ

হচ্ছে তার;চাঁদ-কে বড় বেশীই আপন লাগছে না আজ?!!আজ একমাত্র সে-ই যেন আদি-অকৃত্রিম স্রষ্টা,আর বাকি সবই কেমন যেন নির্বাক, নির্বোধের ন্যায় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে চাঁদের আলোর দিকে,যদি কাব্যরচনার রসদ পাওয়া যায় কিছু ,এই ভেবে! এই সময়টাতেই,শুধুমাত্র এই সময়টাতেই নিজেকে "পৃথিবীর অধীশ্বর" বলে মনে হয় তার নিজেকে। ওই অদূরে যতদূর চোখ যায়,ততই দেখা যায় দুর্গের দুর্ভেদ্য দেওয়াল,রাতের অদ্ভুত আলোয় রাজপুত শান-এর মতই চিকচিক করে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। এসময়ে খানিক বিস্ময় আর উত্তেজনায় তলোয়ারটা কোমরের খাপ খুলে বেরিয়ে আসতে চায়! নিজেকে সংবরণ করে হামির; নাহহ,এমন রাতে তলোয়ার এর নিষ্ঠুর আঘাতে জ্যোৎস্নার স্বাধীন বেঁচে থাকার অধিকারটাকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়না সে,উপরন্তু পাশের তাঁবুতে নিদ্রারত জ্যেষ্ঠ এবং মেজভ্রাতাদের নিদ্রাভঙ্গের কারণও হতে পারে সেটা! তলোয়ার ফের প্রবেশ করে তার নিজস্ব স্থানে,তবে তার ফলাটাও তার মালিকের হাত ধরে ঝিলিক খেলে উঠতে চায় যেন। যে তলোয়ারের অগ্রভাগ চিরকাল শুধু খাপবন্দী হয়ে থাকে,তার চেহারা যতই তলোয়ারের মত হোক না কেন,এক নিখুঁত টানে শত্রুপক্ষের দেহ খন্ডবিখন্ড করার ধার আর থাকেনা!

মুখ ঘুরিয়ে পুব আকাশের দিকে তাকায় হামির,শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায় তার। অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে রাতের অতন্দ্র প্রহরীর কণ্ঠস্বর, 'সাবধান রহো!' অর্থাৎ রাত প্রায় শেষ হয়ে এল বলা যায়,ওই তো,পুব আকাশে একটু করে রঙ-ও লাগছে ..... আজ হামিরের আর তাঁবুতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছেনা,মনে প্রবল বাসনা তার,পূব আকাশের প্রথম আলোয় দুর্গ–কে প্রাণভরে দেখবে,তার বড় সাধের রনস্থম্ভরপুর দুর্গ।

বারোশো সত্তর খ্রীষ্টাব্দের এক অপরাহ্ন, দুর্গের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছেন মহারাজ জয়ত্র সিং। বয়সের ভার ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে একদিকে ঝুঁকে পড়তে চাইছে ঠিকই,তবে রাজার ধার এবং তেজ এখনো অপরাহ্নের আধোপ্রখর সূর্যতাপ সহনে সক্ষম। তিন পুত্রের ব্যাপারে চিন্তা করতেই একান্ত নিভৃতে আজ দুর্গের কিনারে এসে সমস্ত রাজপুতানাকে পাখির চোখে

পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি। তার অনেকদিনের ইচ্ছে,এমন এক উত্তরসূরি নির্বাচন করে রেখে যাবেন,যা এর আগে রণস্থমভরপুরের প্রজাগণ কখনো লাভ করেনি তাদের মহারাজা হিসেবে। এমনকি এসময় নিজের এতদিনের যুদ্ধজয়, দুর্গ দখল,তার উন্নয়ন,এইসমস্ত ঘটনাকেই খুব বড় চোখে দেখেন না মহারাজ জয়ত্র সিং। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরতান দেব আর মেজপুত্র বিরাম দেব তার আদরের বটে,তবে তার সমস্ত চিন্তাভাবনা,মনোযোগ কেবলই যেন আকৃষ্ট হয় কনিষ্ঠ এবং শেষ পুত্র হামির দেব এর প্রতি। কত দিনই বা হবে,হয়ত বছর দশ আগেই কনিষ্ঠ পুত্র হামিরের আগমন তার এবং তার প্রিয় পত্নী হীরাদেবীর গর্ভে। সেদিন সদ্যজন্মানো শিশুর মুখ চেয়ে রাজপন্ডিত যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন; একবার তাকিয়ে দেখছিলেন রাজা-র মুখের দিকে,আর একবার দেখছিলেন ফুলের কোমলতার সাথে তেজীয়ান চোখদুটির সংমিশ্রণ হওয়া শিশুটিকে। রাজপণ্ডিতের মুখমন্ডলে আনন্দের ছায়া দেখা যায়,তার অমন হাবেভাবে বিচক্ষণ পিতার আর বুঝতে বাকি থাকেনা,এ শিশু তার বাকি সন্তানদের মত নয়। চরম আশ্চর্যের ঘটনা ঘটে গেল সেদিন,যখন কুমারের নামকরণ উৎসবে প্রায় সমস্ত রাজ্যের জনগণ জড়ো হয়েছিল। দিনটা বেশ মনে আছে জয়ত্র সিং এর। ছোটকুমারের অন্নপ্রাশন বলে কথা,তার ওপর জন্মলগ্ন থেকেই যে কিনা রাজপন্ডিতকেও অভিভূত করে আসছে। তার কি নাম দেওয়া হয়,তার সম্মন্ধে কি ভবিষ্যদ্বাণী করা হবে,এসমস্ত জানতে রাজার মন অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছে। রাজপুরোহিত ধর্মরক্ষা পাল তার দুই উরুর ওপর গেরুয়া বসন রেখে তাতে স্থিরচিত্তে বসালেন ছোট কুমারকে। নাহহ,বিন্দুমাত্র ছটফটানি নেই তার কোনো দিকে,কেবল তার পিতার কোমরে রাখা তরবারির হাতলটি ছাড়া। কিঞ্চিৎ হাসলেন রাজপুরোহিত...এ শিশুর ভাগ্যগণনা তিনি আর কি করবেন,এ যে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে পৃথিবীতে এসেছে! অকস্মাত,একটা কান্ড ঘটিয়ে বসলেন তিনি। সামনে হোমের আগুন সবে ধিকধিক করে জ্বলতে শুরু করেছে,তার পাশে নানা উপাচারে সাজানো বিদ্যার উপকরন,অস্ত্রশস্ত্র,গয়নাগাটি...হঠাতই, একটি ছোট

অথচ বর্শার ন্যায় জিহ্বাবিশিষ্ট অস্ত্র হাতে নিয়ে তা আগুনের আঁচে সামান্য ছুঁইয়ে নিজের বামহস্তে চালিয়ে দিলেন,এবং তা বেশ ক্ষিপ্রতার সাথেই। উপস্থিত সকলে,এমনকি মহারাজ স্বয়ং হায়হায় করে উঠলেন,কিন্তু রাজপুরোহিতকে তারা চিনতেন,ফলে কেউই বেশীদূর এগিয়ে অযথা সাহায্যের হাত বাড়াতে অগ্রসর হলেন না। শুধু মহারাজ জয়ত্র সিং-এর মুখে সামান্য অন্ধকার নেমে এল ক্ষণিকের জন্য। তার কারণ আর কিছুই নয়,নিজের পুত্রের নামকরণের মত শুভ অনুষ্ঠানে রক্তারক্তিটা না হলেই বরং তার মনের খুঁতখুঁতানি কম হত,তা যে উপাচারই হোক! তবু,এবারও,ভগবান আর রাজপুরোহিত ধর্মরক্ষায় তাদের অগ্নিবংশের পূর্বপুরুষদের চলে আসা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই জয় লাভ করল মহারাজের মনের দুশ্চিন্তার ওপর। ততক্ষণে হাত চুইয়ে রক্তের ফোটা পড়তে শুরু করেছে,এমতাবস্থায় ধর্মরক্ষা পাল তার বাঁ হাত আগুনের কিঞ্চিৎ ওপরে রাখলেন,ঠিক এমনভাবে ,যাতে রক্তের ফোঁটা সরাসরি আগুনে আহুতি দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ধর্মরক্ষা ,প্রায় দশ মিনিট একনাগাড়ে শিশুর মুখপানে চেয়ে থাকার পর। তারপর আবার হাসলেন,সকলের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বললেন, ‘শুরু থেকে শেষ,আমি যা করলাম,আপনারা তো দেখলেন। আজ বিচার আপনারাই করুন! আপনাদের ছোট কুমারের ভাগ্য আপনারাই আজ গণনা করে মহারাজকে আশীর্বাদ করে ধন্য করুন’। উপস্থিত প্রজারা কথা বলবে কি,কুমারের কার্যকলাপ দেখে তাদের চক্ষু ততক্ষণে ছানাবড়া! তাদের আদরের ছোট কুমার,আহা যেমন গায়ের রঙ,তেমনই মুখভরা মিষ্টি হাসি,সেই ফুলের কুঁড়ির মত নরম কুমার কিনা তপ্ত আগুনের লেলিহান শিখার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে,চোখে একটুকু জলের চিহ্ন মাত্র অনুপস্থিত,বরং আগুনের ওপর লাল লাল তরলের ফোঁটা টপটপ করে পড়ার আওয়াজে সে বড় আনন্দ পাচ্ছে,খিলখিল হাসিতে দন্তবিহীন মুখমন্ডলে আশ্চর্য টোল পড়ছে তার। অতটুকু শিশু,সে কিনা এমন খরতাপের কাছাকাছি বসে আগুন আর রক্ত দেখে ভয়ে কান্নাকাটির পরিবর্তে হেসেই চলেছে প্রাণভরে কেবল!

প্রজাদের মনকে অসাধারণত্বের মহিমা গ্রাস করে নিয়েছে ততক্ষণে,সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে এই কান্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করে চলেছে,শুধু মুখ ফুটে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারছেনা,যতই হোক, স্বয়ং রাজকুমার এর ব্যাপারস্যাপার;মহারাজ যদি ক্ষুন্ন হন! অবশ্য,তারা জানেন তাদের মহারাজ বরং অত্যন্ত প্রজাবৎসল,তবুও মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে কিছু বলতে সাহস হয়না। এমনভাবে কিছুক্ষণ কাটল,ওদিকে ধর্মরক্ষা পাল জনতার দিকে চেয়ে তাদের উত্তরের প্রত্যাশা করছেন; কেউ যে কিছু বলতে পারবেনা মুখ ফুটে,তা যদিও তিনি অনুমান করেছিলেন,তাও কিছুক্ষণ জনগণের হাতেই কুমারের ভাগ্যগনণার ভার ছাড়লেন। তিনি ইতিমধ্যে কুমারের বাম কপালে একটি সূক্ষ্ম কাটা দাগ দেখতে পেয়েছেন,এবং তা-ই ছিল তার প্রসন্নতার কারণ।এতক্ষণেও সবাই কেবল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে দেখা গেল,তিনি মহারাজের দিকে চাইলেন।মহারাজ এর চোখেমুখে অজস্র প্রশ্নের ভিড়,সেই ভিড়কে আর অযথা বাড়তে দিয়ে দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাইলেন না তিনি। বাঁ হাতের যে অংশে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল,সেখানে সামান্য হলদি আর জড়িবুটিসম্পন্ন কিছুর মিশ্রণ প্রলেপ দিয়ে একটা রেশমি কাপড়ে বাধলেন ধর্মরক্ষা পাল,তারপর শিশুর কপালের সেই সূক্ষ্ম দাগযুক্ত অঞ্চলে তার হাত রাখলেন। শিশু মুখ ফিরিয়ে সরাসরি চাইল তার মুখের দিকে,প্রসন্ন হাসলেন রাজপুরোহিত। তারপর শিশুর ডান হাত উঁচুতে তুলে দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, ‘আজ বড় আনন্দের দিন,অগ্নিবংশীয় মহারাজ জয়ত্র সিং সমস্ত রণস্থমভরপুরকে তার মতই আর এক অগ্নিবাণ উপহার দিয়েছেন,এজন্য ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করি। এ শিশু নামেই কেবল অগ্নিবংশী নয়,এর দুই চোখ আজ আগুন এর কাছে দীক্ষা নিয়ে অগ্নিশপথ করে পুণ্য অর্জন করেছে। আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে আজ,শ্রাবণ মাসের শুভলগ্নে অগ্নিতে নিজের রক্ত বিসর্জন দিয়ে সাক্ষী হিসেবে ঘোষণা করছি ,এই বালক একদিন শত্রুপক্ষের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে,এর তলোয়ারের প্রতিটি আঘাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত এর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, প্রচুর ধনদৌলত এর পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের

ভালোবাসার অধিকারী হবে এই শিশু।' কিছুক্ষণ থেমে তিনি ফের বলে চললেন, 'এর কপালে রাজতিলক বর্তমান, আমি নিজে সেই তিলকে কেবল প্রাণসঞ্চার করে একথাই বলতে পারি,মানুষের ভালোবাসা এবং বিশ্বাসকে অস্ত্র করেই কুমার রাজাধিরাজ হয়ে উঠবেন, অস্ত্রের সাহায্যে কোনো পক্ষই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। শাস্ত্রমতে এর নাম দিলাম, 'হামির'... 'কুমার হামির দেব চৌহান'।

সকলে একবাক্যে জয়জয়কার করে উঠল,মহারাজ স্বয়ং পত্নীসহযোগে করজোড়ে ভগবান সূর্যের দিকে চেয়ে নমস্কার করলেন।রাজপুরোহিত এবার সরাসরি মহারাজের উদ্দ্যেশ্যে বললেন, 'আজ দুর্গেসংলগ্ন জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়েছে,মহারাজ নিশ্চয় অবগত এই বিষয়ে।' মহারাজ "আজ্ঞে" বলে সম্মতি জানাতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ,এই বাঘ বেরিয়েছে বটে,তবে কোনো ক্ষতি না করেই কেবল পদচারণা করেই ফিরে গেছে সে'।মহারাজের কৌতুহলী চোখের দিকে তাকিয়ে ফের সামান্য হেসে পুরোহিত বললেন, "বাঘটি কুমারের প্রতিরূপ।আমাদের কুমার ঠিক বাঘের মতই তেজীয়ান হয়ে এই রাজপুতানার অধীশ্বর হবেন,কিন্তু তার উপস্থিতি কখনোই প্রজার ভয়ের কারণ হবেনা মহারাজ।আপনি ভাগ্যবান;ভগবান আপনার মঙ্গল করুন"।প্রজাবৎসল মহারাজের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা এবং প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠল,তিনি নিজের উত্তরীয় খুলে আগুনের সামনে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে রাজপুরোহিত ধর্মরক্ষার হাত থেকে পুত্রকে নিজের কোলে তুলে নিলেন,তারপর তার নয়নাভিরাম চোখদুটির পানে চেয়ে হেসে বললেন, 'রণথম্ভোরের বাঘ আমার বেটা,আমার রাজ্য আজ থেকে তোর তেজের আগুনে তপ্ত রণথম্ভোর!'

পাশেই কোথাও যেন ছায়া পড়ল,মুখ ফেরাল হামির। তার লেখার কাগজপত্র,দোয়াতকালি,আরো বিভিন্ন সরঞ্জাম যে রেশমের কাপড়বেষ্টিত সুউচ্চ খন্ডের ওপর বিরাজমান,তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গঙ্গাধর,হামিরের পরম সখা গঙ্গাধর তক।

.....ক্রমশ.....

শেষরক্ষা

~ স্নিগ্ধ ভট্টাচার্য্য

হাওড়া স্টেশনের ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সচরাচর খুব একটা ফাঁকা থাকে না, তবে সেদিন বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল লাইনের মেরামতের কাজ চলছিল বলে ।তাই ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্রেনগুলি বেশিরভাগই অন্যান্য প্লাটফর্মে এসে থামছে বা গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছে । আর এই কারণে ট্রেনের সময়সূচী অনুযায়ী কিছুটা বিলম্বেই ট্রেনগুলো যাত্রা করছে । মেঘলা আবহাওয়া, গুমোট হয়ে আছে প্রকৃতি । ঝড়ের আগে যেভাবে শান্ত হয়ে থাকে ঠিক সেরকমই আবহাওয়া, হয়তো বেশ বড় কোন ঝড়ের আগমন ঘটতে চলেছিল সেদিন । সকাল তখন প্রায় ন'টা, ধীরে ধীরে ভরে উঠছে হাওড়া স্টেশন অফিস যাত্রীদের ভিড়ে । যারা দলবদ্ধভাবে অফিস যায় তারা প্রায়ই এই আবহাওয়ায় হাঁসফাঁস করতে করতে কোনোক্রমে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে । হাওড়া স্টেশনে কেউ যদি এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে মানুষজনদের কীর্তিকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাহলে মোটামুটি একটা মানুষের স্বভাব আচরণ সম্পর্কে সে এতটাই জ্ঞান লাভ করবে যে একটা উপন্যাস অনায়াসে লিখে ফেলতে পারে সে । কেউ কেউ কপালের ঘামটা একটু আঙ্গুলে করে চেঁচে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করছে, কারোর আবার গায়ে গা ঠেকে গেলে ' আরে সরুন তো মশাই, একে এত গরম তার ওপর গায়ের উপর উঠে আসছে ', বলে কিছুক্ষণ বচসা শুরু করে দেয় । কেউ বা নাকের ভেতর থেকে জড়পদার্থের নিষ্কাশন ঘটিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সেটা আঙুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখে নেয় যে সেটা একটা সুন্দর আকৃতি ধারণ করেছে কিনা, তারপর এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে নিয়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করে এক অদ্ভুতরকম তৃপ্তি লাভ করে । কারোর আবার খুব তাড়া, এদিক ওদিক পাশ কাটিয়ে এমন

ভাবে দৌড় দেয় যেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসে উঠে একটা জানালার ধারে বসার জায়গা দখল করতে পারলে তাকে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে । যাইহোক এসবের মধ্যে একটাই প্রধান কথা যে মানুষ খুবই ব্যস্ত, তার চারপাশে যে কী ঘটে চলেছে তাতে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই । নিজেরটুকু নিয়ে যেকোন প্রকারে জীবনটা চালিয়ে নিতে পারলেই সে সফল মনে করে নিজেকে । তবে এত ব্যস্ততার মাঝেও কেউ কেউ হয়তো সত্যিই থাকে যারা তাদের ব্যস্ততাকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষের বেদনায় নিজেকে সপে দেয় । ঘটনাটা সেই ব্যাতিক্রমী মানুষটাকে ঘিরেই, তার বীরত্বের কাহিনীকে ঘিরেই ।

সকাল তখন প্রায় সাড়ে দশটা, লাইন মেরামতের জন্য সব ট্রেনের সময়সূচীর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল । হঠাৎই অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা যায় পুরী-হাওড়া জগন্নাথ এক্সপ্রেস ২৩ নম্বর প্লাটফর্মে আসছে । মেরামতের কাজ হয়তো সম্পন্ন হয়েছে তাই আবার স্বাভাবিক হতে চলেছে ট্রেনের সময়সূচী । পুরী থেকে ফিরছে সকল ভক্তের দল, হয়তো তাদের পুণ্যের ফলে তাদের ওই চিরেচ্যাপটা ভিড়ের মধ্যে অন্যান্য প্লাটফর্মে নামতে হবে না, ফাঁকায় ফাঁকায় নামবে ২৩ নম্বরে । প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরিতে পুরী-হাওড়া জগন্নাথ এক্সপ্রেস এসে থামল হাওড়ায় । সকলেই যে যার ব্যাগপত্র নিয়ে একে একে নেমে স্টেশন এর বাইরের দিকে এগোচ্ছে । হঠাৎ একজন ভদ্রলোক তার টেনে টেনে নিয়ে আসা ট্রলিব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে, আর ক্ষীণকণ্ঠে সাহায্য চাইতে লাগলেন ' জল জল ' । কেউ তাকে লক্ষ্য করেননি এমনটা নয়, তবে ওই যে বললাম ব্যস্ততায় ডুবে আছে মানুষজন, নিজেরটুকু হলেই চলে যায় । তাই বেশিরভাগ জনই তাকে এড়িয়ে চলে গেলেন । হঠাৎ পাশের প্ল্যাটফর্ম থেকে ছুটে এলো এক তরুণ বালক, বয়স ষোল কি সতেরো হবে, তার ব্যাগ থেকে জল নিয়ে ওই ভদ্রলোকের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল আর কিঞ্চিত জল খাইয়ে দিল । ভদ্রলোক কিছু বলতে পারছিল না, শুধু দুই

হাত দিয়ে কোথাও একটা নিয়ে যাবার কথা বোঝাতে চাইছিল । ছেলেটা একটুও দেরি না করে দুজন সিআরপিএফ জাওয়ানকে ডেকে কোনক্রমে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে তাকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেল । সেখানে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করে ডাক্তার ডেকে ভদ্রলোকের চেকআপ করালো । ডাক্তার বলল এখনই ভর্তি করো আর ওনার বাড়ির লোককে খবর দাও । ছেলেটি বলল যা করতে হবে করুন আমি ওনার বাড়ির লোককে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করছি । ডাক্তার কোন বচসায় না গিয়ে যা যা করণীয় করলেন ।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার যখন ছেলেটির সামনে আসলো তখন ডাক্তারের কাছে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল যে ওনার কি হয়েছে আর এখন তার করনীয় কি ? যতই হোক ১৬-১৭ বছরের নিতান্তই এক বালকের বোধবুদ্ধি তখনও কাঁচা । ডাক্তার তাকে বলল তোমার যা করনীয় ছিল তুমি তা করেছ, শুধু বাড়ির লোককে খবর দাও একা তুমি সামলাতে পারবে না । ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাও মাইনর নয় মেজর অ্যাটাক । আর কিছুটা পরে আনলে হয়তো বাঁচানো যেত না, তবে অবস্থা ভালো নেই । ছেলেটি লোকটার ব্যাগপত্র খুঁজে একটা ডায়েরি পেলো, তাতে কয়েকজনের ফোন নম্বর ছিল । ছেলেটি তিন-চারটে নম্বরে ফোন করল, কিন্তু কেউই ফোন ধরল না, বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল । সে ডায়েরি থেকে সেই লোকটা সম্পর্কে কিছু তথ্য জোগাড় করল । ভদ্রলোকের নাম সমর মাইতি, বাড়ি খড়গপুর, একটা মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক তিনি । ডায়েরি থেকে অবশ্য আরেকটি তথ্য ছেলেটি পায় যেটা তার বোধগম্য হয়নি, তবে এটুকু বুঝতে পারে যে ভদ্রলোক কিছু একটা নিয়ে রিসার্চ করছে ।

ছেলেটি তখন প্রায় ঘেমে-নেয়ে ক্লান্ত হয়ে হাওড়া হাসপাতালের নিচে একটা রাস্তার ধারের হোটেলে একটু ভাত ডাল খাচ্ছিল, হঠাৎ ফোন আসে তার কাছে যে এক্ষুনি পেশেন্ট এর কাছে আসুন তার অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে । ছেলেটি কোন রকমে গোগ্রাসে ভাতটা খেয়ে

ডাক্তারের সাথে দেখা করে, ডাক্তার জানায় হয়তো লোকটিকে বাঁচানো যাবে না, তার একটা অপারেশন করতে হবে । বাড়ির লোক না এলে ডাক্তার সেই ডিসিশন নিতে পারছে না । ছেলেটি সকালে যাদের ফোন করেছিল তাদের আবার ফোন করে কিন্তু ওপার থেকে এক ভদ্রমহিলার গলায় সে শুনল 'the number you have dialled is currently unavailable please try again later '। তখন ছেলেটি ভদ্রলোকের ডায়েরি নিয়ে সামনেই হাওড়া থানায় পৌঁছে যায় । সেখানে ওসিকে সমস্ত ঘটনা জানায় ও ডায়েরিটি তাকে দেয় । সেখান থেকে যে তথ্য পুলিশের সামনে আসে তা থেকে বলাবাহুল্য যে ছেলেটি এক অসাধারণ কাজ করেছে আর তার জন্য তাকে হয়তো সরকার থেকে পুরস্কারও দেওয়া হতে পারে । পুলিশ খুব শীঘ্রই হাসপাতালে পৌঁছে ডাক্তারকে নির্দেশ দেয় যেকোনো মূল্যে ওই লোকটিকে বাঁচাতে হবে, তার জন্য যা করতে হয় তা সরকার করবে ।

সমর মাইতি, খড়গপুর অঞ্চলের সম্মানীয় অঙ্কের মাস্টার । পুলিশ ইতিমধ্যেই তার সমস্ত পরিচয় সন্ধান করেছে, এক দুষ্কৃতী সংগঠনের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন সমর মাইতি আর তার ডায়েরির পাতায় রিসার্চের তালিকায় প্রথম স্থান ছিল RDX যা ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র। ডায়েরি থেকে পুলিশ আরও তথ্য উদ্ধার করে, কোথায় কোথায় তাদের ফিউচার প্ল্যানিং আছে সন্ত্রাস ছড়ানোর । সম্পূর্ণ ডায়েরি থেকে যা তথ্য উদ্ধার করে পুলিশ তার বিবরণ ছিল এরকম ; বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র, তাদের ভ্যারাইটি, তাদের মডিফিকেশন, কোথায় কোথায় সেই সমস্ত অস্ত্র পৌঁছাতে হবে, কোথায় কোথায় কার কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া যাবে, আর সর্বোপরি কোথায় কোথায় সংগঠনের নেক্সট প্ল্যান আছে, সব তথ্যই ছিল ওই ডায়েরিতে । কিন্তু সবটাই কোড ল্যাঙ্গুয়েজে । তাই হয়তো সেই তরুণ বালকের বোধগম্য হয়নি । কিন্তু ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট অফ পুলিশ প্রায় ৭৫% উদ্ধার করে নেন এবং তাদের নেক্সট প্ল্যান যে কলকাতার পতন সেটা উদ্ধার করেন । কিন্তু তারিখ স্থান বা সময় সেটা উদ্ধার করতে

পারেনি তাই সমস্ত প্রশাসন বিভাগ তথা রাজনৈতিকমহলে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় । অবশ্য সে খবর তখন কলকাতাবাসীর কাছে ছড়িয়ে পড়েনি। খুবই গোপনে পুলিশ অধিকর্তারা এই সন্ত্রাস আটকাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন । যাতে দুষ্কৃতী সংগঠন কোন ভাবে জানতে না পারে যে তাদের একজন ধরা পড়েছে । পুলিশ প্রতিটা নম্বর ট্রেস করতে থাকে । ডাক্তারদের অসীম ক্ষমতা সে যাত্রায় সমর মাইতিকে বাঁচিয়ে তোলা যায় । পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল, সেই তরুণ বালক নাম তুহিন বসাক, বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে তার, গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষাকে ব্যতিরেকে আর্ত ওই মানুষটার প্রাণ বাঁচালো সে । কিন্তু এমনই এক লোকের প্রাণ বাঁচালো সে যার জন্য এখন তাকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে, ফলে তার বাড়ির লোক সব শোনার পর ভয়ভীত হয়ে যায় ।

দুদিন পর জ্ঞান ফিরল সমরের । পুলিশের জেরার মুখে আসতেই সমর ক্ষীণ ও দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠল,

"স্যার আমি আপনাদের কাছেই আসছিলাম, খড়গপুর থেকে আমি ওই পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেসে উঠি । উঠি বলাটা ভুল হবে, একপ্রকার জোর করেই উঠতে হয় আমাকে আমার বিবেকের দংশনে । আমাদের বাড়ির অবস্থা সেই ভাবে সচ্ছল ছিল না । আমি পেশায় একজন শিক্ষক ছিলাম আমাদের গ্রামের স্কুলে । কোনো এক সূত্র ধরে সেই দুষ্কৃতী সংগঠন আমার কথা জানতে পারে, জানতে পারে আমার বিজ্ঞানের দখল সম্বন্ধে । তাই আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দলের কার্যকলাপ ও বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের রিসার্চের জন্য যোগ দিতে বলেন বেশ মোটা টাকার বিনিময় । আমিও আমার বাড়ির কথা চিন্তা করে তাদের ফাঁদে পা দিই । প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি যে সেটা দুষ্কৃতী সংগঠন । আমি গ্রামের নিতান্তই এক সাধারণ মানুষ ছিলাম । তাই সংসার খরচের কথা মাথায় রেখেই যোগ দিলাম

সেখানে । পরবর্তীতে আমি যখন বুঝলাম ওদের কীর্তিকলাপের কথা তখন নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়েছিল, কারণ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় আমার ছিল না । কিন্তু মাস দুয়েক আগে যখন আমার বাড়িতে সবটা জানাজানি হল তখন নিজের মানবিকতাকে আর আমি ধরে রাখতে পারিনি । নিজের লোকেরা যখন আমায় ঘৃণা করতে শুরু করলো, আমার ছোট্ট অবুঝ মেয়েটাও আমার কাছে আর আসতে চাইতো না, এমনকি বাবা বলেও ডাকত না, তখন নিজেকে আমি আর মানুষ বলে মনে করতে পারিনি । আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিল, হয় আত্মসমর্পণ করে নিজের রাজ্য, নিজের দেশকে বাঁচাও নয় তো আমরাই পুলিশকে সবটা জানাতে বাধ্য হব । আমি সেদিন তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে তাদের গৃহবন্দি করে রাখি । কিন্তু আর পারিনি, নিজের লোকগুলোর ওপরে এইরকম ব্যবহার আমাকে শেষ করে দিয়েছিল । আমায় যেন এক অদৃশ্য শাঁখের করাত দিনের পর দিন কেটে চলেছিল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে । "

পুলিশকর্তা সবটা শোনার পর বলে উঠলেন " সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি অতদুর থেকে কলকাতা কেন আসলেন ? খড়গপুর থানায় জানাতে পারতেন । আর আপনার হঠাৎ এরকম হার্ট অ্যাটাকই বা হলো কেন ? আপনার হার্টের কোন অসুখ ছিল কি আগে থেকে?"

আবারও খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে শুরু করল "খড়গপুরে আমার ওপর কড়া নজরদারি, ওখানে আমার কিছু করার নেই । কোনোরকমে ওদের চোখ এড়িয়ে সুযোগ করতে পেরে ট্রেনে চেপে পড়েছিলাম সেদিন । আর হার্টের ব্যামো আমার ছিল না । বিবেকের দংশন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল আমার মনটা । ট্রেনে বসে বসে আমার নিজের মেয়ের মুখটার কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল তার কচি কচি ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা ' বাবা ' ডাকটা । মনে পড়ছিল আমার স্ত্রীর কথা, মনে পড়ছিল আমার মায়ের কথা যাদের আমি গৃহবন্দী করে রেখেছি । তাদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ছিল আমাদের দেশের

বিভিন্ন কোনায় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ গুলোর কথা, যেখানে প্রাণ হারিয়েছিল কত নিষ্পাপ শিশু যারা হয়তো আমার মেয়ের মতোই তাঁদের বাবার চোখের মণি ছিল । মনে পড়ছিল সেই সব মা বাবার কথা যারা তাদের সন্তান হারিয়েছিল । মনে পড়ছিল সেইসব নারীর কথা যারা হয়তো সদ্য বিবাহিত স্বামীকে হারিয়েছিল । খালি হয়ে গিয়েছিল কত মায়ের কোল, মুছে গিয়েছিল কত মেয়ের সিঁথির সিঁদুর, অনাথ হয়ে গিয়েছিল কত শিশু । আর সেই সব নিষ্পাপ মানুষগুলোর মৃত্যুর রক্ত লেগে আছে আমার হাতে । নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে আমার মানবিকতায় বাধছিল । মনে হচ্ছিল এত পাপের পর আমার মত পশুর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই । এইসব চিন্তা করতে করতেই আমি আসছিলাম এখানে । হয়তো সেই চিন্তা আর বিবেকের জ্বালাই আমাকে যমরাজ্যে পাড়ি দিতে নিয়ে গিয়েছিল । কিন্তু ওই ছেলেটি না থাকলে আজ আমি আর হয়তো কথা বলতেও পারতাম না, হয়তো আজ আমার ছোট্ট মেয়েটাকেও পিতৃহারা হতে হত । সে কি এসেছে এখানে আজ ? একবার তাকে.... "

দারোগা তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল "আপনার ডায়েরি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি ওই দুষ্কৃতী সংগঠনের নেক্সট টার্গেট কলকাতা । কিন্তু কবে কোথায় আর কিভাবে সেটা আমরা এখনো জানিনা । আপনি আপনার মানবিকতা যখন ফিরে পেয়েছেন তখন কলকাতা কে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই । "

"সংগঠনের নেক্সট টার্গেট কলকাতা এটা ঠিকই তবে কিভাবে কোথায় কবে তা আমিও জানি না। হয়তো আগামী পরশু দিন আমাদের স্বাধীনতা দিবসের দিন টাকেই ওরা বাছবে। আমি কিছু ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিচ্ছি, আপনারা সেগুলোতে খোঁজ নিন এবং ফোন নম্বর গুলোকে ট্র্যাক করুন । আশা করি কলকাতাকে বাঁচানো যাবে তাহলে । "

সমরের দেওয়া তথ্য থেকে একদিনের মধ্যেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বেশকিছু দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং উদ্ধার করে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র । সংগঠনের মাথাকে হয়তো পুলিশ পায়নি সেদিন ঠিকই, কিন্তু সে যাত্রায় আমাদের তিলোত্তমা কলকাতাকে রক্ষা করা গিয়েছিল। সকলে স্বাধীনতা দিবসের দিন নিজের জন্মভুমিকে সুস্থ সাবলীল ছন্দে মেতে উঠতে দেখেছিল । রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসন এই খবর সংবাদমাধ্যমে আসতে দেননি, সবটাই গোপনে গোপনে করেছিলেন । ফলে যেমন সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের উদ্বেগ জাগেনি, তেমনি দুষ্কৃতী সংগঠনও টের পায়নি তাদের দলের সদস্যদের গ্রেফতারের কথা। হয়তো পরে জানবে ঠিকই, তবে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের দিনটি নির্বিঘ্নে কেটেছিল ।

সেই দিনই তুহিনকে সরকার থেকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল রাজভবনে রাজ্যপালের বাড়িতে। সেখানেই তাকে দেওয়া হয়েছিল বীরত্বের পুরস্কার, স্বয়ং রাজ্যপাল তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই পুরস্কার । তার না দেওয়া পরীক্ষা শুধু নয়, সকল পড়াশোনার দায়ভার তুলে নিয়েছিল সরকার । আর রইল সমর মাইতি, তার সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল পুলিশ। তার থেকে আরও তথ্য জোগাড় করে দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে থাকা সকল দুষ্কৃতীদের ধরার প্রকল্প নেয় পুলিশ । সমর শুধু বলেছিল " সে একবার তুহিনকে দেখতে চায়, ধন্যবাদ দিতে চায় ও তাকে প্রণাম করতে চায় তার এই ছোট বয়সের বীরত্বের জন্য । সে না থাকলে হয়তো এই পাপী মানুষটার আর কলকাতার শেষরক্ষা হত না । "

...সমাপ্ত...

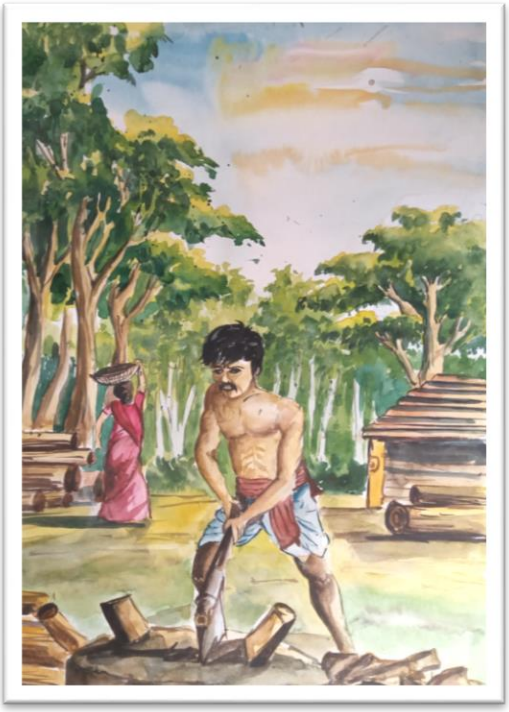

অঙ্কন - ঐকান্তিকা সিনহা

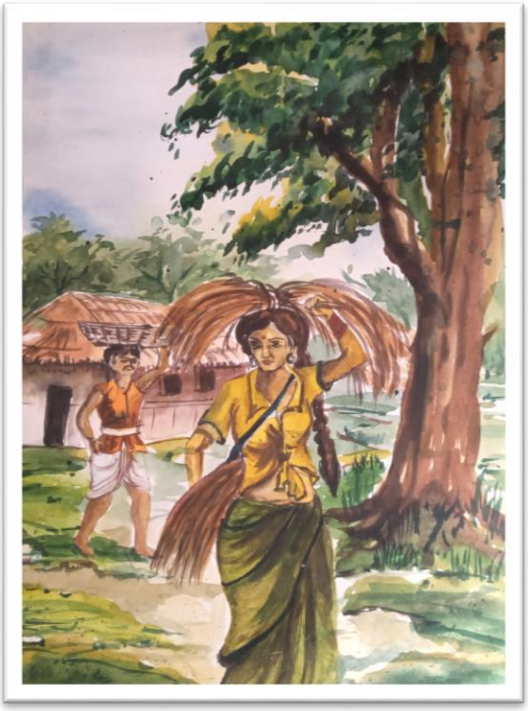

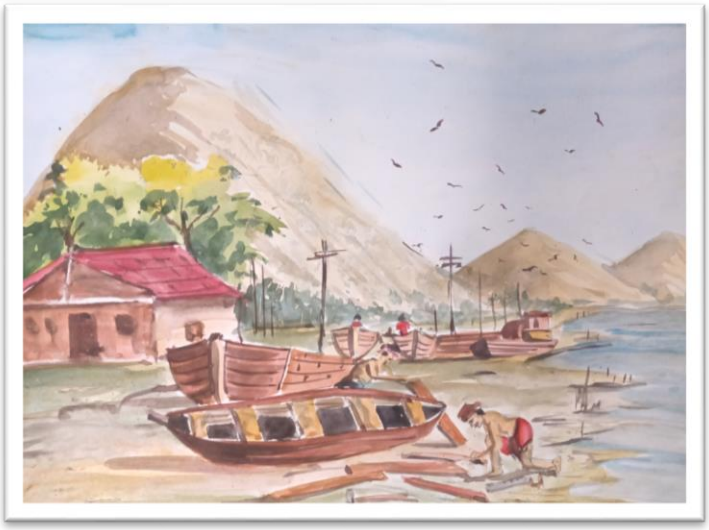

অঙ্কন - ঐনদ্রিলা সিনহা

অঙ্কন - দেবপ্রিয় ঘোষ

অঙ্কন - পৌলমি মান্না

অঙ্কন - পূজা দাস

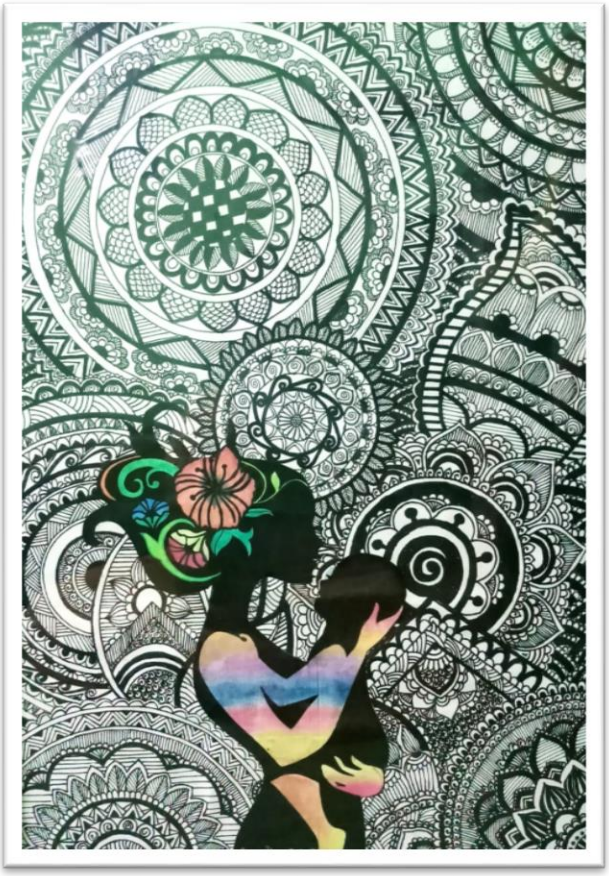

অঙ্কন - অয়ন্তিকা কর্মকার

অঙ্কন - অঙ্কিতা কর্মকার

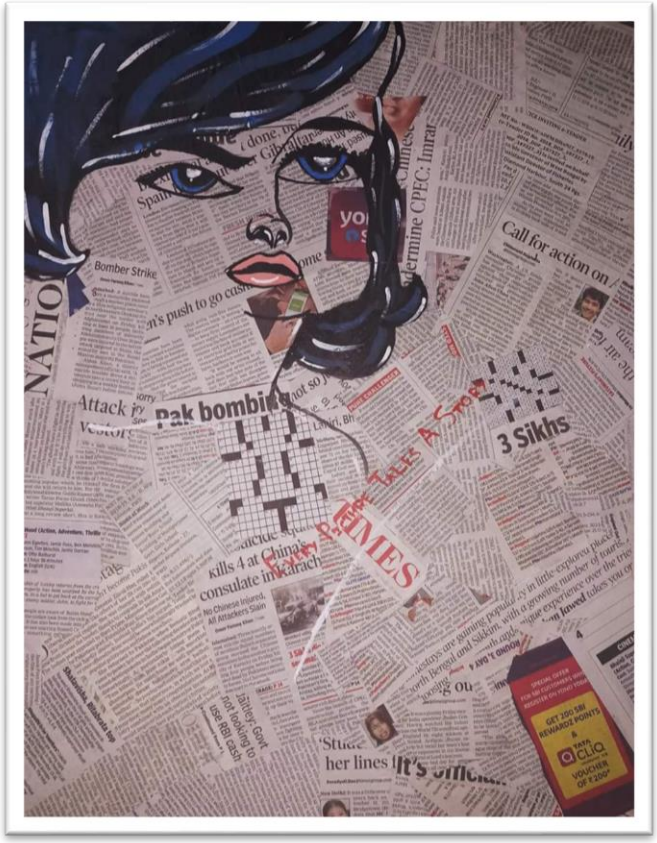
Call for action on
Bomber Strike
Pak bombing
3 Sikhs
TIMES
kills 4 at China
consulate in Karachi
her lines
It's

অঙ্কন - দেবযানী ঘোষ

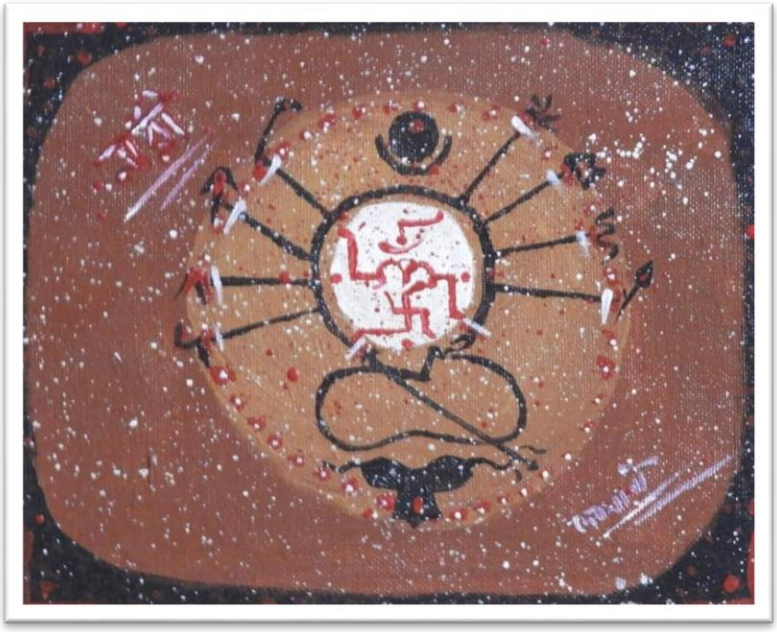

অঙ্কন - অঙ্কিতা রায়

অঙ্কন - মেঘা পাত্র

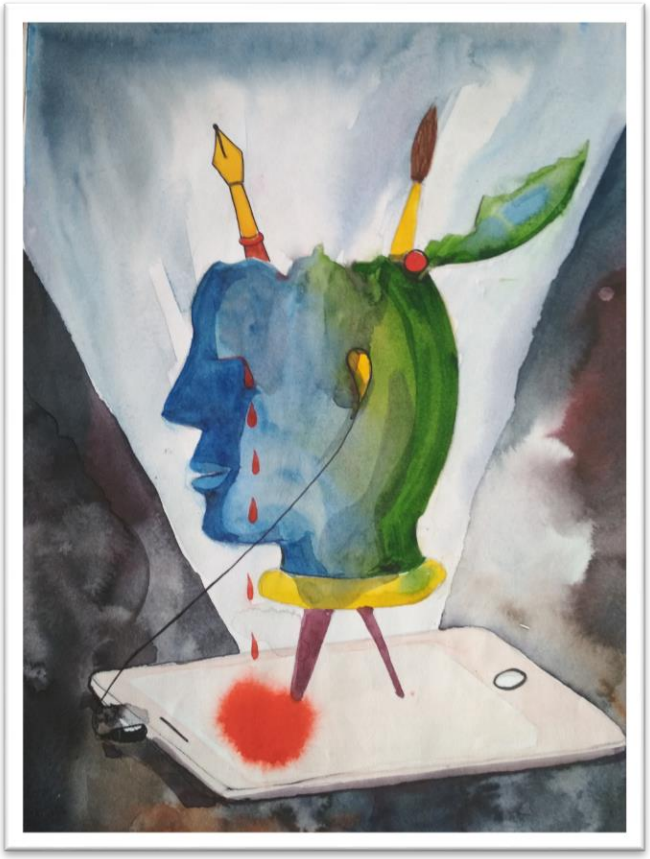

অঙ্কন - স্বপ্নিল মুখার্জী

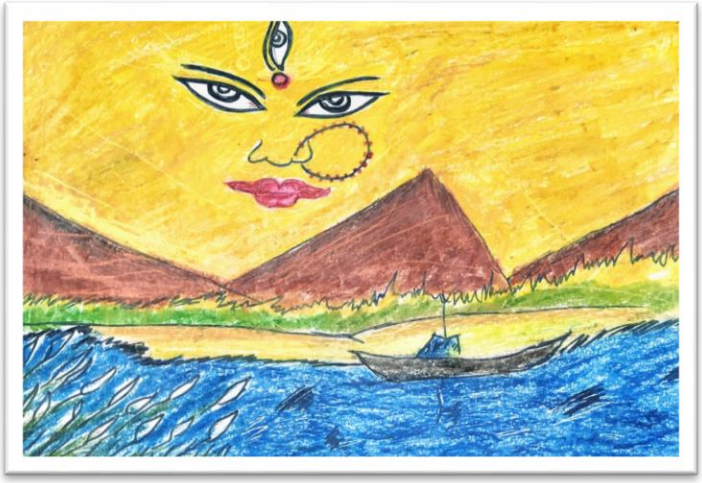

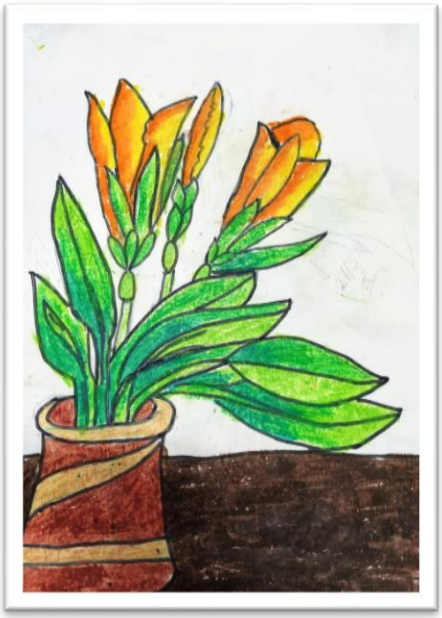

অঙ্কন - মনিদ্বীপা মুখার্জী

অঙ্কন - অনিন্দিতা ভট্টাচার্য

অঙ্কন - শ্রেয়া আচার্য্য

ছবি - সম্বুদ্ধ সিনহা

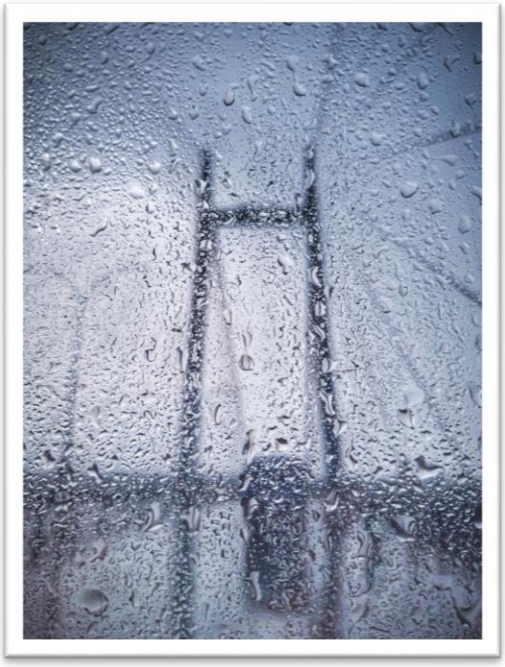

ছবি - মনজিত দত্ত

ছবি - সুদীপ ঘোষ

ছবি - সোহম হাজরা

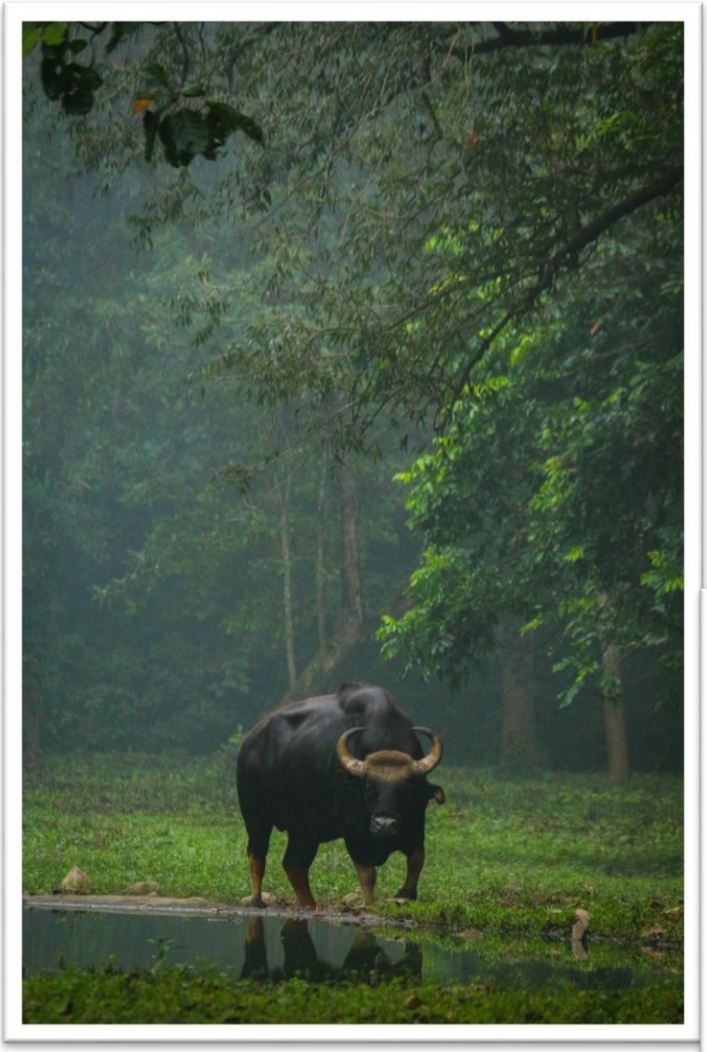

ছবি - সোহম হাজরা

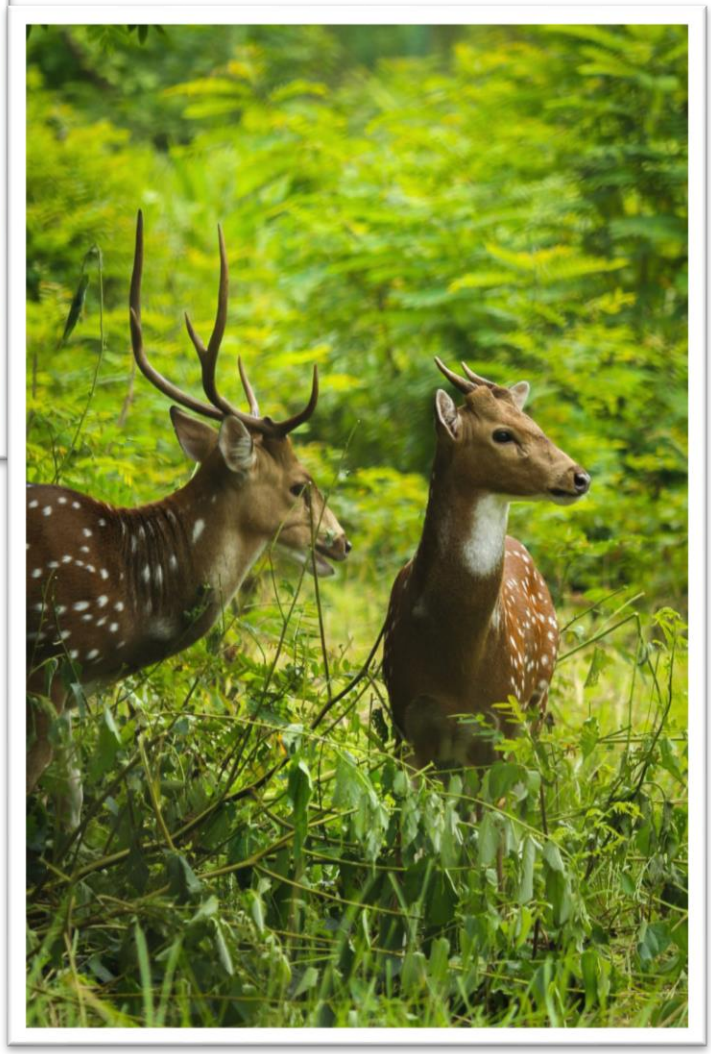

ছবি - কৌস্তভ চ্যাটার্জী

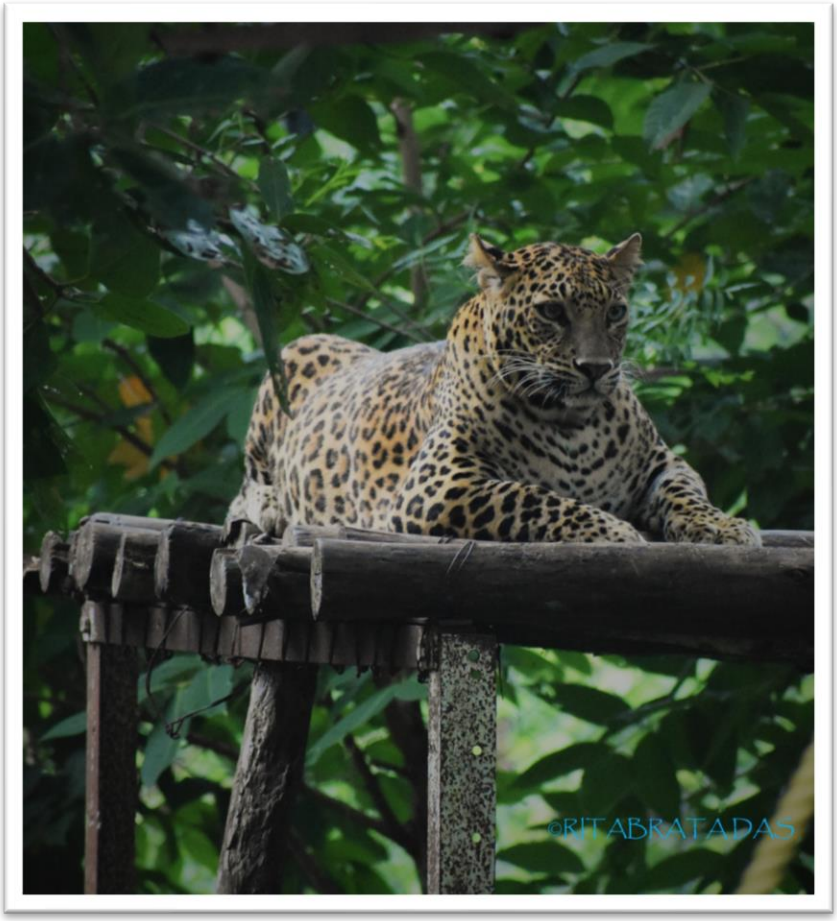

ছবি - ঋতব্রত দাস

আমাদের কথা

Sristi
Shibpur

সৃষ্টির স্রষ্টাদের সাক্ষাৎকার

সুমিত সামন্ত

- বর্তমানে তুমি সৃষ্টির সেক্রেটারি তো কেমন লাগছে?
  - ➢ সেক্রেটারি হিসাবে তো অবশ্যই কিছু দায়িত্ব বেড়েছে কিন্তু বলতে গেলে আমার কাজ একই আছে। সেরকম কিছু কাজ বেড়েছে বলে বলা যায় না তবে রেসপন্সিবিলিটি অবশ্যই বেড়েছে। তো সেক্ষেত্রে ভালই লাগছে।
- আগে তুমি ছিলে সৃষ্টির ট্রেসারার । তাই different কি ঘটেছে?
  - ➢ সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিউ রোল। আগে কাজটা ছিল টাকাপয়সার হিসাবের এখন পুরোপুরি ম্যানেজমেন্টটা দেখতে হচ্ছে। আগেও বললাম কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু চেঞ্জস হয়েছে তবে আমার নিজের দিক থেকে হিউজ কিছু চেঞ্জস হয়নি কারণ আমি সবরকমই চিন্তাভাবনা করি তো সেদিক থেকে অনেকটা একই আছে।
- এবার যদি একটু বল সৃষ্টির সৃষ্টিটা কেমন ছিল?
  - ➢ অ্যাকচুয়ালি ৬ জন ঠিক না ৬+২। দুজনের মধ্যে একজন প্রথমেই কেটে যায় যখন অর্গানাইজেশন তৈরি হয়। তার নাম ঈশান। আরেকজন অরিজিৎ সে অবশ্য অনেকদিন অর্গানাইজেশনে ছিল। তারপর সেও ছেড়ে দেয়। তো আমরা যখন প্রথমে বন্ধুরা শুরু করি তখন আমরা নারকেলতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে একটা প্রোগ্রাম করি যার নাম ছিল সৃষ্টি। এটা হয় ২০১৩ সালে। এরপর ২০১৪ জানুয়ারি মাস করে আমরা পাড়ার বন্ধুরা আড্ডা মারছি তখন আমরা এইটাই কথা বলছিলাম যে আমরা কি এভাবেই আড্ডা মারবো! যদি আড্ডা না মেরে সোসাইটির জন্য কিছু করতে পারি। তো এই ভাবনা থেকে আমরা সৃষ্টির নাম ধরেই একটা অর্গানাইজেশন শুরু করি আর তারপর আসতে আসতে সৃষ্টির রেজিস্ট্রেশন করা হয় দেন সৃষ্টির কাজ করা শুরু হয়।

- তোমাদের ফার্স্ট প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
  - ২০১৪ সালে জুলাই মাসে ফার্স্ট প্রজেক্ট হয়। তখন আমাদের শিক্ষণ ব্র্যান্ হয়নি জাস্ট এমনি এডুকেশনাল প্রজেক্ট হিসাবে আমরা নলপুরে একটা স্কুলে কাজ করি। সেখানে আমরা এডুকেশনাল মেটারিয়ালস্ দিয়ে থাকি সেটাই আমারও ফার্স্ট প্রজেক্ট ছিল।
- তুমি আমাদের নিউ টিম অনুযায়ী শিক্ষণ টিম মেম্বার. সেটা নিয়ে যদি কিছু বলো।
  - হ্যাঁ আমিই শিক্ষণ টিমের কো-লিড। শিক্ষণ টিমে কাজ করার ইচ্ছা আমার যখন শুরু হয় তখন থেকেই। ২০১৯ এ যখন টিম আলাদা করে শুরু হয় তখন আমি ছিলাম না বাট তারপর যখন শুরু হয় তখন থেকে আমি আছি। কাজ করার ইচ্ছা তো ছিলই আর কাজ করেও খুব ভালো লাগছে। শিক্ষণ টিমে আমার কাজ অপারেশন। মানে ডে বাই ডে ক্লাস হয় কিনা, টিচারসরা ক্লাসে আসছেন কিনা, তারা ঠিক মতো ফিস পাচ্ছেন কিনা, স্টুডেন্টসদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা এইসব।
- তাহলে বলতে গেলে এখন শিক্ষণ টিমে তোমার অনেকটাই দায়িত্ব?
  - হ্যাঁ এদিকের পুরো দিকটাই আমাকেই দেখতে হয়।
- শুরু থেকে আজ অবধি এত প্রজেক্ট হয়েছে তো তোমার পার্সোনালি পছন্দের প্রজেক্ট কোনটা?
  - আসলে সব প্রজেক্টই খুবই পছন্দের। এটা একটা শিক্ষনীয় ব্যাপার যে আমরা ২০১৪ সালে যাদেরকে সার্ভ করেছি তাদের যতোটা নীড ছিল আমরা সেই মতো দিয়েছি আবার ২০১৯ এ দাঁড়িয়ে আমরা যাদের জিনিস দিচ্ছি তাদের নীডটা অনেকটা বেশি। তো সেই দিক থেকে বলতে গেলে এক একটা কাজ আরেকটাকে ছাপিয়ে যায়। বাট আমার ড্রিম প্রজেক্ট শিক্ষণ।
- অ্যাজ আ সেক্রেটারি আগামী দিনে সৃষ্টির জন্য নতুন কি আসতে চলেছে?
  - নতুন বলতে আমরা আগের ইয়ার একটু ডোনারস্ মিট এর আয়োজন করেছিলাম কিন্তু সেটা সাক্সেসফুল হয়নি তো সেটাই বড় করে একটা করার আয়োজন হয়েছে ৮ই মার্চ ২০২০ তে উদ্ভাবন। শিখশানের নতুন কিছু চেঞ্জস নেই যতদূর প্ল্যান আছে। বাট যদি সব ঠিক থাকে ২০২০ সৃষ্টির জন্য খুব ইমপরটেন্ট একটা ইয়ার।

- এবার একটা ছোট্ট র‍্যাপিড ফায়ার আছে
- উত্তম কুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
  - উত্তম কুমার
- ক্রিকেট নাকি ফুটবল
  - ফুটবল
- চাইনিজ খাবার নাকি ইন্ডিয়ান খাবার
  - ইন্ডিয়ান
- পাহাড় নাকি সমুদ্র
  - পাহাড়
- আমার লাস্ট প্রশ্ন তোমাকে যদি শিক্ষণ, পরিধান, সবুজ সংকল্পকে ১ ২ ৩ হিসাবে বলতে বলি তুমি কি বলবে
  - ১. শিক্ষণ

    ২. পরিধান

    ৩. সবুজ সংকল্প

সৃষ্টির স্রষ্টাদের সাক্ষাৎকার

ঋতব্রত দাস

- বর্তমানে শিবপুর সৃষ্টির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তোমার কেমন লাগছে?
  - ➢ আমি নিজেকে কোনদিনও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এসব পদের হিসেবে ভাবি নি। প্রতিটা কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি কাজ করেছি এবং আগামী দিনে কাজের কথাই ভাববো। তবে একটা কাজ সব কাজের মধ্যে আমার বরাবর ভালো লাগতো যে শিবপুর সৃষ্টির পড়াশোনা নিয়ে কাজ, সেই ডিপার্টমেন্ট টাও আমি আলাদা করে প্রেসিডেন্ট হওয়া ছাড়াও বিশেষ করে ওই ডিপার্টমেন্টে টা নিয়ে আমি খুব উৎসাহিত সেটা হচ্ছে শিখশন (shikshan)। পড়াশোনার দিকটা আমার বরাবর ভাল লাগত আমি নিজেও চাইতাম যে এডুকেশনের ওপর একটা কাজ হোক সেই সূত্র ধরেই এই শিখশন টা আমার নিজের মাথা থেকে বেরোয়, আমি বলিও বাকিদেরকে যে এইরকম ভাবে কাজটা করা গেলে খুব ভালোই হয়। সেই ভাবেই কাজটার সূত্রপাত এবং বাকিরা সবাই মিলে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেক্রেটারি সুমিত ওর কথা তো আলাদা করে বলতেই হয় কারণ He has done a tremendous job in that front . সবমিলিয়ে শিখশন ছাড়া বাকি সব প্রজেক্ট খুব ভালোভাবেই চলছে। কিন্তু শিখশন প্রজেক্ট নিয়ে আমি আরো এগিয়ে যেতে চাইছি. As a president আলাদাভাবে কিছু মনে করিনা ।
- প্রথম দিকে যদি চলে যায় সৃষ্টির শুরুটা কেমন ছিল ?
  - ➢ সৃষ্টির প্রথম দিকটা বেশ খানিকটা টালমাটাল বেশ খানিকটা ওপর-নিচ সব মিলিয়ে গেছে আমাদের, 2013 সালের অক্টোবর মাসে পুজোর সময় যখন আমরা একটা কাজ করব ভাবছিলাম। সেখান থেকেই সূত্রপাত তারপর 2014 তে প্রথম কাজ শুরুর দিনগুলো থেকে আজকের দিন

গুলো বেশ কিছুটা আলাদা। শুরুর দিনগুলোতে লোক সংখ্যা অনেক কম ছিল। আমরা অনেক কাজ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু করতে পারিনি। শুধুমাত্র আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে লোকসংখ্যা ছিল না। সেটা আজকে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে সব মিলিয়ে আজকের দিনে মোটামুটি 70 জন সদস্য সদস্যা রয়েছেন।

এছাড়াও শিবপুর সৃষ্টি যে পরিমাণে এগিয়ে চলছে এই সংখ্যাটা 100 - 150 বেশি হতে পারে.. তখনকার দিনের থেকে আজকের দিনে অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে। এখন টিম লিডার ,লিড অপারেশন অনেকরকম গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তখন জিনিসটা অনেকটা অগোছালো ছিল। যেটা হয় শুরুতে একটু অগোছালো থাকে । ধীরে ধীরে আমরা গুছিয়ে নিতে পেরেছি। যত সময় গেছে সুন্দর হচ্ছে ব্যাপারটা। যথাসময়ে যাচ্ছি আমরা বুঝতে পেরেছি ভুলগুলো identify করতে পেরেছি। সেগুলো শোধরাবার চেষ্টা করে গেছি। আরো অনেক বেশি efficient হতে পেরেছি।

- প্রথম প্রজেক্ট থেকে তুমি সাথে আছো তো অনেক এরকম situation এসেছে যেগুলো খুবই খারাপ বা বলতে গেলে কঠিন সেইগুলো overcome করতে হয়েছে সেই রকম তোমার কোন অভিজ্ঞতা যদি আমাদের বল ।

খারাপ ঠিক বলব না এটাকেও অন্যরকম অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা টাই আসল জিনিস যেটা খারাপ বা ভালো বিচার করা যায়না। আমি আর সুমিত একবার আরামবাগের একটি স্কুলে যাওয়ার চিন্তা করি তো আমরা সেইমতো আমাদের সেই সময় দেখে ঠিক করি, সব জায়গায় যেমন আমাদের একটা কন্টাক্ট পারসন থাকে যেখানে আমরা কাজ করতে চাই তার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা থাকে। এখানেও কথা হয় কন্টাক্ট পারসন এর সাথে। তারপর যেদিন যাবার দিন স্কুলে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠি। ছোট স্টেশন, একটাই লাইন একটাই প্লাটফর্ম প্রায়তিন ঘন্টা ছাড়া ছাড়া লোকাল ট্রেন যাতায়াত করে। স্টেশন থেকে নেমে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে স্কুলটি ছিল।কিন্তু আমরা গিয়ে দেখি কোনো কারণে স্কুলটি বন্ধ। ফেরার পথে সেই ট্রেনটি 15 মিনিটের মধ্যে আরামবাগ হয়ে আসবে । আমরা তখনো স্টেশন থেকে 700 মিটার প্রায় দূরে আমরা দুজনে সেখান থেকে দৌড়ে স্টেশনে পৌঁছাই স্টেশনের ট্রেন ছেড়ে

দেওয়া হর্ন দিয়ে দেয়, টিকিট কাটা হয়নি তাও কোনোমতে ট্রেন ধরতে পারি। সে এক অভিজ্ঞতা।।

- তুমি এখন সৃষ্টির প্রেসিডেন্ট সাথে সাথে , shikshan team lead সিকশন টিমের বর্তমান নতুন কি কাজ চলছে ?
  - This is a sustainable development । Pro long time ধরে যদি আমরা কিছু বাচ্চার উপর continuously investment চালিয়ে যেতে পারি তো আমরা নিশ্চয়ই ফল পাব। সেই দিক থেকে আমরা শুরু করেছি কাজটা। যে কিছু বাচ্চাকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের ওই এলাকায়। শুধুমাত্র প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি হাই সেকেন্ডারি আরো level যাতে নিয়ে যাওয়া যায়। শুরুটা প্রাইমারি দিয়ে হয়েছে আগের বছর আমরা যেমন কাজ করেছি। প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করা, খাতা, বই ,পেন ,পেন্সিল ব্যবস্থা করে দেওয়া curriculum activities এর আলাদা আলাদা বই ওয়ার্ড বুক, প্রশ্ন বিচিত্রা, ছাত্রবন্ধু, এইগুলো তো থাকছেই । এছাড়া নতুন জিনিস থাকছে সেটা হচ্ছে বুক ব্যাংক অর্থাৎ লাইব্রেরি আমরা এই বছর দুটো প্রাইমারি স্কুলে আগে থেকেই আলমারি কিনে রেখেছি । এটা যাতে পরবর্তীকালে আরো পরিপূর্ণ লাইব্রেরী করা যায় সেদিকে আমাদের চেষ্টা থাকবে। এক বছরে হয়তো এটা সম্ভব নয় ধীরে ধীরে এটা আগামী বছরে পূর্ণ করার চেষ্টা চালাতে হবে। লাইব্রেরি আমাদের কাছে একটা বিশাল বড় দায়িত্ব। যেটা করবই যেভাবে হোক এই বছর আমরা 50-60 টা বই জোগার করার সামর্থ্য পেয়েছি আগামীকালে সেটা যাতে দুইশ আড়াইশো হতে পারে তার চেষ্টা চালাচ্ছি আলমারিগুলো যাতে ভর্তি হতে পারে। এছাড়াও স্কুলের বাচ্চাদের বই খাতা দিয়ে প্রাইভেট টিউশন দিয়ে ।ও আমরা প্রাইভেট টিউশনে টাকা দিয়ে থাকি। সেই সমস্ত দিকটা দিয়ে আমরা কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি । Shikshan এর new update এটাই। পরবর্তীকালে আরো নতুন ভাবনা রয়েছে।
- Shikshan , Paridhan এই নামগুলো তোমার দেওয়া তো তোমার মাথায় নামগুলো এলো কিভাবে?
  - হা হা হা ... ! জানিনা এই কথাগুলো কে বলেছে । Shikshan কথাটা আমার মাথা থেকে এসেছে কিন্তু paridhan কথাটা একটা রুপক কথা জামাকাপড় নিয়ে কাজ হচ্ছে বাংলা কথা

হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এটা কে আলাদা করে নাম সেই ভাবি নি। জামাকাপড় হিসেবেই নামটা ভালোভাবে দেওয়া হয়েছে এর বেশি কিছু না।

Shikshan এই কথাটা একদিন মুখ থেকে বেরিয়ে গেছিল সে রকম ভাবে কিছু না ব্যাপারটা আমার এখন মনে নেই তখন আলোচনা করা হচ্ছিল সেই হিসেবেই shikshan বা শিক্ষণ কথাটা আসে শিক্ষা নামটা তো প্রায় সবার মধ্যেই। আমি একবারও বলবো না এখানে আমার একার অবদান আরো সবাই এই কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে তারা সমানভাবে এ কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছে । আমাদের সৃষ্টি decision নেওয়া হয় সেটা সবাই মিলে নেওয়া হয়.

- প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৃষ্টির আরো উন্নতির জন্য তুমি কি ভাবছো ? বা সৃষ্টির changes কি আসতে চলেছে . সেটা যদি একটু বল ?
  - সৃষ্টি যবে থেকে শুরু হয়েছিল আজ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়েই আসছে। কেননা আমার মতে পরিবর্তনটাই একমাত্র স্থির জিনিস। পরিবর্তন ছাড়া কিছু হবে না। বর্তমানের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া চলছে এবং চলতে থাকবে। যেমন আমরা প্রথম থেকে ভেবেছিলাম কাগজপত্র ছেড়ে নিজেদেরকে digitalized করব। Team গুলোকে আরো fragment করে, যাতে আরো অনেক বেশি কাজ পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে।

    সবথেকে বড় ব্যাপার আমাদের অনেক ভলেন্টিয়ার আছে যারা রেগুলার অ্যাক্টিভিটি তে যোগ দিতে পারেনা। তাদেরকে কিভাবে আরো রেগুলার অ্যাকটিভিটিতে আনা যায়। তাদেরকে আরো কিভাবে engage করা যায়. সবথেকে বড় কথা তাদের প্লাস পয়েন্ট গুলো আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সেই ভাবনাগুলো চলতে থাকছে.। আগামী দিনে আরো অনেক কাজ করার প্রচেষ্টা চলছে এছাড়াও আমি ছাড়াও গভর্নিং বডি আইডিয়া মাইনিং টিম মিলে এই কাজ চলছে আগামী দিনে সেটা করবার ।আগামী দিনে আমার অনেক ভাবনা চিন্তা রয়েছে সবটা আমি এখানে প্রকাশ করতে পারবো না। শুধু এটাই বলব আরো বেশি করে digitalized করা। আমাদের organisation এর একটা বড় যাত্রা যার জন্য আমাদের এই ম্যাগাজিনটা । এছাড়াও পরিবেশের জন্য আমরা প্লাস্টিক ইউজ একদমই কম করে দিই। কাগজের ব্যবহার করতে পারি। এই দিকেই জোর দেওয়া এটাই আমাদের target । বাকিগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য।

- এই suspense টা আলাদা একটা অভিজ্ঞতা ।

- আমরা সবসময় দেখছি সৃষ্টির নতুন কিছু না কিছু আসছেই। নতুন হচ্ছেই। একটার পর একটা নতুন কিছু দেখা একটা আলাদা ব্যাপার ।

- এবার একটা ছোট্ট র‍্যাপিড ফায়ার আছে
- উত্তম কুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
  - উত্তম কুমার
- ক্রিকেট নাকি ফুটবল
  - ফুটবল
- চাইনিজ খাবার নাকি ইন্ডিয়ান খাবার
  - ইন্ডিয়ান... মোগলাই খাবার আমার বেশি ভাল লাগে'।
- সৌরভ গাঙ্গুলী না শচীন টেন্ডুলকার
  - সৌরভ গাঙ্গুলী
- মেসি না নেইমার
  - কাউকেই পছন্দ নয়। দুজনের মধ্যে বলা হলে মেসি।
- অবসর সময় বই পড়া না সিনেমা দেখা
  - বই পড়ার অভ্যাস টা আসলে নষ্ট হয়ে গেছে, সিনেমা দেখা।
    আগে আমি বই পড়তে ভালবাসতাম আমার বাড়িতে অনেক বই রয়েছে। আমি সেগুলো পড়তাম। এখন সিনেমা দেখাটাই হয় যেমন web series.
- আমার লাস্ট প্রশ্ন তোমাকে যদি শিক্ষণ, পরিধান, সবুজ সংকল্পকে ১ ২ ৩ হিসাবে বলতে বলি তুমি কি বলবে
  - ১. শিক্ষণ

    ২. পরিধান

    ৩. সবুজ সংকল্প

সৃষ্টির স্রষ্টাদের সাক্ষাৎকার

রাহুল দত্ত

- তোমার বর্তমানে সৃষ্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে কেমন লাগছে?
  - আমি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হই বা সাধারণ সদস্যই হই না কে ন, সৃষ্টিতে আমি যেভাবেই থাকি থাকাটার যে অনুভূতিটা সেটাই আসল , ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে আমার যে রকম লাগবে সেরকমই একজন সাধারণ সদস্য হয়ে আমার লাগবে, মানে ভালো লাগার জায়গা তো এটা, আমি যেরকমই থাকি না কেন আমার ভালো লাগবে, ভালো লাগে আগেও ভালো লেগেছে এবং ভবিষ্যতেও আশা করছি ভাল লাগবে আশা করছি না ভালো লাগবে।
- তোমায় এই পদটার জন্য কি কি কাজ করতে হচ্ছে বা কি কি করতে হয়?
  - কাজ বলতে কোনদিনই এরকমটা নয় যারা কোর কমিটিতে রয়েছে বা ফাউন্ডার আমরা রয়েছি সাধারণ ভাবে নিজেদের মধ্যে একটা অফিশিয়ালি পোস্ট দেওয়া রয়েছে, কাজ দেওয়া রয়েছে, মানে আমি যেটা করি। আমার মতে তোর কাজ তুই করবি আমার কাজ আমি করবো এরকমটা না। আমি কি বলি বলতো সবাইকে, কি কাজ আছে বল আমি সেটা পুরো করে দেবো। কোন জায়গায় লোক কম পরছে বা কোনো কাজ আমাকে দেওয়া হল সেটা আমি করে দি। ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে কিছু তো দায়িত্ব থাকে তাছাড়া ধর একটা মিটিং করতে হয়। যেমন কোর মিটিং ওগুলো তো করতেই হয় তাছাড়া যখন যেমন কাজ করে সব রকম কাজের জন্য আমি প্রস্তুত। আমাদের শুরু থেকে শিখেছি নিজে থেকে।আমাদের তো কেউ শেখায় নি যেমন কাজ করতে করতে হোঁচট খেতে খেতে শিখেছি। সব কাজের জন্য যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত।

- সৃষ্টির সৃষ্টি টা কেমন ছিল একটু বলো ?

  সৃষ্টির সৃষ্টি কেমন ছিল বলতে দেখ সৃষ্টি সৃষ্টির হঠাৎ করেই ।একদিন আমাদের মাথায় আসে তারপর থেকে চিন্তা করতে করতে ।একদিন আমরা বাইরে বসে একটা জায়গায় আড্ডা মারছি।তখনই মাথায় আসে বাকি সময়টা নষ্ট না করে সেই সময় মাথা খাটিয়ে কিছু ভেবে যদি যারা আমাদের থেকে নিচু স্তরে রয়েছে যারা সত্যি কারের প্রয়োজন জিনিসপত্র তাদের কাছে যদি আমরা আমাদের যতটুকু সামর্থ্য পৌছে দিতে পারি। তখন আমাদের এত বড় চিন্তাভাবনা ছিলই না আমাদের 30 টাকা হলে কারো 10 টাকা হলে সেভাবেই তখন আমরা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতাম তখন তো আমরা সেরম কিছু কাজকর্ম করতাম না সবাই তখন আমরা কলেজ স্টুডেন্ট। অন্যকে সাহায্য করে ভালো থাকা, তাদেরকে ভালো রাখা এটাই প্রথমে মোটো ছিল আমাদের অন্যকে সাহায্য করলে আমাদের ভালো লাগবে আমরা ভালো থাকবো তারপর তারা ভালো থাকবে ।সেখান থেকে সৃষ্টি আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তোদের সহযোগিতায় সৃষ্টি আজ বিন্দু বিন্দু থেকে আলোর পথে এগিয়েছে।

- তোমাদের প্রথম প্রোজেক্টের অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল ?

  - প্রথম প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা বলতে অনেকটা পিকনিকের অভিজ্ঞতা। আমরা ছয় জন মিলে একটা প্রজেক্ট এর অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম । মালপত্র নিয়ে যাওয়া ,প্যাকিং করা,সে একটা বিশাল উদ্যোগ।আমরা নিজেরাও জানতাম না কিভাবে কি করতে হবে ,আমরা কাজে নেমে পড়েছিলাম উদ্যোগ নিয়ে যে আমাদের গরিবের পাশে দাঁড়াতে হবে । দুস্থ বাচ্চাদের পাশে দাঁড়াতে হবে আমরা 6 জন মিলে ঠিক করি বাচ্চাদের বই খাতা পেন্সিল দেবো। আমরা সবাই মিলে প্যাকিং করে সবকিছু নিয়ে ট্রেনে করে নলপুর গেলাম সেখানে বাচ্চাদেরকে দিলাম, বাচ্চাদের সাথে কথাবার্তা বললাম ,তাদের সাথে একটি কুইজ কনটেস্ট খেললাম এবং তাদেরকে খাতা বইপত্র পেন্সিল বিতরণ করলাম। কুইজ কনটেস্ট এ তাদেরকে গিফটও দেওয়া হয়েছিল ।

- এতদিন সৃষ্টির সাথে সাত বছর হয়ে গেল অনেক সময় এরকম হয়েছে যে অনেক খারাপ সিচুয়েশনে পড়তে হয়েছে গিয়ে তবে সেটা থেকে ওভারকাম অবশ্যই করা হয়েছে তো সেইরকম যদি তোমার মনে পড়ে মেমোরেবল সিচুয়েশন তাহলে একটু বলো ?

- বড় প্রজেক্টে দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আমি যেতে পারিনি সৃষ্টির শুরু থেকে, কারণ হচ্ছে আমার কাজের জায়গাটা হল দোকান সুতরাং আমার কোন বড় প্রজেক্টে যাওয়া হয়না তো সেই ভাবে আমি কোন রকম প্রতিকূল পরিস্থিতি কোনদিন পড়িনি ছোটখাটো কাজ যেমন লাইনটা ঠিক করা একটু নাম্বার ওয়াইজ দাঁড় করানো এগুলো ছোটখাটো কাজ আমি করেছি খারাপ সিচুয়েশন কোনদিন তৈরি হয়নি আর প্রবলেম হলে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সবকিছু ঠিক করে সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছি কোনদিন কোনো সমস্যা আমাদের মধ্যে সেরম হয়নি, বন্ডিংটা আমাদের মধ্যে খুবই ভালো ছিল। আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যেত কোন বড় বিশৃঙ্খলা তো কোনদিন হয়নি ।

- গভর্নিং বডি ছাড়া তুমি আমাদের ফটোগ্রাফি টিমের রিভিউয়ার তো সেই কাজ করে কেমন লাগছে?
  - আমার খুব ভালো লাগছে। আর ছবি তুলতে আমার ভালোই লাগে ।
- পার্সোনালি তোমার সৃষ্টির কোন প্রজেক্টটা পছন্দ যেটা তুমি এক নম্বরের রাখবে ?
  - আমার পার্সোনালি পছন্দের প্রজেক্ট বেলপাহাড়ীতে আমরা কম্বল দিয়ে এলাম গত শীতে ওটা আমার খুব পছন্দের প্রজেক্ট। আরেকটা পছন্দের প্রজেক্টর আজ থেকে দু বছর আগে আমরা সৃষ্টির জন্মদিনে মল্লিক ফটক এর মুখ ও বধির স্কুলে যে প্রজেক্টটা করেছিলাম সেটা । সবথেকে বেস্ট প্রজেক্ট হচ্ছে 2019 এ পুজো প্রজেক্ট যেটা আমাদের হয়েছিল।
- আগামী দিনে সৃষ্টির উন্নতির জন্য কি করার পরিকল্পনা আছে তোমাদের ?
  - সৃষ্টির ইন্টার টিম চিন্তা করছে যে আমাদের কিভাবে আরো উন্নত করা যায় আমাদের সৃষ্টিকে। আমাদের মূল এখন যে লক্ষ্য শিখশন প্রজেক্ট এর ওপর, স্কুলগুলোকে কিভাবে উন্নত করা যায়।

- এবার একটা ছোট্ট র‍্যাপিড ফায়ার আছে
- উত্তম কুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
  - সৌমিত্র চ্যাটার্জী ।
- ক্রিকেট নাকি ফুটবল
  - ফুটবল

- চাইনিজ খাবার নাকি ইন্ডিয়ান খাবার
  - ইন্ডিয়ান

- পাহাড় নাকি সমুদ্র
  - সমুদ্র।
- সৌরভ গাঙ্গুলী নাকি শচীন টেন্ডুলকার ?
  - সৌরভ গাঙ্গুলী।
- মেসি নাকি নেইমার ?
  - নেইমার।
- আমার লাস্ট প্রশ্ন তোমাকে যদি শিক্ষণ, পরিধান, সবুজ সংকল্পকে ১ ২ ৩ হিসাবে বলতে বলি তুমি কি বলবে
  - ১. সবুজ সংকল্প

    ২. পরিধান

    ৩. শিক্ষণ

সৃষ্টির স্রষ্টাদের সাক্ষাৎকার

দেবজ্যোতি বাগ

- বর্তমানে তুমি সৃষ্টি- র ট্রেসারার ,তো কেমন লাগছে?
  - ট্রেসারারের রোলটা একটু কঠিন , তবে চেষ্টা করছি পুরানো ট্রেসারারের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যেতে।
- সৃষ্টি -র সৃষ্টিটা কেমন ছিল একটু বলো ।
  - এটা বলতে গেলে সাত বছর আগে ফিরে যেতে হয়। আমারা তখন কলেজ স্টুডেন্ট, কিছু জন মিলে ভাবনা চিন্তা করি বাচ্চাদের জন্য কিছু করব।সেই ভাবনা থেকেই আমরা নিজেদের পকেট মাণি দিয়ে কিছু খাতা পেন্সিল কিনে,নলপুর গ্রামের বাচ্চাদের দিয়ে আসি। সেখানে ওদের মুখের হাসিটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিই এটাকে বৃহত্তর আকারে গড়ে তোলার।তারপর আমারা রেজিস্ট্রেশান করি।এ ভাবেই সৃষ্টি তৈরি হয়।
- তোমার প্রথম প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

  প্রথম প্রজেক্ট বলতে নলপুরের প্রজেক্ট টাই সৃষ্টি এবং আমার প্রথম প্রজেক্ট । ভীষণ ভালো অভিজ্ঞতা , আর এই প্রজেক্ট টাই সৃষ্টি -র পরবর্তী পদক্ষেপের দিশারী।
- কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা সৃষ্টি -র প্রজেক্টে ?
  - 2019 র Old Cloth Drive এ আমরা বেলপাহাড়ি কেন্দ্রা পাড়া যাই।ওখানে 400 মানুষের জামাকাপড় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদের সাভে অনুযায়ী। কিন্তু প্রজেক্ট চলাকালীন পাশের আরও দুটো গ্রামের লোক এসে পড়ে এবং তারা দাবি করে তাদেরও দিতে হবে,আমাদের কাছে তাদের নাম নথিভুক্ত না থাকায় আমদের কাছে সেই মুহূর্তে জামাকাপড় ছিল না।সেই সময় ভীষণ খারাপ পরিস্থিতিতে পরতে হয়।আমরা সেই সময়ে সিদ্ধান্ত নিই তাদের নাম গুলো নথিভুক্ত করে নিয়ে পরে এসে আবার তাদের জামাকাপড় দিয়ে যাব।সেই মতো কাজও করা হয়।

- Accounts Team র কাজ টা একটু বলো ।
  - আমাদের বিভিন্ন Team আছে তাদেরকে টাকা দেওয়া তাদের প্রজেক্ট অনুযায়ী। তারপর তাদের থেকে রিপোর্ট গুলো নিয়ে হিসাব রাখা।
- তোমার পছন্দের প্রজেক্ট কোণটা ?
  - সৃষ্টি -র সমস্ত প্রজেক্ট ই আমার পছন্দের ।তবু আলাদা করে বলতে হলে বলবো , 2019 এ Pujo প্রজেক্টের জন্য আমরা পুরুলিয়া গিয়েছিলাম ওই প্রজেক্ট টি ভীষণ পছন্দের । ওখানকার Needy মানুষদের জন্য কিছু করতে পেরে ভীষণ ভালো লেগেছে ।
- আগামী দিনে সৃষ্টি তে নতুন কী আসতে চলেছে?
  - 1)প্রথমত পরিকাঠামোর দিক দিয়ে আরও মজবুত করা।
    2)বেলপাহাড়ি তে যে দুটো স্কুলে কাজ হয় সেখানে BOOK BANK/ LIBRARY তৈরি করা।
    3) CLOTHES BANK তৈরি করা।
- আগামী দিনে সৃষ্টির উন্নতির জন্য কি করার পরিকল্পনা আছে তোমার মাইন্ডে ?
  - সৃষ্টির ইন্টার টিম চিন্তা করছে যে আমাদের কিভাবে আরো উন্নত করা যায় আমাদের সৃষ্টিকে। আমাদের মূল এখন যে লক্ষ্য িসকশন প্রজেক্ট এর ওপর, স্কুলগুলোকে কিভাবে উন্নত করা যায়।

- এবার একটা ছোট্ট র‍্যাপিড ফায়ার আছে
- উত্তম কুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
  - উত্তম কুমার
- ক্রিকেট নাকি ফুটবল
  - ক্রিকেট
- চাইনিজ খাবার নাকি ইন্ডিয়ান খাবার
  - চাইনিজ
- অবসর সময় আড্ডা নাকি পরিবার?
  - দুটোই সমান গুরুত্বপূরণ

- সৌরভ গাঙ্গুলী নাকি শচীন টেন্ডুলকার ?
  - ➢ সচীন
- তুমি সৃষ্টি র 3 টে প্রধান প্রজেক্টের মধ্যে কোণটাকে কত নাম্বার এ রাখবে?
  - ➢ Human Prospective

    1)সবুজ সংকল্প

    2)পরিধান

    3)শিক্ষণ

    -Sristi's Goal

    1)শিক্ষণ

    2)পরিধান

    3)সবুজ সংকল্প

সৃষ্টির স্রষ্টাদের সাক্ষাৎকার

অভিরূপ সাঁতরা

- তুমি তো গভর্নিং বডির সদস্য ।তোমার রেস্পন্সিবিলিটি কি কি আছে মানে তুমি এখন কাজটা কী ??
  - আমি প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলাম সৃষ্টির। মানে সৃষ্টি যখন শুরু হয় তখন আমি প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলাম । তো তারপরে আমি আছি এখন মার্কেটিং টিমে।এবার মার্কেটিং টিমের রেস্পন্সিবিলিটি মানে,মার্কেটিং কিভাবে হবে, কিভাবে লোকের কাছে পৌঁছাব,কিভাবে আমরা ফান্ডরাইজ করব এইসব। মার্কেটিং শুধুমাত্র যে বাইরের লোকের সাথে কমিউনিকেট করা এরকম ব্যাপার না আমাদের সৃষ্টি লোকেদের সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করব সেটাও এর থেকে শেখার । এই জিনিসটাকে আমি এখনো পর্যন্ত দেখি।তো তোকে এক লাইনে বলতে গেলে গোটা সৃষ্টির মার্কেটিং টিমের বাইরের এবং ভেতরের অনেক কাজ কর্ম ,এসব কাজ ঠিকঠাক চলছে কিনা ,সব কাজের গাইডলাইন মেনটেন করা মানে কোন কাজটা কোন সময়ে শেষ করতে হবে বা কোন কাজটার জন্য কি কি বাকি আছে কোন প্রজেক্ট আসলে কিভাবে সেটাকে অরগানাইজ করতে হবে এটা গভর্নিং বডি মিলে ঠিক করার চেষ্টা করি। তারপর প্রত্যেকটা ভলেন্টিয়ার এর সাথে সমানভাবে কমিউনিকেট করা মানে শুধুমাত্র যে তার সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে কমিউনিকেট করা এটা নয় ।প্রত্যেকটা ভলেন্টিয়ার যারা সৃষ্টিতে আছে তারা প্রত্যেকে কাজটার ব্যাপারে প্রপার নলেজ রাখে , তারা প্রত্যেকে বলতে পারে কি কি সমস্যা আছে বা তাদের যদি কোন সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের সৃষ্টিতে সেগুলোতে ক্লারিফিকেশন করাতে, প্রত্যেকে ওপেনলি আমাদের এই সৃষ্টিতে থাকতে পারে। তার যদি কোন পার্সোনাল লাইফে প্রবলেম থাকে সেটাকে কমিউনিকেট করা, আমাদের একচুয়ালি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাই বোনের মতো সকলে সকলের পাশে থাকা,আর আমরা চেষ্টা করি সেটাকে মেনটেন করা।সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা

সেরকম ভাবে আলাদা করে গভর্নিং বডি বলে কিছু নয়,সবাই কাজটা কি করে করি আমরা তুই তো খুব ভাল করেই জানিস যে সবাই একসাথে করা হয়।

- সৃষ্টির শুরুতে ঠিক কেমন ছিল?
  - তখন সৃষ্টির শুরুর সময় পড়াশোনা করছি চাকরি পাওয়ার জন্য ।তো তখন আমরা সাইকেলে করে যেতাম আমাদের প্রজেক্ট এর আগে গিয়ে সব ব্যবস্থা করতাম । এবং সৃষ্টির কাগজের দরকার হলে সন্ধ্যাবেলায় শুভাশিস কাকু মানে আমাদের উকিলের কাছে গিয়ে সে কাগজটা নিয়ে আসতাম। সদ্য সদ্য তখন রোজভ্যালি আসে এবং তখন সেই সময় মানুষকে বিশ্বাস করাটা খুবই দরকার ছিল যে টাকাটা যেখানে দিচ্ছি সেটা এগজ্যাক্টলি কোনো কাজে আসছে কি না।এখন সৃষ্টি একটা মোটামুটি বড় অর্গানাইজেশন হাওড়ার এর মধ্যে । আমরা প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম প্রত্যেকটা টাকার হিসেবে রাখব যা করব সম্পূর্ণটা পরিষ্কার রাখব। আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন যে ম্যানপাওয়ার টা ছিল সেটা খুবই কম ছিল কিন্তু আগ্রহ ব্যাপারটা অনেক বেশি ছিল কিন্তু এখন ব্যাপারটা কি এখন যারা আসছে নতুন করে জয়েন করছে তাদের মধ্যে এনার্জি ব্যাপারটা নেই। এখনো হয়ে থাকে শুধু তখন বলবো না সেটা ।আসলে আমরা কোনদিনই শেষবেলার জন্য এইভাবে ফেলে রাখতে পছন্দ করতাম না তাই হয়তো আজকে এখানে এসে পৌঁছেছি এবং আমাকে আসলে শিবপুর সৃষ্টি দিয়েছে অনেক কিছু যেটা হচ্ছে নতুন নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সবকিছু সৃষ্টি দিয়েছে ।
- আমার একটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে যে এই শিকশন পরিধান আর সবুজ সংকল্প তিনটের মধ্যে সবথেকে পছন্দের কোনটা মানে তোমার স্পেশালি পছন্দের কোনটা?
  - আসলে পার্সোনালি যদি আমায় জিজ্ঞাসা করা হয় সে ক্ষেত্রে আমি বলব যে শিক্ষন আমার সবথেকে পছন্দের একটা ব্র্যান্ড কেন কি আমি নিজেই পড়াশোনা করতে পেরেছি তাই আমি চাই যে পড়াশোনাটা সকলে করুক এবং শিক্ষিত হওয়া সত্যিই এখন দরকার । তাই

    শিক্ষণ - ১

    পরিধান - ২ আর

    সবুজ সংকল্প – ৩

- আমার একটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে যে আপকামিং প্রজেক্ট এর ব্যাপারে যদি কিছু বলো
  - ➢ আসলে আমাদের নেক্সট উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্পোরেট ফান্ডরাইজিং। যদি আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের স্পেশাল ডোনারস কিছু আছেন। তার সাথে দেখি অনেক সময় অনেক প্রজেক্ট ফান্ড এর জন্য পিছিয়ে পড়তে হয় ,তবে সেক্ষেত্রে চেষ্টা করছি যাতে কর্পোরেট ফান্ডরাইজিং করা যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ।প্রচেষ্টা চালানো চলছে তাড়াতাড়ি করতে পারি।

- এবার একটা ছোট্ট র‍্যাপিড ফায়ার আছে
- সৌরভ গাঙ্গুলী নাকি শচীন টেন্ডুলকার ?
  - ➢ সৌরভ গাঙ্গুলী
- অবসর সময়ে সিনেমা দেখা নাকি গল্পের বই পড়া?
  - ➢ আগে গল্পের পড়েছিল কিন্তু এখন সিনেমা দেখাই বেশি হয়েছে.
- বাড়িতে থাকতে বেশি ভালো লাগে নাকি বাইরে মানে তুমি যে কাজের সুত্রে বাইরে থাকো সেটা। কোন সময় টা বেশি ভালো লাগে তোমার
  - ➢ বাড়িতে থাকতে।
- আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে তুমি কত দেবে শিক্ষণ, পরিধান,সবুজ সংকল্প কে১ ২ ৩ এই ভাবে বলতে বললে।তুমি অলরেডি প্রশ্নটার অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে তাই এখানেই শেষ করবো।

সৃষ্টির স্রষ্টাদের সাক্ষাৎকার

অনিমেষ পল্লে

- তুমি এখন সৃষ্টির সহ সম্পাদক । তোমার কেমন লাগছে আর তোমার যে কাজগুলো আছে সেটা যদি একটু বলো?
  - ➢ কেমন লাগছে এটা শুধুমাত্র সহ সম্পাদক হিসেবে নয় একজন সৃষ্টিয়ান হিসেবে কাজটা ভালোবেসেই পথ চলা শুরু তো সেই হিসেবেই দেখা,তো সেক্ষেত্রে সম্পাদক, সহ সম্পাদক এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়,কাজটা কাজের মতো করেই চলবে ।
- তোমার এই পদটির দায়িত্ব কী আলাদা কিছু?
  - ➢ না শুধুমাত্র সৃষ্টির সহ সম্পাদক বলে নয়,গভর্নিং বডির যে পদগুলি আছে সেগুলো মূলত signing authority,এগুলো কাজের জন্য এবং কিছু সাইন এর জন্য রাখতে হয় তাই রাখা এছাড়া অন্য কোনো রকম কাজের ক্ষেত্রেই কেউ কারোর একার মতের উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না,পুরোটাই সহমতের ভিত্তিতে চলে,আলাদা করে সভাপতি ,সহ সম্পাদক,সম্পাদক এরকম বিষয় নেই ।
- সৃষ্টির প্রথম পথ চলাটা কী ভাবে হয়েছিল?

  ২০১৪ সালের শিবপুর সৃষ্টির শুরুটা আজ যে এতটা organised ভাবে এগোতে পারব সেটা ভেবে শুরু করিনি।আমরা বন্ধুরা কলেজের বাইরেও আরও কিছু একটা করতে চাইছিলাম তো নতুন কিছু একটা করার ভাবনা চিন্তা থেকেই মানুষের জন্য কিছু করব এরকম কাজের মধ্যে আসা।আমাদের প্রথম কাজ ছিল নলপুরের ওখানে একটা স্কুলে যেখানে আমরা বই খাতা দিয়েছিলাম ।এভাবেই সৃষ্টির যাত্রাপথ শুরু ।

- প্রথম নলপুরের প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
  - ➢ এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা বলতে আমি সেই প্রজেক্টে যেতে পারিনি আমি তারাপীঠে ছিলাম। কিন্তু শুধুমাত্র সেই দিনটায় যেতে পারিনি বাকি সব কাজেই ছিলাম ।
- শুরু থেকে অনেক প্রজেক্ট হয়েছে অনেক কঠিন পরিস্থিতি এসেছে, সেগুলো সামলাতে হয়েছে, এরকম কোনো যদি পরিস্থিতি মনে পরে এখন ।
  - ➢ কঠিন বা খারাপ বলে ঠিক বলতে চাইছি না আমার মনে হয় সেই পরিস্থিতি এসেছে বলেই এর থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি এবং সৃষ্টিকে আজ এই জায়গায় আনতে পেরেছি। শুধুমাত্র যারা শুরু করেছিলাম তারাই নয় সবাই ।
- তুমি এখন পরিধান টিমের লিড।এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড তো নতুন পরিধান এ কী আসতে চলেছে?
  - ➢ হ্যাঁ, পরিধান আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড।পরিধান নিয়ে আমরা মূলত যে কাজ করি সেটা হল একটা পুজোতে নতুন জামাকাপড় দেওয়া আর শীতের সময় কম্বল দিয়ে থাকি।এগুলো তো থাকবেই তার সাথে আর কি আসতে চলেছে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য ।তবে এটাই বলব পরিধান সত্যিই একটা বড় কিছু নিয়ে আসতে চলেছে ।
- তোমার পছন্দের হিসেবে তুমি কোন প্রজেক্ট কে এগিয়ে রাখবে?
  - ➢ না এইভাবে কোনো প্রজেক্ট কে এক নম্বরে রাখা যায় না। আমার মতে যেটা আগামী দিনে আসতে চলেছে সেটাই হয়ত এক নম্বর হতে যাচ্ছে।
- তুমি একজন গভর্নিং বডির সদস্য তো পুরো সৃষ্টির জন্য তোমরা আগামী দিনে কী ভাবছ?
  - ➢ আমরা প্রতিনিয়ত সেটা ভাবতে থাকি ।আমি যদি পুরো সৃষ্টির কথা বলি তবে আমি বলবো আগামী দিনে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবার একসাথে কাজ করা খুব জরুরী তাহলেই সৃষ্টি আরও এগিয়ে যাবে ।

- এবার একটা ছোট্ট র‍্যাপিড ফায়ার আছে
- উত্তম কুমার নাকি সৌমিত্র চ্যাটার্জি?
  - ➢ উত্তম কুমার
- ক্রিকেট নাকি ফুটবল?
  - ➢ ফুটবল
- পাহাড় নাকি সমুদ্র?
  - ➢ পাহাড়
- সৌরভ গাঙ্গুলী নাকি শচীন টেন্ডুলকার ?
  - ➢ সৌরভ গাঙ্গুলী
- অবসর সময়ে বই পড়া নাকি সিনেমা দেখা?
  - ➢ সিনেমা দেখা
- এবার একদম শেষ প্রশ্ন তোমাকে যদি শিক্ষণ পরিধান সবুজ সংকল্প কে ১ ২ ৩ এই হিসেবে সাজাতে বলা হয় তুমি কোনটাকে কত নম্বরে রাখবে?
  - ➢ আমি তিনটে কেই পাশাপাশি রাখলাম সবগুলোই ১ ১ ১

At a glance Shibpur Sristi

On 3rd of July 2014 we carried out our first project in a a BPL enlisted School 'Nalpur Sishu Kalyan Samiti Prathmik Vidyalaya' in Nalpur. This was the first project under our education drive initiative. Our main objective is to motivate your kids at school so that they value their education and use education as a tool to achieve their dreams.

Education is the key to empowerment.

On the 4th of January 2015 executed our second project which forms part of our clothes drive initiative. We distributed winter apparel among 80 under privileged kids on the pavement of Rash Behari Avenue.

Smiles can't be bought, not even with a zillion rupees, for these smiles are even more valuable than the elixir found in heaven.

On 19th of July 2015 we are organised this workshop at Asian sahyogi Sanstha India's orphanage,kestopur near Dumdum, Kolkata.Through this project we have tried to provide a platform for the kids to learn a new art form.

Apart from conduct the workshop we distributed drawing materials among the 16 kids at the orphanage.

This was our second collage workshop. We conducted this workshop at Debmalya Seva Mission, Howrah near Dumurjala Stadium on 15th of August 2015.The kids enjoyed a lot and in the process they learnt something new.

Art can heal any pain in the world.

Shikshan 2.0 is just another step for our educational initiative. We visit Paliyara Board Primary School on 27th February 2015 for the main phase of project. We distributed educational materials.

We visit Shivnarayan chawk primary school on 12th March,2016 to continue with our project 'Shikshan'.

New set of dresses were distributed among them in four individual rounds.1st round of puja cloths drive 2015 was done on 4th October 2015 near Shibpur Nabanna. 2nd round was done on 7th October 2015 at Nandan in kolkata. 3rd round was done on 19th October 2015 in south Kolkata and 4th round was completed on 20th October 2015 in North kolkata.

Smile can not be brought, not even with a zillion rupees.For, these smiles are even more valuable than the elixer found in heaven.

● Puja Cloth Drive 2016 (PARIDHAN 3.0)- This time we served at Masat (A small village in Hooghly district) on 2nd October. We bring the smile on by providing new clothes to 200 children.

● On 11th of December 2016, we have executed our project which was a part of our clothes drive initiative named as "PARIDHAN" families of Udaynarayanpur Shibpur area.

● On 27th February and Mute school, it was, situated at Howrah Maidan having 50 special students. Since from the beginning of the journey Of Shibpur Sristi we had the plan to serve this section of society as well so finally managed to find the school and as we the team Shibpur Sristi is a local NGO of that place we planned to make it happen. Art and collage workshop were done on the same day with both of the kind of students we had there.

● Puja Cloth Drive 2017 (PARIDHAN 5.0)-This time we served at Raipur (A small village in Birbhum district) on 10th September. This is our first long distance project around 200km away from our location. We bring the smile on their faces by providing new clothes to 150 children.

● On 24th September 2017, we have executed another Puja Clothes drive 2017 (PARIDHAN 5.1) We distributed New Clothes to the 120 unprivileged Children of Rajnagar, Nischintapur village. We bring happiness among them by providing new clothes on that festive season.

● Winter Cloth Drive 2017 (PARIDHAN 6.0)- we reached at Khejuri (A small village in Paschim Midnapore district) on 3rd December. We distributed WINTER JACKETS to 60 little orphans of KRISNANAGAR ANATH SHISU ASRAM.

● (16th FEBRUARY, 2018) we arranged our 1st FOOD DRIVE near RAMKRISHNAPUR GHAT, HOWRAH. We distributed Food Packets (Chicken, Ruti) to 120 street children.

● As we all are the part of our environment, it is our prime job to take care of our environment. On 5th June, 2017 we distributed 200 saplings to the pedestrian. With this small contribution towards our environment we celebrated this day.

● KRISNANAGAR ANATH SHISU ASRAM on 12th November. We children by providing some dry foods, food materials (Rice, Pulse, Soyabean, Biscuits) and study material to 60 orphans.

In the year 2018-2019, We proudly have started our much-awaited pet project at Belpahari. We arranged 10 private tutors there for the students belonging to Jarda Primary School and Lodhasuli Primary school. Total 110 students are getting daily tuitions from these teachers after their school hours. We also took care of all study materials and other necessary things for the overall development of these children.

● On the occasion of World Environmental Day, we arranged a rally on 3rd June 2018 where we managed to get a crowd of 100 people who marched with us. We also invited few local NGOs out of which few (Uttaran, Ullol, Morning Icon, Vorsa) joined us on the same.

● On 2nd October, 2018 our team arrived at three remote villages of Lalgarh– Bagghora, Bera, Shiyarboni, with our small token of gift. We distributed new clothes to nearly 200 children.

● On 7th October, 2018 we visited Gaighata, Dhyanglashol, Tarinichawk, the three marginal villages of Salboni. We distributed new clothes to nearly 100 children and our commitment of making children smile continues.

● On the auspicious day of Panchami (14th October, 2018) we went to Bautipara and Purshura, two small villages of Hooghly district and distributed new clothes to around 100 children.

● On the occasion of Sristi's 5th birthday we visited Donbosco Ashalayam (Asha Maria) where we met around 60 children.

This year we launched our brand-new website www.shibpursristi.org

● FOOD DRIVE (2.0) - On 19th April 2018, we once again reached at Ramkrishnapur Ghat. Howrah. We shared our joy with poor children out there by successfully delivering dry foods. Nearly 120 poor street kids were served on this day.

● FOOD DRIVE (3.0) - On the occasion of th November, 2018 we provided food packets to about 120 children residing in the slums of Ramkrishnapur Ghat, Howrah.

● PARIDHAN (7.0) - On 2nd October, 2018 our team arrived at three remote villages of Lalgarh Bagghora, Bera, Shiyarboni, with our small token of gift. We distributed new clothes to nearly 200 children.

● PARIDHAN (7.1) - For our 2nd PARIDHAN this year we went to Salboni, a village of West Midnapore. On 7th October, 2018 we visited Gaighata, Dhyanglashol, Tarinichawk, the three marginal villages of Salboni. We distributed new clothes to nearly 100 children and our commitment of making children smile continues.

● PARIDHAN (7.2) - There is no great joy than making others smile. This time we went to Bautipara and Purshura, two small villages of Hooghly district. On the auspicious day of Panchami (14th October, 2018) we went to these places and distributed new clothes to around 100 children.

● PARIDHAN (8.0)- With an effort to invoke the Christmas and New Years Eve spirit, we at Shibpur Sristi have decided to distribute blankets to people belonging to the Sabar community of Jhargram, West Bengal. We served 200 families of Rangamati and Tumkashol, two extreme marginal villages of Jhargram distict with approximately 100+ blankets.

● SHIKSHAN - We proudly have started our much awaited pet project at Belpahari. We arranged 10 private tutors there for the students belonging to Jarda Primary School and Lodhasuli Primary school. Total 110 students are getting daily tuitions from these teachers after their school hours. We also took care of all study materials and other necessary things for the overall development of these children.

● SABUJ SANKALPA - On the occasion of World Environmental Day we arranged a rally on 3rd June 2018 where we managed to get a crowd of 100 people who marched with us. We also invited few local NGOs out of which few (Uttaran, Ullol, Morning Icon, Vorsa) joined us on the same. We are greatful to our guests Mountaineer Mr. Malay Mukherjee and Mr. Kuntal Karar who shared the walk with us. Also we got Mr. Badal Panda on the rally. Post that we distributed 110 saplings to locals and shared awareness on the needs of plantation.

ধন্যবাদ

সম্পাদক : তুহিন চক্রবর্তী

সহ সম্পাদিকা : নেহা ভট্টাচার্য।

প্রধান পরামর্শদাত্রী : শ্রীজিতা বাগ

প্রধান চিত্রকর : সুমিত সামন্ত

সহ চিত্রকর : অমিত মান্না

সহ চিত্রকর : শ্বেতা কোলে

সহ চিত্রকর : তন্ময় কোলে

সম্পাদক সহকারী : ঐকান্তিকা সিনহা

সম্পাদক সহকারী : পূজা দাস

সম্পাদক সহকারী : প্রিয়াঙ্কা দত্ত

সম্পাদক সহকারী : অনিরুদ্ধ কর্মকার।

সম্পাদক সহকারী : মেঘা পাত্র।